দেহমন

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

প্রথম সংস্করণ—বৈশাখ, ১৩৫৯

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর—
শ্রীগৌরীশংকর রায়চৌধুরী
বসুশ্রী প্রেস
৮০।৬, গ্রে স্ট্রীট
কলিকাতা—৬

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

চার টাকা

উৎসর্গ

শ্রীনারায়ণ চৌধুরী

বন্ধুবরেষু

লেখকের অন্যান্য বই

ছোট গল্প

অসমতল

হলদে বাড়ী

উল্টোরথ

পতাকা

চড়াই উৎরাই

উপন্যাস

দীপপুঞ্জ

অক্ষরে অক্ষরে

'এসো আলাপ করিয়ে দিই, ইনি শ্রীমতী রুবি রায়। আমাদের পাশের ঘরের প্রতিবেশিনী। বোম্বাইর মস্ত বড় একটা ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর মস্ত বড় এজেন্ট। তুমি যাকে যমের মত ভয় কর। নাও ভাই রুবি, নতুন একটি পার্টি তোমাকে জুটিয়ে দিলাম। এখন আমার কপাল আর তোমার হাতযশ।'

আড়চোখে স্বামীকে একবার দেখে নিয়ে উমা বন্ধুর দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো।

রুবি নমস্কারের জন্য দু'খানা হাত জোড় করে লীলায়িত ভঙ্গিতে নিজের চিবুক পর্যন্ত তুলল, তারপর মৃদু হেসে বল্‌ল,'পরিচয়টা একতরফা হোল। কারণ স্বামীর নাম উমা মুখে আনেনা মনে মনে জপ করে। কিন্তু ও না বললেও আপনার নাম শুনেছি বিভাসবাবু। আপনি যে এই ইণ্টালী অঞ্চলে রীতিমত একজন নামকরা লোক তাও শুনতে বাকি নেই।'

বিভাস প্রতি নমস্কার করে নীরবে স্থির দৃষ্টিতে স্ত্রীর বান্ধবীর দিকে একটুকাল তাকিয়ে কি দেখল। নমস্কারের জন্য যে হাত দুখানা রুবি তুলেছে তার আঙুলগুলিকে চাঁপার কলির সঙ্গেই হয়ত তুলনা করা যেত, কিন্তু প্রত্যেকটি নখের বিজাতীয় খয়েরী পালিশ বিভাসের চোখকে পীড়িত করল। সুন্দর পাতলা ঠোঁট দুটিতে যে হাসিটুকু এখনও লেগে রয়েছে তাও বিভাসের অপরূপ মনে হতে পারত, কিন্তু রুবির ঠোঁটে শুধু হাসিই নেই, সেই সঙ্গে চড়া রঙের লিপষ্টিকও রয়েছে। ঈষৎ লম্বাটে ধরণের মুখের ডৌলটিরও স্বাভাবিক রঙ আর সৌন্দর্য পাউডারের অতি স্পষ্ট প্রলেপে ব্যাহত। আয়ত সুন্দর কালো চোখ

ছুটিতেও এই বেলা দশটার সময় সুর্মা টানবার কোন প্রয়োজন ছিল বলে বিভাসের মনে হোল না। বাঁ হাতের মণিবন্ধে একটু কালো ফিতায় একটি ক্ষুদ্রাকার ঘড়ি ছাড়া আর কোন বন্ধন নেই, কিন্তু কানে আর গলায় আভবণ আছে। তার প্রগাঢ় রক্তচ্ছটা প্রবালের নয়, প্লাষ্টিকের। পরণেও চড়ারঙের জর্জেট। [কাঁচুলীর অতিরিক্ত কারসাজি ছাড়া বাংলাদেশের চব্বিশ পঁচিশ বছরের মেয়ের বক্ষচূড় অমন উত্তুঙ্গ রাখা সম্ভব নয়।]

বিভাস ভ্রূকুঞ্চিত করে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে রুবির কথার জবাবে গম্ভীর ভাবে বলল, 'এপাড়ায় মাস ছয়েক আছি। প্রতিবেশীদের কেউ কেউ আমার নাম ধাম জানবেন সেই তো স্বাভাবিক। তার জন্যে নাম করা লোক হবার প্রয়োজন হয় না। নামকরা লোক আমি নইও।' বিভাসের ভ্রূ-ভঙ্গি রুবির চোখ এড়ায়নি। প্রথম আলাপেই তার বিরূপ ভাবভঙ্গি রুবির মনকেও অসহিষ্ণু করে তুলেছে। কিন্তু মনের উত্তাপকে বাইরে প্রকাশ করতে না দিয়ে সে এবারও মৃদু হাসল, 'কেন যে এতদিন আপনি নাম করেননি তাই ভেবে অবাক হচ্ছি।'

বিভাস এবার বিস্মিত হয়ে বলল, 'কেন, অবাক হবার কি আছে?'

রুবি বলল, 'কিছু আছে বইকি। নেতৃত্বের প্রত্যেকটি লক্ষণ আপনার চোখ মুখ থেকে ফুটে বেরুচ্ছে।' রুবির ঠোঁটের চাপা হাসিতে শ্লেষ আর ব্যঙ্গ অপরিস্ফুট ছিল না।

· কিন্তু বিভাস সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে শান্ত গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'সে লক্ষণগুলি কি?'

রুবি বলল, 'ওমা তাও জানেন না! কেন উমা কোনদিন বলেনি আপনাকে?'

'না, আপনিই বলুন শুনি?'

'আপাততঃ অফিসের সময় বয়ে যাচ্ছে।' রুবি বলল, 'আচ্ছা পরে

এসে শোনাব। উমা, আমি ভাই এবার বেরিয়ে পড়ি। এই ছিঁচ-কাঁদুনে বৃষ্টি আজ আর থামবে বলে মনে হচ্ছে না।'

জান্‌লা দিয়ে বাইরের বৃষ্টির দিকে একটু তাকিয়ে উমা চোখ ফিরিয়ে আন্‌ল, 'কিন্তু কি করে বেরুবে! এইনা বললে তোমার ছাতাটা ভাঙা?'

রুবি বল্‌ল, 'তা হোক। যেটুকু আছে তাতেই বেশ কাজ চলে যাবে।'

রুবি বেরুবার উপক্রম করল।

উমা তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'তুমি তো ভারি স্বার্থপর রুবি। তোমার তবু একটা ছাতা আছে। কিন্তু ওঁর যে তাও নেই। উনি কি করে বেরুবেন! এত করে বলি হয় একটা ছাতা, না হয় রেইন কোট-টোট কিছু একটা কিনে নাও। ট্রাম লাইন থেকে এত দূরে যখন বাসা; আর যত রাজ্যের বৃষ্টি সব যেন এবার কলকাতার সহর ছাড়া নামবার জায়গা পাচ্ছে না।'

রুবি হেসে বল্‌ল, 'তা তো ঠিকই। আষাঢ় মাসের বৃষ্টিরই যত দোষ। কিন্তু স্বার্থপর ছাড়া আমি কতখানি পরার্থপর হতে পারি বলতো? এক ভাঙ্গা ছাতার তলায় দুজনে না হয় ভিজতে ভিজতে যেতে পারতাম। কিন্তু ঝগড়া করতে করতে তো আর যেতে পারি না। তাতে দুজনেই লেট হব। তার চেয়ে বিভাসবাবুকে আজ ঘরেই আটকে রাখ, সেই ভালো।'

রুবি আর দেরি না করে বেরিয়ে পড়ল। উমা জানলা দিয়ে তাড়াতাড়ি মুখ বাড়িয়ে বল্‌ল, 'তার চেয়ে এক কাজ করনা—মোড় থেকে একটা রিক্সা ডেকে আন, দুজনেই একসঙ্গে যেতে পারবে।'

রুবি যেতে যেতে বল্‌ল, 'আচ্ছা রিক্সা যদি পথে চোখে পড়ে পাঠিয়ে দেব।'

খানিক বাদে রুবি চোখের আড়ালে চলে গেলে উমা বলল, 'কেমন, কি রকম মেয়ে একখানা দেখলে তো? তোমাকে একেবারে বোবা বানিয়ে দিয়ে চলে গেল। একটি কথাও বলতে পারলে না। তুমি পার কেবল আমার সঙ্গে।'

বিভাস গম্ভীর ভাবে বল্‌ল, 'হুঁ।'

স্বামীর ওপর এবার একটু যেন মায়া হোল উমার, বল্‌ল, 'অবশ্য তোমাকে দোষ দেওয়া যায় না। তুমি কেন, কেউ পারে না ওর সঙ্গে। ওর কীর্তিকলাপ যদি শোন তুমি থ' হয়ে যাবে। ও তো মেয়ে নয়, পুরুষের বাবা।'

বন্ধুগর্বে একটু দীপ্ত দেখাল উমাকে।

বিভাস স্ত্রীর দিকে সোজা তাকিয়ে বল্‌ল, 'দেখ তোমাকে একটা কথা বলি। মেয়েদেব সঙ্গে যতো ইচ্ছা মেশো, পুরুষের সঙ্গেও যত খুসি মেশো, কিন্তু যে মেয়ে পুরুষের বাবা তাব সঙ্গে তোমার মিশে মোটেই দবকার নেই। মেয়েটি আসলে ইঁচড়ে পাকা।'

উমা এবার প্রতিবাদ করে বল্‌ল, 'আহাহা, ওর মধ্যে ইঁচড় আবার কোথায়। এখনো বিয়ে করেনি বলে মুখের অমন কচি কচি ভাবটুকু আছে। কিন্তু তাহলে হবে কি, বয়সে আমার চেয়ে ও দু'এক বছরের বড ছাড়া ছোট হবে না। ইঁচড় নয় একেবারে গোলগাল পাকা কাঁঠাল। তবে সারা গায়ে কাঁটা। আদর করে যে কেউ একটু গায়ে হাত বুলাবে তার জো নেই। যত মুস্কিল সেইখানে।'

বিভাস ধমক দিয়ে বল্‌ল, 'আঃ থাম। সঙ্গের মাহাত্ম্য এরই মধ্যে ফলতে সুরু করল দেখছি। খবরদার কাঁঠালের আঠা যেন গায়ে আর বেশি না জড়ায়।'

উমা হেসে বল্‌ল, 'আচ্ছা গো আচ্ছা। আমার গায়ে আঠা জড়িয়ে আর কত ক্ষতি হবে। তেল সাবানে ঘষে ঘষে আঠা তুলে ফেলবার লোকতো রয়েইছে। আমার আর ভয় কি।'

দোরের সামনে ঠুন ঠুন করে একটা রিক্সাওয়ালা এসে দাঁড়াল, 'বাবু!'

উমা বল্‌ল, 'ওই দেখ, তুমি তো রুবির কত নিন্দা করলে। আর ও তোমার জন্য সত্যি সত্যিই একটা রিক্সা পাঠিয়ে দিয়েছে। দেখ কিরকম ভদ্র।'

বিভাস ভ্রূ কুঁচকে বল্‌ল, 'আবার মিছামিছি একটা রিক্সা আনালে কেন বলতো, অনর্থক আনা চারেক পয়সা খরচ হবে। বৃষ্টি কমে এসেছিল, এইটুকু পথ তো হেঁটেই যাওয়া যেত।'

পাশের ঘরে বিভাসের দেড় বছরের ছেলে বাবলু কেঁদে উঠল। 'তোমার ছেলেকে এবার নাও উমা। কিছু খাওয়াও টাওয়াও এবার। পেটে কিছু না থাকলে কি আর চোখে ঘুম আসে।'

বলতে বলতে ছেলে কোলে নিয়ে উমার পিসি-শাশুড়ী সুরবালা এসে ঢুকলেন। চওড়া লাল পেড়ে শাড়ি তাঁর পরণে। বয়স পঞ্চান্ন পেরিয়ে গেছে, পাক ধরেছে চুলে। আর সেই পাকা চুলের সিঁথির মধ্যে সিঁদুরের প্রশস্ত রেখা দেখা যাচ্ছে। হাতে শুধু দু'গাছি মোটা শাঁখা। আর কোথাও কোন আভরণ নেই। পানের রসে ঠোঁট দুটি লাল। ভারি সুন্দর মানিয়েছে। একটু আগে দেখা রুবির রক্তবর্ণ ঠোঁটের কথা মনে পড়ল বিভাসের। সে রঙের চেয়ে পিসীমার ঠোঁটের রঙ অনেক সুন্দর, অনেক স্বাভাবিক। আর যত বয়স বাড়ছে ততই যেন বেশি সুন্দরী, আর স্নেহশীলা হয়ে উঠছেন পিসীমা। দীর্ঘশ্বাস চেপে বিভাস গিয়ে রিকসায় উঠল। উমা পিসি-শাশুড়ীর কাছ থেকে ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে একটু আড়ালে চলে গেল।

সুরবালা দোরের পাশে এসে দাঁড়ালেন, 'ও বিভু, সামনের ঢাকনিটা ফেলে নে না? জলের ছাঁট লাগে না গায়ে?'

বিভাস মুখ ফিরিয়ে হেসে বল্ল, 'না পিসীমা, মোটেই ছাঁট লাগে না। তুমি যাও ভিতরে।'

সুরবালা আবার বল্লেন, 'বাদল বৃষ্টির দিন, সকাল সকাল ফিরে এসো। কালকের মত রাত কোরো না যেন বাপু।'

বিভাস স্মিত মুখে বল্ল, 'না পিসীমা রাত হবে না, তাড়াতাড়িই ফিরব।'

গলি ছাড়িয়ে রিক্সা মিণ্ডল রোডে পড়ল। আর চিলড্রেনস্ পার্কের ঠিক কোণটায় এসে বিভাসের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল রুবির। ছোট ভাঙ্গা ছাতাটা কোন রকমে মেলে ধরে প্রায় ভিজতে ভিজতে রুবি সামনের দিকে এগিয়ে চলেছে। একটু ইতস্ততঃ করল বিভাস। তারপর রিক্সাওয়ালাকে একটু থামতে বলে রুবিকে লক্ষ্য করে বল্ল, 'ভিজে লাভ কি? রিক্সায় আসুন।'

রুবি একবার চমকে উঠল, তারপর বিভাসের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বল্ল, 'ধন্যবাদ।'

কিন্তু রিক্সায় উঠল না।

সার্কুলার রোডের মোড়ে রুবির চেয়ে দু'তিন মিনিট আগেই অবশ্য এসে পৌঁছুল বিভাস। কিন্তু অত্যন্ত ভিড় থাকায় প্রথম ট্রামটা ধরতে পারল না। পরের ট্রামে ভিড় একটু কম। উঠতে গিয়ে দেখে তার আগেই রুবি এসে হাতল ধরেছে।

বসবার জায়গা নেই। একটি লেডীজ সীট মার্কা বেঞ্চে দুজন ভদ্রলোক বসেছিলেন। রুবিকে দেখে তাঁরা উঠে দাঁড়ালেন। রুবি জানলার দিকটায় বসে বিভাসের দিকে তাকিয়ে বল্ল, 'বসুন।'

বিভাস মাথার ওপরকার রডটা হাত বাড়িয়ে ধরতে ধরতে বল্‌ল 'ধন্যবাদ।'

রুবি মুখ মুচকে একটু হাসল তারপর যে দুজন ভদ্রলোক আসনচ্যুত হয়েছিলেন তাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কমবয়সী আরোহীটির দিকে তাকিয়ে মিষ্টি হেসে পরম সৌজন্যে বল্‌ল, 'দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কি! আপনি বসুন এসে।'

যুবকটি কৃতজ্ঞ ভঙ্গিতে রুবির পাশে গিয়ে বসল। তার সঙ্গী প্রৌঢ় ভদ্রলোক ঈর্ষাকুটিল দৃষ্টিতে তার দিকে একটু তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিলেন। এমন কি মুহূর্তের জন্য রুবির মুখও একটু যেন আরক্ত হয়ে উঠল।

(২)

শম্ভুবাবু লেনের যে পুরোণ একতলা বাড়ীটায় উমারা আজ মাস পাঁচ ছয় ধরে রয়েছে তার দক্ষিণ দিকের দুখানা ঘর ভাড়া নিয়ে মাত্র দিন চারেক হোল উঠে এসেছে রুবিরা। ঠিক রুবিরা বলা যায় না শুধু রুবিই আছে। প্রথমে ওর সঙ্গে সাতাশ আটাশ বছরের মোটাসোটা সাধারণ দর্শন আরও একটি যুবক এসেছিল। ওদের আলাপ আলোচনা থেকে উমা টের পেয়েছিল ছেলেটি রুবির দাদা। কিন্তু ভাই বোনের মধ্যে যতখানি স্নেহ আর সৌহৃদ্য সাধারণতঃ থাকে এদের ভিতরে যে তা নেই তাও অনুমান করতে উমার দেরি হয়নি। সকাল থেকেই দুজনের মধ্যে কথায় কথায় খিটিমিটি সুরু হয়েছিল। সন্ধ্যার পর সেই খিটিমিটি দাঁড়াল ঝগড়ায় আর রাঁধতে রাঁধতে উমা নিজেদের জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। অবশ্য উৎকর্ণ হবার প্রয়োজন ছিল না। ওরা যত জোরে কথা বলছিল পর্দাফেলা জানলার কাছে এসে না দাঁড়ালেও তা উমার কানে যেত।

রুবির দাদার গলা শোনা গেল, 'তোর বউদিকে নিয়ে এখানে আমি উঠতে রাজি আছি, কিন্তু আমার কথামত তোকে চলতে হবে। তুই যে যা খুসি তাই করে বেড়াবি—'

রুবি বাধা দিয়ে বলল, 'আমি তোমার আব বউদির খুসি অনুযায়ীই চলব, কিন্তু বাসা খরচ টুথার্ড তোমাকে দিতে হবে আর বাড়িতেও নিয়মিত টাকা পাঠাতে হবে, রাজী আছ?'

রুবির দাদা বলল, 'আর তোর টাকা বুঝি সিনেমা থিয়েটার দেখে ফুর্তি করে ওড়াবি?'

রুবি বলল, 'না, সিনেমা থিয়েটারও যদি তোমরা দেখাও তা হলেই দেখব। তোমাদের অনুমতি ছাড়া বাড়ি থেকে আমি আর পা বাড়াব না। চাকরিবাকরি সব ছেড়ে দেব। বউদির সঙ্গে সঙ্গে কেবল রাঁধব আর চুল বাঁধব।'

রুবির দাদা বলল, 'তা তুই মবে গেলেও পারবিনে। চাকরি ছাডলেও স্বভাব ছাড়বি কি করে।'

রুবি বলল, 'তা ঠিক, স্বভাব যখন ছাডতে পারব না তখন চাকরিটাও নাই ছাডলাম। কিন্তু তাই বলে সেবারের মত সমস্ত খরচ আমার ঘাড়ে চাপিয়ে তুমি যে হাত উঁচু করে বসে থাকবে তা হবে না। এ সম্বন্ধে গোড়া থেকেই একটা কথাবার্তা বলে নাও দাদা।'

রুবির দাদা উত্তেজিত ভাবে বলল, 'না কোন কথা নয়। তোর সঙ্গে আমার কোন কথা নেই। কেবল টাকার খোঁটা, কেবল টাকার খোঁটা। না, তোর সঙ্গে এক বাসায় আমাব থাকা হবে না। নিরঞ্জন রায় কারো কাছ থেকে অমন খোঁটা শুনবার লোক নয়। তার চেয়ে আমি যেভাবে আছি সেই ভালো। দূরে দূরে থাকাই উচিত। চোখের সামনে তুই যে যা খুসি করবি, বয়ে যাবি, তা আমি সইতে পারব না।'

রুবি বল্‌ল, 'সেই ভালো, তোমার স্বার্থপরতাও দিন রাত মুখ বুজে সয়ে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

নিরঞ্জন এবার উঠে দাঁড়াল, 'স্বার্থপর? বেশ। সেই কথাই ঠিক। তোর সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে, তোকে যা খুসী তাই করতে দিয়ে আমি অমন পরার্থপর হতে চাইনে। আমি চললুম।'

রুবি বল্‌ল, 'সে কি, খেয়ে যাবে না? আমি তোমার চাল নিয়েছি যে।'

'তোর বন্ধুবান্ধবদের তো অভাব নেই। তাদের কাউকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াস।'

বলে নিরঞ্জন দোর খুলে বেরিয়ে গেল।

পরদিন উমা গিয়ে রুবির সঙ্গে আলাপ করল, 'আপনার দাদা বউদির আসবার কথা ছিল, ওঁরা এলেন না?'

রুবি বেরুবার জন্য তৈরী হচ্ছিল, একটু হেসে বল্‌ল, 'না, তাঁরা আর আসবেন না এখানে।'

উমা বল্‌ল, 'সেকি, আপনি একাই থাকবেন নাকি?'

রুবি তেমনি হেসে বল্‌ল, 'একা আর কই। আপনারাই তো রয়েছেন।'

উমা বল্‌ল, 'তাতো আছিই, তবু ভয় করবে না আপনার?'

রুবি বল্‌ল, 'না। আপনাদের ভয় না করলেই বাঁচি। মোটেই ঘাবড়াবেন না। যত একা ভেবেছেন আমাকে, ততখানি একা আমি নই। দু' একদিন বাদেই দেখবেন আমার অগুণতি আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব এসে নিত্য দু বেলা খোঁজখবর নিচ্ছে। একা থাকতে চাইলেই কি একা থাকা যায় নাকি, একা থাকতে দেয় কেউ?'

উমা বল্‌ল, 'আপনি কি একা থাকতেই ভালোবাসেন নাকি? তাহলে তো আমারও আর বেশীক্ষণ এখানে থাকা চলে না। হয়তো

এসে আপনাকে বিরক্তই করলাম।' চলে যেতে উদ্যত হোল উমা।

সঙ্গে সঙ্গে রুবি হেসে তার হাত টেনে ধরল। 'তুমিতো আচ্ছা মেয়ে যা হোক। আত্মাভিমানে আমার চেয়েও এক কাঠি বাড়া। বোসো বোসো।'

বলে জোর করে উমাকে রুবি নিজের তক্তাপোষে বসিয়ে দিয়ে বল্‌ল, 'অনেক কথা আছে তোমার সঙ্গে। এত সহজে ছাড়ছি না। এই দেখ তুমি বলে ফেললাম। সমবয়সীদের সঙ্গে ঘণ্টাখানেকের বেশী আপনি আপনি করা আমার ধাতে পোষায় না।'

উমা হেসে বল্‌ল, 'পোষাতে যে হবেই, এমন তো মাথার দিব্যি দেওয়া নেই, তুমিই ভালো।'

রুবিও হাসল, 'আমিতো ভালই। তুমিও ভালো।'

উমা বল্‌ল, 'আপ ভালো তো জগৎ ভালো।'

রুবি হেসে মাথা নাড়ল, 'উঁহু, জগৎটাকে যত সোজা মনে করছ তত নয় ভাই। কিন্তু তার জন্য আফশোষও আমার নেই। বরং সোজা হলেই দুঃখ হোত। সহজ কোন কিছুতে আমার পছন্দ হয় না। এই অষ্টাবক্র মুনিই বরং ভালো। এর বাঁকে বাঁকে রস।'

উমা মুহূর্তকাল অবাক হয়ে রুবির দিকে তাকিয়ে ছিল। সেই বিচিত্র রঙ আর রসের জীবন্ত প্রতিমূর্তি যেন তার সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে।

তারপর থেকে এই অসামান্যা মেয়েটির কথা উমা স্বামীকে অনেকবার বলেছে। আলাপ করিয়ে দিতে চেয়েছে বান্ধবীর সঙ্গে। কিন্তু বিভাসের কোন আগ্রহ দেখা যায়নি। উমার অত উৎসাহ উদ্দীপনাকে এক ফুঁয়ে নিবিয়ে দিয়ে বিভাস বলেছে, 'তোমার এই অসামান্যাদের সাক্ষাৎ আজকাল পথে ঘাটে মেলে। উনি যে কোন

কোন্ দিক থেকে অসামান্যা তা আমার বুঝতে বাকি নেই। বাইরে যাদের অত চটক—'

উমা বাধা দিয়ে হেসে বলেছে, 'আচ্ছা তুমি কি! দুনিয়ায় সকলেই তোমার মত সাধাসিধে ভাবে থাকবে, সাজসজ্জা করবে না, পোষাক আশাক পরবে না, তাই কি তুমি চাও নাকি?'

বিভাস জবাব দিয়েছিল, 'চাইলেই যে হয় না, তা জানি। কিন্তু আর কারো ওপর জোর না থাক তোমার ওপর তো আছে। সেই দাবীর জোরে তোমাকে আমি নিজের পছন্দ মত করে গড়ে তুলব।'

উমা বলেছিল, 'গড়ে তুলতে এখনও বাকি আছে নাকি?'

বিভাস বলেছিল, 'তা আছে বই কি! গড়ে তোলার কাজ তো একদিনের নয়, প্রতিদিনের।'

উমা আর কোন জবাব দেয়নি। কথাটা ঠিক। বিয়ের পর এই পাঁচ বছর ধরে বিভাস উমাকে সম্পূর্ণ নিজের পছন্দ মত করে গড়ে তোলবারই চেষ্টা করেছে। কোন কোন বিষয়ে স্ত্রীকে উপদেশ নির্দেশ দেওয়া বিভাসের দৈনিক রুটিনের অঙ্গ। এই পাঁচ বছরের মধ্যে তার একটি দিনও ব্যতিক্রম হয়েছে বলে উমার মনে পড়ে না।

বিয়ের দিন কয়েক বাদে দূর সম্পর্কের এক ননদের রসিকতায় উমা বুঝি খুব জোরে হেসে উঠেছিল। খানিক বাদেই বিভাস তাকে আড়ালে ডেকে বলেছিল, 'দেখ, অত জোরে জোরে হেস না, বেশি উচ্চ হাসি মেয়েদের পক্ষে শোভন নয়।'

উমা একটুকাল অপ্রতিভ হয়ে থেকে ফের হেসে ফেলেছিল, 'আচ্ছা তুমি কি থিয়েটারের মাষ্টার, আর আমি অভিনেত্রী যে আমি কি ভাবে হাসব, কি ভাবে কাসব সব তোমার বলে দিতে হবে?'

কিন্তু উমার তারল্য বিভাসকে গলাতে পারেনি। সে গম্ভীর হয়ে

বলেছিল 'হ্যাঁ, বলে দেওয়া দরকার। আমি কি পছন্দ করি না করি, কি ভালোবাসি না বাসি তা তোমার জেনে রাখা ভালো।'

এই পাঁচ বছরে বিভাসের রুচি-অরুচি, পছন্দ-অপছন্দের কথা উমা ভালো ভাবেই জেনেছে। প্রথম দিন হেসেছিল, কিন্তু সবদিন হাসতে পারে নি। মান-অভিমান ঝগড়া-ঝাঁটি অনেক হয়েছে তারপর। রাগ করে বাবা মার কাছে গিয়ে কয়েকবার নালিশ পর্যন্ত করেছে উমা। কিন্তু মা সহানুভূতি জানালেও উমার বাবা রাজমোহনবাবু মেয়েকে বারবার ধমকই দিয়েছেন, বলেছেন, 'আমি তো বিভাসের কিছু অন্যায় দেখিনে। ও যা বলে ঠিকই বলে। অতিরিক্ত চাপল্য আর বিলাসিতা কি মেয়েদের ভালো ? ওসব দিকে ঝুঁকলে, বাইরের হৈ চৈ রং-চঙের দিকে বেশি নজর দিলে জীবনের আসল জিনিসে ঘাটতি পড়বেই। বিভাসের মত এমন সৎ, আদর্শ চরিত্রেব ছেলে একালে দুর্লভ।'

একালে দুর্লভ। উমারও মাঝে মাঝে তাই মনে হয়। এমন কি এ কালের মানুষ বলেই যেন চেনা যায় না বিভাসকে। বাবার সঙ্গে তো তার মিল হবেই। কারণ বিভাসের বয়সটাই শুধু তিরিশের এপারে কিন্তু চালচলন আদবকায়দা সব যেন ষাট বছরের বুড়ো মানুষের সঙ্গে বাঁধা। জীবন থেকে আড়ম্বর বাদ দাও, অশন-বসনের জন্য অত আয়োজন কোরো না। বাইরের এসব স্থূল বস্তুকে বেশি মূল্য দিলে, জীবনে যা যথার্থ মূল্যবান, তাকে দেওয়ার মত কিছু থাকবে না। অভাব অভাব কোরো না, অভাব যদি দূর করতে চাও অভাব-বোধকে জয় কর। এই সব বড় বড় কথা বিভাসের মুখে। কেবল কথা বলেই যদি বিভাস ক্ষান্ত থাকত তাহলে উমার আপত্তি ছিল না। কিন্তু বিভাস শুধু কথা বলেই নিবৃত্ত থাকে না, সংসারের খাওয়া-পরায় সখ-আহ্লাদে আমোদ-প্রমোদে সমস্ত ছোট ছোট ব্যাপারেও তার সেই

বড় বড় কথাগুলিকে খাটাতে চেষ্টা করে। সেখানেই হয় বিপদ, সেখানেই সুরু হয় মতবিরোধ আর মনোমালিন্য। সংসারের দৈনন্দিন হাটবাজারের ছোট ছোট থলিতে অমন বড় বড় ভাব আর আদর্শ ধরবে কেন। ধরেও না। মাঝে মাঝে ছিঁড়ে যায়, ফেটে যায়। রাগে দুঃখে ফেটে পড়ে উমা। 'যদি তোমার নিজের মতই সব সময় বহাল রাখতে চাও, তাহলে একা একাই সংসার কর। আমার আর থেকে কাজ কি !'

তবু না থাকলে চলে না। তবু যথারীতি সংসার চলতেই থাকে। শেষ পর্যন্ত হার মানতে হয় উমাকে। একটু একটু করে বিভাসের পছন্দমতই নিজেকে আর সংসারকে গড়ে নিতে হয়।

কিন্তু বেশে বাসে আড়ম্বরহীনতার পক্ষপাতী হলেও বিভাস যে কৃপণ তা নয়। ওর অন্তঃকরণকে ক্ষুদ্র বলা চলে না, বরং অনেক আত্মীয়-স্বজনের চেয়েই মহৎ সে কথা উমা মনে মনে স্বীকার করে। ছোট বোন রমার বিয়েতে নিজের ইচ্ছামত কান-ঝুমকো উপহার দিতে না পেরে উমা যে দুঃখ আর লজ্জা পেয়েছিলো তার তুলনা হয় না। কিন্তু সেই ভগ্নীপতি শীতাংশুই যখন এক মিথ্যা জটিল মামলায় পড়ল—জেল হয় হয় এমন অবস্থা, তখন ব্যারিষ্টার জোগাড় করে টাকা ধারের ব্যবস্থা করে যে উপকার বিভাস শীতাংশুর করেছিল তাও তার নিজের কোন আত্মীয়স্বজন করতে পারেনি। শীতাংশু অনেক দিন তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে গেছে। বলেছে, 'ভায়রার কাছ থেকে যা পেলাম তা আমার ভাইরাও করেনি।'

শুধু তাই নয়, আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব যে কেউ যখন এসে সাহায্য-প্রার্থী হয়েছে, বিভাসকে পারতপক্ষে না করতে দেখা যায়নি। কোন না কোন ভাবে প্রত্যেকেরই উপকার করেছে। দূরসম্পর্কের এক ভাইপো আর ভাগ্নীজামাই এমন মাস যায় না বিভাসকে এসে বিরক্ত

না করে। বিভাস উমার সামনে খুব রাগ করে আচ্ছা করে ধমকে দেয় তাদের। কিন্তু নিজেদের সংসারী খরচের টাকা থেকে দশ হোক্ পনের হোক্ সাধ্যমত যে ধারও দেয় তা উমার টের পেতে বাকি থাকে না। ফলে মাসের শেষের দিকে টানাটানি পড়ে। উমার শাড়ি কি টুকিটাকি সখের জিনিষ কেনা বন্ধ থাকে। অবশ্য কেবল যে উমার শাড়িটাই ঘাটতি পড়ে তা নয়, বিভাসকেও ছেঁড়া জুতো পায়ে চলতে দেখা যায়। কাঁধের কাছে ভিতরের গেঞ্জি বেরিয়ে পড়ে।

স্বামীর সম্বন্ধে তেমন আপত্তি কি অভিযোগের কারণ নেই উমার। মাসতুতো পিসতুতো বহু ভগ্নীপতির চেয়েই নিজের পতিভাগ্য উমার ভালো। একথা সেও স্বীকার করে। তবু মনের খুঁৎখুঁতি যেন একেবারে মরতে চায় না। মনে হয় কি একটা বড় জিনিস থেকে বিভাস যেন তাকে বঞ্চিত করে রেখেছে।

সে জিনিষ যে কি তা স্পষ্ট করে উমার চোখে পড়ল রুবিকে দেখে। উমার নতুন করে মনে পড়ল এ সংসারে সোহাগ আছে কিন্তু স্বাধীনতা নেই। কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে, ছেলেকে নাওয়ানো, খাওয়ানো, ঘুম পাড়ানোর ফাঁকে ফাঁকে উমা প্রায়ই যায় রুবির ঘরে। গিয়ে চেয়ে চেয়ে ওকে দেখে। ওর সাজসজ্জা, চালচলন যত অদ্ভুত লাগে, তত লোভনীয় আকর্ষণীয় মনে হয়।

সকালে অনেক বেলায়—প্রায় আটটার সময় ঘুম থেকে ওঠে রুবি। দ্রুত হাতে হাত মুখ ধুয়ে নেয়, ষ্টোভ ধরায়, চা খায়। রান্না চাপায় কুকারে। তাড়াতাড়ি স্নান সেরে যেমন তেমন করে খাওয়া শেষ করে। কিন্তু অশন দ্রুত শেষ হলেও বসন ভূষণ আর প্রসাধন যেন ওর শেষ হতে চায় না। উমা ঘড়ি ধরে দেখেছে পুরো দুটি ঘণ্টা ওর সাজ-সজ্জায় যায়।

উমা একদিন বলল, 'এত সাজিস কার জন্যে বলতো?'

সপ্তাহ যেতে না যেতেই তুমি থেকে ওরা তুইতে নেমেছে। সম্বোধনের শেষ সিঁড়িতে রুবিই টেনে নামিয়েছে উমাকে।

উমার কথার জবাবে আয়নার দিকে তাকিয়ে মুখে পাউডারের পাফ বুলোতে বুলোতে রুবি একটু হাসল, 'কার জন্য নয়, কাদের জন্য বল্। তোর এক আমার অনেক। তুই একেশ্বরবাদী আমি ঘোরতর পৌত্তলিক, আমার তেত্রিশ কোটি দেবতা। পথে-ঘাটে, বাসে-ট্রামে, আফিসে-আদালতে কোথাও তাদের অভাব নেই। আর তাদের চোখগুলি যেন কুমারের আঁকা। তাতে পলক নেই।'

উমা বল্ল, 'নিষ্পলক চোখগুলির আর দোষ কি তুই যদি এমন করে উর্বশী সেজে বেরোস—'

রুবি হাসল, 'মুনিগণ ধ্যান ভেঙে তপস্যার ফল পদে দেবে না কেন? তবে একজন তপস্বীর কিন্তু আজও মন টলেনি। তিনি ভ্রূ কুঁচকেই রয়েছেন।'

উমা হেসে বল্ল, 'সেই কুঁচকানো ভ্রূ যদি সোজা করতে পারিস তবেই বুঝব বাহাদুরী।'

রুবি বল্ল, 'দরকার নেই ভাই আর বাহাদুরী দেখিয়ে। শেষে বন্ধু বিচ্ছেদ ঘটবে।'

উমা বল্ল, 'না রে না। অত সহজে বিচ্ছেদ ঘটবার মত বন্ধুত্ব আমাদের নয়। তেমন ঠুনকো মন নয় আমার। আসল কথা স্বীকার করছিসনে কেন। তুই হেরে গেছিস ওর কাছে। ভালো কথা, সেই ইন্‌সিওরেন্সেরই বা কি হোল? এত লজ্জা, এত সংকোচ তোর যে একবার মুখ ফুটে ওকে বলতেও পারলিনে।'

রুবি বল্ল, 'বলব। সময় আসুক তখন ঠিক হাজার দশেক টাকার ইন্‌সিওরেন্স বিভাসবাবুকে দিয়ে করিয়ে নেব দেখবি। আগে থেকে

অত অধীর হলে কি চলে। বড় মাছ গাঁথতে হলে তাকে অনেকক্ষণ ধরে খেলিয়ে তবে টেনে তুলতে হয়।'

উমা হেসে বল্ল, 'খুব বড় মাছ ঠাউরেছিস বুঝি? তবু ভালো।' জবাবে রুবিও একটু হাসল, কিন্তু আর কিছু বলল না।

সেদিন বেলা নটায় স্নান করতে যাওয়ার আগে দাড়ি কামাবার জন্য দেয়ালে টাঙানো বড় আয়নাখানা আনতে গিয়ে হঠাৎ বিভাসের চোখে পড়ল জায়গাটা খালি, আয়না নেই। বিভাস বিরক্ত হয়ে বল্ল, 'আয়নাটা আবার কি হোল?'

উমা রান্নাঘর থেকে মুখ বাড়িয়ে বল্ল, 'রুবি নিয়েছে। ওর বড় আয়নাটা পড়ে ভেঙে গিয়েছে কিনা।'

বিভাস বল্ল, 'তাতো গেছে। কিন্তু তোমারই বা আক্কেলখানা কি, আমাকে এক্ষুনি বেরুতে হবে তাতো জানো। অথচ ঠিক এই সময়েই কাজের জিনিসটা আর একজনকে দিয়ে রাখলে। ও আয়না আজ আর পেয়েছি।'

একটু বাদেই আয়নাখানা হাতে নিয়ে রুবি এসে উমার রান্নাঘরের সামনে দাঁড়াল, 'উমা, এই নাও তোমার আয়না।'

উমা বল্ল, 'সেকি, এরই মধ্যে কাজ হয়ে গেল?'

রুবি সংক্ষেপে বল্ল, 'হ্যাঁ।' তারপর আর দাঁড়াল না।

বিভাস এবার একটু অপ্রস্তুত হোল। স্ত্রীকে ডেকে চুপিচুপি বল্ল, 'কি ব্যাপার, শুনতে পেয়েছে নাকি?'

উমা গম্ভীর মুখে বল্ল, 'পেয়েছে বই কি। পাশাপাশি ঘর। তুমি তো আর আস্তে কথা বলনি। রুবিও কালা নয়।'

বিভাস বল্ল, 'হুঁ।'

তারপর আয়না সামনে রেখে বিভাস গালে সাবান ঘষতে লাগল।

দরকারের সময় হাতের কাছে আয়নাটা না পেয়ে বিভাসের মন বিরক্ত হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তাই বলে সেই বিরক্তি প্রতিবেশিনী জানতে পারুক এ তার ইচ্ছা ছিল না। শিষ্টাচারে ত্রুটি ঘটে গেল। অথচ সারল্য, অকাপট্য যদি আচারের আদর্শ হয়, বিভাস মনে মনে ভাবল, তাহলে তো সে অন্যায় করেনি। মনের বিদ্বেষকে ক্রোধকে সে যথাযথভাবেই প্রকাশ করেছে। আর রুবি যে তা জেনেছে, শুনতে পেয়েছে তাও সঙ্গতই হয়েছে। তা হলে সদাচারের সঙ্গে সুনীতির প্রভেদ অনেকখানি। সভ্যতা শিষ্টাচারের মুখোস মাত্র, যথার্থ শিষ্টতা নয়। বিভাস মাথা নাড়ল, উঁহু এও ঠিক হোল না। সভ্যতা আর সদাচার ভিন্নার্থবোধক হতে পারে না। তার আসল ত্রুটি ঘটেছে অসহিষ্ণুতায়, হাতের কাছে জিনিসটি না পেয়েই তার মন যে ধৈর্যহীন হয়ে উঠেছে, একবারও বিচার করতে চায়নি, বিবেচনা করে দেখতে চায়নি যে সে জিনিসে আর কারো প্রয়োজন হতে পারে কিনা, সেই প্রয়োজনের কাছে নিজের প্রয়োজনকে একটু স্থগিত রাখবার মত ত্যাগ স্বীকার করা যায় কিনা, সে সম্বন্ধে তার মন ভেবে দেখতে রাজি হয়নি। তাই তার অশোভন আচরণের মূলে রয়েছে অশোভন ভাব, অসহিষ্ণুতা, আর কিছু পরিমাণে অনুদারতা। নীতির দিক থেকে সেখানেই তার ত্রুটি ঘটেছে। তবু এই নৈতিক বিচ্যুতিকে বাক্-সংযমের সাহায্যে যদি প্রচ্ছন্ন রাখতে পারত বিভাস তাহলে কি তার শিষ্টাচার বজায় থাকত না? কিছুক্ষণের মত থাকত কিন্তু কখনো না কখনো মনের সেই বিদ্বেষ প্রকাশ পেতই। দোষটা জিভের নয়, দোষটা মনের, দোষটা মুখের।

শিশিতে তেল ভরবার জন্য ঘরে এসে উমা স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে একটু বিস্মিত হয়ে বল্ল, 'ওকি, কেটে ফেললে নাকি?'

বিভাস ফের অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে বল্ল, 'আঃ থাম। অত চেঁচাবার

কিছু হয়নি। একটা ব্রণ ছিল, তাতে একটু লেগেছে। ফিটকিরির টুকরোটা দাও তো হাত বাড়িয়ে।'

শনিবার। একটু সকাল সকালই ফিরে এল বিভাস। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ির ভিতরে ঢুকতে পেল না। সদর দরজা জুড়ে জন তিনেক কুলি দাঁড়িয়ে। তাদের মাথায় নানা ধরণের ফার্ণিচার। ড্রেসিং টেবিল, তিন চারখানা চেয়ার, সোফা, খুলে রাখা খাটের বিচ্ছিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

কোন রকমে পাশ কাটিয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকে বিভাস ডাকল, 'পিসীমা, পিসীমা!'

সুরবালা বাবলুকে কোলে নিয়ে পাশের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছেন। উমা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বল্‌ল, 'তাঁকে কেন ডাকছ? তিনি বাসায় নেই।'

বিভাস বল্‌ল, 'কিন্তু সদর দরজায় এসব কি ব্যাপার?'

উমা মুচকি হেসে বল্‌ল, 'জিনিসগুলি রাখলাম।'

বিভাস বলল, 'তামাসা রাখ। ব্যাপারটা কি?'

উমা তেমনি হেসে বল্‌ল, 'তোমার ঘাবড়াবার কিছু নেই। রুবি ওগুলি ওয়েলসলী ষ্টীট থেকে ভাড়া করে এনেছে, ঘর সাজাবে বলে।'

বিভাস গম্ভীরভাবে বল্‌ল, 'ও।'

তারপর নিজের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বল্‌ল, 'সবদিক থেকে একেবারে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কায়দা। এসব জিনিস ভাড়া করে আনবার কি মানে হয়। তাতে কি খরচ কম পড়ে নাকি? সামর্থ্য থাকে একেবারে কিনে নেওয়া ভালো, আর তা যদি সাধ্যে না কুলোয় এসব জিনিস ব্যবহার না করলেই চলে।'

উমা একবার বাইরের দিক তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে এনে বল্‌ল, 'আঃ চুপ কর। রুবি সদরে তার জিনিসগুলি বুঝে নিতে এসেছে।

সব কানে যাচ্ছে তার। আর তোমার কি মাথা খারাপ হোল? সবাই কি তোমার পছন্দ মত চলবে?'

বিভাস বল্‌ল, 'তা না চলতে পারে। কিন্তু অপছন্দ হলে আমার বলবারও অধিকার আছে।'

উমা বল্‌ল, 'না তা নেই। অন্তত: শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে তুমি পার না। সেটা অভদ্রতা। যার সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠতা থাকে তার চালচলনের খুঁটিনাটি নিয়ে সমালোচনা করা যায়। কিন্তু যার সঙ্গে তোমার বলতে গেলে আলাপ নেই—সে কি করল না করল—ছিঃ।'

বিভাস বল্‌ল, 'ছিঃ নয়। বিলাসিতা, আড়ম্বরপ্রিয়তাকে আমি যদি খারাপ বলে মনে করি, আমাকে তা বলতেই হবে। আত্মীয়ই হোক অনাত্মীয়ই হোক বিরূপ সমালোচনা করতেই হবে আমাকে। এখানে মুখ বুজে থাকাটা নাগরিক সভ্যতা হতে পারে, কিন্তু নীতির দিক থেকে সেটা গর্হিত। তাছাড়া চুপ করে থেকে লাভ কি? বরং সমালোচনায় কিছু ফল হলেও হতে পারে।'

কিন্তু রুবির বেলায় যে কোন ফল হবে তেমন লক্ষণ দেখা গেল না। সে কুলিদের সঙ্গে হেসে মিষ্টি কথা বলে তাদের আরো ঘণ্টাখানেক বেশি খাটিয়ে সুন্দর করে ঘর সাজিয়ে নিল। দোরে জানলায় ঝুলিয়ে দিল রঙীন পর্দা। নিজেদের ঘবগুলির তুলনায় রুবির ঘর দু'খানিকে স্বর্গ বলে মনে হোল উমার।

খানিক বাদে উমা স্বামীকে বল্‌ল, 'তুমি কি এমনি বাউণ্ডুলের মত ঘর সংসার চালাবে ঠিক করেছ নাকি? দেশ থেকেও জিনিসপত্রগুলি আনলে না, এখানেও যে প্রাণ ধরে একটা কিনবে সেদিকে তোমার লক্ষ্য নেই। মেঝেয় শুয়ে শুয়ে গা ব্যথা হয়ে গেল। এর চেয়ে একেবারে গাছতলায় গিয়ে থাকলেই হয়। বিছানা বালিসের পর্যন্ত দরকার হয় না তাহলে।'

বিভাস জমা খরচের খাতা থেকে চোখ তুলে মৃদু হেসে বল্‌ল, 'আমি ঠিক এই আশঙ্কাই করেছিলাম। কলিন্দা থেকে আমাদেরও খাট আলমারি ড্রেসিং টেবিল ভাড়া করে আনতে হবে, এইতো ?'

উমা স্বামীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বল্‌ল, 'হ্যাঁ হবেই তো। সংসারে এসব জিনিসের কি দরকার হয় না বলতে চাও ?'

বিভাস শান্তভাবে বল্‌ল, 'হবেনা কেন, দবকার হয়। কিন্তু ইচ্ছা থাকলে তো সব প্রয়োজন একসঙ্গে মেটানো যায় না। আয় বুঝে সব ব্যবস্থা করতে হয়। পার্ট টাইম-ঠাইম নিয়ে সব শুদ্ধ শ' আড়াই টাকা তো পাই। তাতে ওসব কি করে হবে বলতো ?'

উমা বল্‌ল, 'ইচ্ছা থাকলেই হয়। এত টাকা এত দিকে যায়—'

বিভাস বলল, 'হ্যাঁ, এই দিক নির্ণয়ই আসল কথা। খাট-পালঙ্কে শোয়ার চেয়ে, বড় আয়নায় মুখ দেখার চেয়ে দুটি দুঃস্থ আত্মীয়ের ছেলের পড়ার খরচ জোগানো আমার কাছে বেশি দরকারী বলে মনে হয়। দু'বাক্স সাবান বেশি কেনার চেয়ে মাসে অন্তত একখানা ভালো বই কিনতে পারলে আমি বেশি আনন্দ পাই। আমি ভেবেছিলাম তুমিও তাই পাবে। তোমারও তাই পাওয়া উচিৎ।'

বিভাস স্ত্রীর দিকে একটুকাল তাকিয়ে রইল।

উমা কোন জবাব দিল না। কিন্তু মন ওর হঠাৎ বিদ্বেষে ভরে উঠল। কেবল উচিৎ আর উচিৎ। শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। কেবল এই কোরো, আর এই কোরোনা, শুধু শাসন আর অনুশাসন। কী হয় এই শাসন না মানলে। রুবিও তো মানেনি, তাতে কি কিছু ক্ষতি হয়েছে ওর ? বরং ও বেশ তো সুখেই আছে। আর সংসারে সুখে থাকতে পারাটাই সব চেয়ে বড় কথা। নিজের পছন্দ মত সাধ আহ্লাদ করা, চলা ফেরাতেই আনন্দ। রুবির আর কিছু না থাক,

জীবনে সেই আনন্দ আছে। উমা মনে মনে ভাবল, আর তার এত থেকেও কিছু নেই।

রুবি কেবল ওর শুধু হাত ধরে নয়, হৃদয় মন ধরে যেন টান দিল। ও যা করে সব ভালো, ও যা ভাবে, ও যা বলে সব অভিনব। উমা যা হতে চেয়েছে অথচ হতে পারেনি, রুবি যেন তাই। ও উমার সেই দ্বিতীয় কল্পিত সত্তা। রুবি উমার সেই পরম কাঙ্খিত রূপ। ওর সঙ্গে উমা অভিন্ন অভেদ।

রুবি ওকে বলেছে, 'কোন সংকোচ করিসনে ভাই। আমার ঘরের একটা চাবি তোর কাছে রইল। যখন দরকার হয় আসিস, যা যখন লাগে ব্যবহার করিস।'

বন্ধুর ঘর হলেও অতখানি অবাধ স্বাধীনতা নিতে উমার কেমন বাধ-বাধ ঠেকল। রুবি না থাকলে সে বড় একটা যায় না। তবে ও যখন ঘরে থাকে উমা সময় পেলেই ওর কাছে গিয়ে বসে, গল্প-টল্প করে। কিন্তু দুচার দিন বাদে সেই গল্পেও বাধা ঘটল। রুবিকে আর একা পাওয়া যায় না। সকালে যতটুকু সময় সে ঘরে থাকে তার ঘরের কড়া নাড়ার বিরাম থাকে না। রোজ দু'চার জন করে আগন্তুক আসবেই। রুবি তাদের ওর বসবার ঘরে নিয়ে যায়, খুব অন্তরঙ্গ কেউ হলে তাকে ভিতরের ঘরেও আনে। তারা চা সিগারেট খায়, নানা বৈষয়িক কথাবার্তা বলে। কিছু কিছু 'অবৈষয়িক' কথাও যে আলাপে সংলাপে না থাকে তা নয়। বরং মনে হয় বিষয়ের চেয়ে বিষয়াতীতের দিকেই ঝোঁক ওদের বেশি। উমা ফাঁকে ফাঁকে আড়ালে এসে দাঁড়ায়, আর চেয়ে চেয়ে দেখে নিত্য নতুন মানুষ, নিত্য নতুন মুখ, নিত্য নতুন রহস্য। আগন্তুকদের অধিকাংশই সুবেশ সুপুরুষ, সাদালাপী, তরুণ যুবক। দুচারজন প্রৌঢ়ও যে না আসেন তা নয়। বেশে বাসে তাঁদের যেন আরো বেশি মনোযোগ

দেখা যায়। রুবির সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার ইচ্ছা তাঁদের উদগ্রতর বলে মনে হয়। কিন্তু রুবি যে বেশির ভাগ শুধু রঙ্গই করে তা আগন্তুকেরা না বুঝলেও উমার বুঝতে বাকি থাকে না।

উমা একদিন বলল, 'আচ্ছা, রাজ্য ভরে লোকের সঙ্গে তোর এত আলাপ, এত খাতির হোল কি ক'রে?'

রুবি বল্ল, 'ব্যবসার খাতিরে খাতির রাখতে হয়। তাছাড়া খাতির রাখবার আমার দরকার না থাকলেই যে ওদের দরকার ফুরোয় তা তো নয়। এ পর্যন্ত গোটা দশ-বার অফিসে কাজ করেছি। সে সব কাজ ছেড়ে দিলেও পুরোণ সহকর্মীরা ছাড়তে চায় কই।'

রুবির এই ভঙ্গি, এই দেমাক উমার সব সময় সহ্য হয় না। যেন রুবির কাউকে দরকার নেই, কাউকেই ও চায় না, শুধু পৃথিবীশুদ্ধ সমস্ত পুরুষ নিজেদের গরজেই ওর পায়ের তলায় লুটিয়ে থাকতে চায়। এমনি একটি অহঙ্কার রুবির মনে সব সময় আছে। ওর মনে কি আছে ওই জানে। কিন্তু মুখে ওর বড়াইর অন্ত নেই। সমস্ত পুরুষ হ্যাংলা। তাদের লজ্জা নেই, ঘৃণা নেই, দূর দূর করলেও তারা রুবির পিছনে পিছনে ঘুর-ঘুর করে। কিন্তু উমা লক্ষ্য করে দেখেছে এই নিরাসক্তিটা রুবির ভান। কেউ এলে ও যেমন খুশি হয়, যে ভাবে উল্লসিত হয়ে ওঠে, কোনদিন কেউ না এলে ও তেমনি ভিতরে ভিতরে ছটফট করতে থাকে, তাতেই বোঝা যায় পুরুষ মানুষ ছাড়া ওর এক মুহূর্ত চলে না। এসব ব্যাপারে রুবিকে বড় অহঙ্কারী মনে হয় উমার। না হয় ওর রূপ আছে, বি, এ, পাশ করা বিদ্যা আছে, চোখে মুখে বুদ্ধির আর কথায় চাতুর্যের ছাপ আছে, তবু কথায় কথায় পুরুষের নিন্দা আর ওর আত্মস্তুতি উমার বড় খারাপ লাগে। আঘাত লাগে আত্মাভিমানে। রুবির মত অত রূপ তার না থাক, তাকে কুশ্রীও কেউ বলতে পারবে না। বি, এ, পাশ না করলেও কলেজে বছর দুই অন্ততঃ পড়েছে,

পড়াশুনার চর্চাটা স্বামীর জন্য এখনও কিছু কিছু রাখতেও হয়েছে, সুতরাং একেবারে নিরক্ষরা নির্বোধ সেও তো নয় যে রুবি তাকে যা বোঝাবে তাই বুঝবে। সে তো দেখেছে অন্তত একটি পুরুষ হ্যাংলা নয়, সে কারো পায়ের নিচে লুটিয়ে পড়েনি, উমাকে বরং তার পায়ের নিচে আসন নিতে হয়েছে। তাই রুবি যখন অমন মিথ্যা বড়াই করে উমা মাঝে মাঝে প্রতিবাদ না করে পারে না।

এধরণের আলোচনা উঠতে সেদিন উমা বলল, 'দেখ্‌ রুবি, তুই মুখে যাই বলিস, যত নিন্দাই পুরুষের করিস, তুই আসতে দিস বলেই ওরা আসে। আসলে আসতে না দিয়ে তুই পারিসনে।'

রুবি জবাব দিল, 'কথাটা ঠিকই ধরেছিস। প্রেমিক ছাড়া আমার চলে কিন্তু পুরুষ ছাড়া আমার চলে না। কি করে চলবে? এদেশে বেশির ভাগ কাজকর্ম চালাবার ভারই যে পুরুষের। রিক্সায় চড়ব গোঁফওয়ালা রিক্সাওয়ালা ছুটে আসবে, মোট টানাব সে মুটে হতভাগাটার পুরুষেরই চেহারা। এমনি মুচি, মুদ্দফরাস থেকে সুরু করে দেশের প্রেসিডেণ্ট প্রধানমন্ত্রীর গদি পর্যন্ত পুরুষে আটকে রেখেছে। ওদের বাদ দিলে কাজকর্ম সব বন্ধ করতে হয়। তাই কালো নয়ন আর হেরব না বলে মান করে বসে থাকতে পারিনে। ওদের দিকে চোখ তুলে তাকাতেই হয়। আর ওরা মনে করে সব দৃষ্টিই শুভদৃষ্টি।'

উমা একটু হাসল, 'পরে অবশ্য শনির দৃষ্টি বলে বুঝতে বাকি থাকে না।'

রুবি বলল 'হ্যা' একরকম তাই। যে ব্যবহার আমি পুরুষদের কাছে পেয়েছি আর পাচ্ছি তাতে ওদের সঙ্গে একটি মাত্র সম্পর্কই আমার আছে। সে সম্পর্ক আর যাই হোক ভালবাসার নয়

উমা জিজ্ঞাসা করল, 'কেন ? কি এমন খারাপ ব্যবহার তুই ওদের কাছ থেকে পেয়েছিস যে—'

রুবি জবাবটা এড়িয়ে গিয়ে বল্ল, 'সে আর একদিন শুনিস।'

উমা বল্ল, 'আচ্ছা আর একদিনই বলিস না হয়। কিন্তু এবাড়িতে যে আর একজন পুরুষ মানুষ রয়েছেন তাঁর সম্বন্ধে তোর মতামতটা আজই বলে ফেল।'

রুবি একটু হাসল, 'আমার মতামত শুনে তুই খুসি হবিনে।'

'তবু শুনি।'

রুবি তেমনি হেসে বল্ল, 'আমার কাছে যে সব তৃতীয় শ্রেণীব পুরুষেরা আসে তাদের সঙ্গে ভিতরে ভিতরে তোর পরম পুরুষটির কোন পার্থক্য নেই, আসলে সব সমান।'

স্বামীর সম্বন্ধে উমার অনেক রকম আপত্তি অভিযোগ আছে, কিন্তু এ অপবাদ সে সহ্য করল না, তীব্র প্রতিবাদ করে বল্ল, 'কিছুতেই না. আমি বাজি রাখতে পারি—'

রুবি বাধা দিয়ে বল্ল, 'খবরদার! আমার মত জুয়াড়ীর সঙ্গে বাজি রাখতে আসিসনে। সর্বস্ব নিয়ে টান পড়বে।'

রুবির ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে বাবলুকে কাজল পরাচ্ছিল উমা, কাজললতাটা রেখে দিয়ে ছেলের মুখে চুমু খেতে খেতে হেসে বল্ল, 'অত সহজ নয় রুবি, অত সহজ নয়।'

আর উমার সেই মাতৃস্নেহ, তার গভীব আত্মপ্রত্যয়ে রুবির বুকের ভিতরটায় হঠাৎ যেন বড় জ্বালা করে উঠল, মুখে হাসি লেগে থাকলেও সে জ্বালা চোখের ভিতর থেকে ফুটে বেরুল কিন্তু উমার তা চোখে পড়ল না, বাবলুর ছোট থুতনিতে তখনো সে ঠোঁট লাগিয়ে রেখেছিল।

রবিবার সকালে বাইরের ঘরে বসে খবরের কাগজে চোখ বুলাচ্ছে বিভাস, দোরের কাছে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালেন, 'দেখুন, এইটাই তো সাতাত্তর নম্বর ?'

কাগজ থেকে মুখ তুলে বিভাস বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ। কাকে চাই আপনার ?'

ভদ্রলোক বললেন, 'রেবা আছে ? কোন ঘরে থাকে ও ?'

বিভাস বলল, 'রেবা বলে তো কেউ থাকে না এখানে।'

ভদ্রলোক বললেন, 'থাকে না ? অথচ আমাকে তো সাতাত্তর নম্বর শম্ভুবাবু লেনের কথাই লিখেছিল। ফের কি কোন হস্টেল-টস্টেলে গিয়ে উঠল না কি ? রেবা—রেবা রায়, নেই এখানে ? কবে উঠে গেল ?'

বিভাস বলল, 'আপনি কি রুবি রায়ের কথা বলছেন ? রুবি রায় বলে একজন মেয়ে অবশ্য আছেন এখানে।'

ভদ্রলোক একটু হেসে বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ ওই রেবাই রুবি। আমার রাখা নাম মেয়ের পছন্দ হয়নি। খুসিমত বাঁকিয়ে চুরিয়ে নিয়েছে।'

বিভাস মনে মনে ভাবল, কেবল কি নামটাকেই বাঁকিয়েছে। তারপর ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনি কি ওঁর কিছু—'

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, আমি ওর বাবা। আমার নাম প্রিয়গোপাল রায়।'

বিভাস বলল, 'আসুন, বসুন এসে এখানে। আমি দেখছি তিনি আছেন কি না।'

প্রিয়গোপাল এসে বিভাসের পাশে তক্তপোষে বসলেন। আধ-ময়লা ধুতি পাঞ্জাবি পরা পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন বছর বয়সের এক প্রৌঢ়। প্রিয়দর্শন না হলেও তাঁকে বিভাসের ভালই লাগল। হ্যাঁ, ভদ্রলোককে রেবার বাবা বলেই মনে হয়, রুবি রায়ের বাবা বলে চেনা যায় না।

বিভাস স্বরবালাকে ডেকে বল্‌ল, 'পিসীমা, শোন।'

স্বরবালা ভিতর থেকে দোরের কাছে এসে দাঁড়ালেন, 'ইনি রুবির বাবা। এঁকে তাঁর ঘরটা দেখিয়ে দাও।'

স্বরবালা বল্‌লেন, 'ঘর দেখিয়ে দিয়ে হবে কি। সে তো এইমাত্র সেজেগুজে কোথায় বেরিয়ে গেল। উমাব কাছে তো একটা চাবি রেখে যায়। দেখি ওকে জিজ্ঞেস করে।'

খবর শুনে রান্না রেখে উমাও কৌতূহলী হয়ে চলে এল এ ঘরে। তারপব পরম পরিচিতেব ভঙ্গিতে বল্‌ল, 'আসুন, ঘর খুলে দিই। রুবি একটু বেরিয়েছে। খানিক বাদেই ফিরবে।'

বিভাস বল্‌ল, 'বেশ তো তখনই উনি যাবেন। ওঁর একা একা ও ঘরে গিয়ে বসে থেকে তো লাভ নেই। তুমি ববং একটু চা-টা কর।'

উমা হেসে বল্‌ল, 'তাও কি তোমাকে বলে দিতে হবে? শুধু চা-টা নয়। রুবিকে আজ খেতে বলেছি। মেসোমশাইবও আজ আমাদের ঘরে নিমন্ত্রণ।'

প্রিয়গোপালবাবু অনিচ্ছুক ভঙ্গিতে বললেন, 'আবাব ওসব ঝামেলা কেন।'

স্বরবালা আব উমা ভিতরেব দিকে চলে গেলে বিভাস স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই প্রিয়গোপালের সঙ্গে আলাপ সুরু করল। রুবির বাবা মা, ভাই বোন যে ভদ্রেশ্বরে থাকেন তা উমার কাছে বিভাস এর আগে শুনেছিল। এবার রুবির বাবাব অস্তিত্বের প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেয়ে সে যেন অনেকখানি আশ্বস্ত হোল। এই মেয়েটির পারিবারিক পরিচয়, যোগ-সংযোগ তার যেন একান্তই দরকার হয়ে পড়েছিল।

কিন্তু বিভাসের জানবার আগ্রহ যত বেশি, প্রিয়গোপালবাবুর বলবার উৎসাহ তেমন দেখা গেল না। মনে হোল তিনিও অনেক কথা চেপে যেতে চান।

বিভাস জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা এখানে কেউ কেউ চলে আসেন না কেন ?'

প্রিয়গোপালবাবু সংক্ষেপে বললেন, 'তাতে অসুবিধা আছে।'

বিভাস বল্‌ল, 'কিন্তু একটি মেয়ের পক্ষে একা একা এমনভাবে থাকায়ও তো অসুবিধা কম নেই।'

প্রিয়গোপালবাবু বললেন, 'কিন্তু ও এইটাই সুবিধার মনে করে।'

বিভাস বল্‌ল, 'ওঁর মনে করাটাই কি সব সময় ঠিক ?'

প্রিয়গোপালবাবু বললেন, 'আমি তো তাই মনে করি। ওর বয়স হয়েছে, লেখাপড়া শিখেছে। নিজের সুবিধা অসুবিধা ওরই তো ভালো বুঝবার কথা। যাতে অসুবিধা হতে পারে ও তা করতে যাবে কেন ?'

বিভাস চুপ করে রইল। বাইরের বেশে বাসে, চালচলনে যত বিভিন্নতাই থাকুক মতামতে পিতাপুত্রীব মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই তা বিভাসেব বুঝতে বাকি রইল না। এরপর প্রিয়গোপালবাবু বিভাসের কাছ থেকে কাগজের একটা সীট চেয়ে নিলেন। বিভাস গোটা কাগজটাই ওঁর হাতে তুলে দিল।

প্রিয়গোপাল চায়ে চুমুক দিয়েছেন, রুবিকে দেখা গেল দরজায়, 'এই যে, তুমি কখন এলে ?'

প্রিয়গোপালবাবু মেয়ের দিকে তাকালেন, 'এই খানিকক্ষণ।'

রুবি একটু চুপ করে থেকে বল্‌ল, 'বেশ এসো, ঘরে এসো।'

প্রিয়গোপালবাবু বললেন, 'এতক্ষণ বসে বসে বিভাসবাবুর সঙ্গে গল্প করছিলাম। ওঁর সঙ্গে কি আলাপ নেই তোর ?'

রুবি বল্‌ল, 'কী যে বল! আলাপ থাকবে না কেন। এখানে ওঁর অভিভাবকত্বেই তো রয়েছি।'

বিভাস ঘাড় ফিরিয়ে রুবির দিকে তাকাল। যে শ্লেষের সুরটুকু

কানে লেগেছিল, চোখে তার কিছুই ধরা পড়ল না। রুবির মুখ আজ অপ্রসাধিত। পাউডারের সূক্ষ্ম প্রলেপটুকুও তাতে নেই। স্নিগ্ধ স্বাভাবিক গৌরবর্ণই তাকে শ্রীমণ্ডিত করেছে। ফিকে নীল রঙের শাড়ি পরণে। সেদিনের মত চুলের রাশ জালবদ্ধ নয়। এলো খোঁপায় বিনম্র ভঙ্গিতে ঘাড়ের কাছে নুয়ে রয়েছে। বিভাসের চোখ নিজের অনিচ্ছাতেও প্রসন্নতায় ভরে উঠল।

বিভাসকে কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে রুবি ফের একটু হাসল, 'অবশ্য আমার মত ওয়ার্ড নিয়ে ওঁর ঝক্কিঝামেলার অন্ত নেই বাবা।'

প্রিয়গোপালবাবুও হাসলেন, 'তাকি আর আমার জানতে বাকি আছে। তোমাব অভিভাবকগিরি করা কি সোজা? দু'দিন যেতে না যেতে অভিভাবককেই তোর ওয়ার্ড হয়ে থাকতে হয়। কই, ঘর কোন্ দিকে?'

মেয়ের পিছনে পিছনে প্রিয়গোপালবাবু বেরিয়ে গেলেন। বিভাস এবার যেন ব্যাপারটা আন্দাজ করতে পারল। তাহলে প্রিয়গোপালবাবুই প্রশ্রয় দিয়েছেন রুবিকে। মেয়ের এই ধরণের জীবনযাত্রায় তাঁর সমর্থন রয়েছে। কিন্তু বাবা কি কেবল স্নেহ-দুর্বল হয়েই থাকবেন? তিনি সন্তানের যথার্থ শ্রেয়ের দিকে তাকাবেন না? সন্তানকে লেখাপড়া শিখিয়ে বয়ঃপ্রাপ্ত করে দিলেই কি তাঁর কর্তব্য শেষ হোল? অভি-ভাবকত্ব থেকে তিনি অবসর গ্রহণ করলেন? অন্তত বিভাস তা মনে করে না। সন্তানের যেমন বয়স বাড়ে, বিদ্যা বাড়ে, বুদ্ধি বাড়ে, বাপও কি তেমনি ,আমৃত্যু বাড়তে থাকেন না? অন্তত: বাড়তে চেষ্টা করবেন না? তিনি কেবল বৃদ্ধই হবেন, তাঁর আর কিছু বৃদ্ধি পাবে না? সেই বর্ধিত জ্ঞান আর অভিজ্ঞতা সন্তানের সমৃদ্ধির কাজে তাঁকে আজীবন নিযুক্ত রাখতে হবে। অভিভাবকত্বের রূপ বদলাবে, ধমক আর শাসনের দিন শেষ হবে, কিন্তু তাই বলে সন্তানের হাতে তিনি

খেলার পুতুল বনে যাবেন না, প্রচুর বিজ্ঞতা অভিজ্ঞতার প্রতীক হয়েই থাকবেন।

বিভাস বেরুতে যাচ্ছিল হঠাৎ রুবির চড়া উত্তেজিত গলা কানে গেল, 'তুমি কি ভাব বলতো। আমার ঘরে কি টাকার গাছ গজিয়েছে?' কিন্তু বিভাস তাতে কান পাতল না। গায়ে পাঞ্জাবি চড়িয়ে রাস্তায় নেমে পড়ল। সুরবালাকে ডেকে বলে গেল, 'আমি একটু ঢাকুরিয়ায় চললুম। নির্মল নাকি ফের টাইফয়েডে পড়েছে। যাই, খোঁজ নিয়ে আসি। যদি ফিরতে একটু দেরি হয়, খেয়ে নিয়ো পিসীমা। আমার জন্য বসে থেক না।'

সুরবালা বললেন, 'এত বেলায় বেরুবি। বিকেলে গেলেই তো হোত। বেশি দেরি করিসনে যেন।'

ফিরতে ফিরতে বেলা একটা বেজে গেল। অসুস্থ বন্ধু কিছুতেই ছাড়তে চায় না। তা ছাড়া ডাক্তার এসে কি বলেন তা জেনে আসার জন্য বিভাসের নিজেরও অপেক্ষা করবার দরকার ছিল।

'প্রিয়গোপালবাবু খেয়ে নিয়েছেন তো?'

তেল মাখতে মাখতে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করল বিভাস।

'হ্যাঁ, তিনি খেয়েদেয়ে চলেও গেছেন। তোমার তো কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। এক ভদ্রলোককে খেতে বলে সেই যে বেরুলে—'

বিভাস একটু হেসে বলল, 'মেসোমশাইকে আদর আপ্যায়ন করার জন্য তাঁর শ্যালিকা-কন্যাই তো উপস্থিত ছিলেন। আমার আর কি দরকার।'

উমা বলল, 'আহা!'

দুপুরের খাওয়াদাওয়ার পর ঘরে এসে উমা অবশ্য স্বামীকে আরো অনেক কথা বলল। রুবি আর তার বাবার কাহিনী। বিভাসের কাছে প্রিয়গোপালবাবু খুব গম্ভীর আর স্বল্পভাষী হয়ে থাকলে

কি হবে, খেতে খেতে উমার কাছে তিনি নিজেদের অনেক গল্পই করেছেন।

ওঁদের আসল বাড়ি কুমিল্লায়। সেখান থেকে উদ্বাস্তু হয়ে বছর দেড়েক হোল ভদ্রেশ্বরে বাসা বেঁধেছেন। সবাইকে নিয়ে এখনো সহরে এসে ওঠেন নি। এখানে বহু খরচ। সেখানে বৃহৎ পরিবার। না, দাঙ্গায় তাঁর কোন ক্ষতি হয় নি। কিন্তু সর্বনাশ হয়েছে ব্যবসায়ে। বিশ বছর চাকরি করেছেন বিদেশী মার্চেন্ট অফিসে। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডে কয়েক হাজার টাকা জমেছিল। পূর্বতন সহকর্মী এবং অত্যন্ত এক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সঙ্গে চালানী কারবারে নেমেছিলেন। বন্ধু তাঁকে পথে নামিয়েছে। সব বুঝেও প্রিয়গোপাল কিছুই করতে পারেননি। কারণ বন্ধুর ফাঁকির মধ্যে কোন ফাঁক ছিল না। বড় ছেলে বিয়ে করে স্বতন্ত্র হয়ে গেছে। তার ধারণা বাপের খামখেয়ালী আর মূর্খতার জন্যই তারা নিঃস্ব হোল। পারতপক্ষে সে সংসারের তেমন একটা খোঁজখবর নেয় না। নেওয়ার সাধ্যও বিশেষ নেই। একমাত্র রুবিই এখন ভরসা। খরচপত্র ওই বেশির ভাগ দেয়। 'কিন্তু ওর ভাগ্যও—' মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রিয়গোপালবাবু হঠাৎ থেমে গিয়েছিলেন।

রুবি তাঁকে প্রায় ধমক দিয়ে বলেছিল, 'ভাগ্য ভাগ্য কোরো না বাবা। ভাগ্য আমি মানিনে। ভাগ্যকে হাতের মুঠোয় নিয়ে আমি আমার খুসিমত চলি।'

প্রিয়গোপালবাবু শান্তভাবে বলেছিলেন, 'তাইতো চলেছিস। আমি কি আজকাল আর কিছু বলি? তোর খুসিতেই খুসি থাকি।'

প্রিয়গোপালের নিরীহতার যথার্থরূপ এবার যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠল বিভাসের চোখে। আজকাল মেয়েকে আর কিছু বলেন

না, বরং নীরবে তার ইচ্ছামত চলতেই বলেন। তিনি যা পারেননি, রুবি যদি কোন রকমে তা পারে, এই প্রতিকূল পৃথিবীর সমস্ত প্রতারণা আর প্রবঞ্চনার কিছুমাত্র প্রতিশোধ যদি নিতে পারে তাঁর মেয়ে, তিনি ভিতরে ভিতরে খুসিই হবেন। চরম এক হিংস্র জিঘাংসাকে নিরীহ নৈষ্কর্ম্যের আবরণে যেন ঢেকে রেখেছেন প্রিয়গোপাল। আর তাঁর সেই হননের তীব্র ইচ্ছা রুবির মধ্যে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু এ হত্যা যে আত্মহত্যা। ভিতরে ভিতরে বড় বেদনা বোধ করল বিভাস। প্রতিশোধেই কি সংসারের সব শোধ হয়?

উমা বল্‌ল, 'ঘা খেয়ে খেয়ে ভদ্রলোক যেন খানিকটা সিনিক হয়ে গেছেন। কথাবার্তায় মাঝে মাঝে ধরা পড়ে।'

প্রিয়গোপালের মুখখানা ফের চোখের সামনে ভেসে উঠল। যেন আগুনে পোড়া চেহারা। দগ্ধভাগ্যের অবিকল প্রতিচ্ছবি।

উমা বল্‌ল, 'বাপ আর মেয়ের মধ্যে সম্বন্ধও খুব ভালো বলে মনে হোল না।'

বিভাস গম্ভীরভাবে বল্‌ল, 'হওয়ার তো কথা নয়।'

উমা বল্‌ল, 'প্রিয়গোপালবাবু টাকার জন্য এসেছিলেন। বললেন বাড়িতে অসুখবিসুখ। রুবি বল্‌ল, সুখই হোক আর অসুখই হোক মাসের শেষে টাকা আমি কোথায় পাব।'

প্রিয়গোপালবাবু বলেছিলেন, 'আচ্ছা, ব্যাঙ্কে তো তোর এ্যাকাউণ্ট আছে। তার থেকে তুলেই দিস। আজ তো রবিবার। আমি বরং আজ এখানে থেকে কাল টাকা নিয়ে—'

রুবি জবাব দিয়েছিল তোলবার মত টাকা ব্যাঙ্কে নেই। তোমরা কি ভাব আমাকে বলোতো। আমি যা দিতে পারি তাতো মাসের প্রথমেই পাঠিয়ে দিয়েছি। আর আমার দেওয়ার সাধ্য নেই।

'শ'খানেক টাকা, অন্তত গোটা পঞ্চাশ ষাটও দিতে পারবিনে ?'

রুবি স্পষ্ট জবাব দিয়েছিলো, 'না। তোমরা যে কি ভাব—'

প্রিয়গোপালবাবু উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, 'তুইও যে কি ভাবিস তা আমি জানি। এরপর ফের যদি তোর কাছে আর হাত পাতি আমার নাম ফিরিয়ে নাম রাখিস। এযাবৎ যা নিয়েছি তার পাই ফার্দিং পর্যন্ত হিসাব আছে আমার কাছে। পৈতৃক ভিটা বিক্রী করেও যদি তোর শোধ দিতে হয়।'

রুবি বল্‌ল, 'তোমার পাকিস্তানের পৈতৃক ভিটা শিগগির বিক্রী হওয়ার আশা নেই বাবা। শোধ করে কাজও নেই। তুমি একটু বোসো। দেখি বাক্স দেরাজ হাতড়ে কিছু পাই নাকি।'

'তুই অমন করে মুখ ভেংচিয়ে ভিক্ষা দিবি আর আমি তাই নেব ? আমাকে কি তুই এতই ছোট মনে করিস ?'

'না, তা মোটেই করিনে। কিন্তু আমার ভাইবোনগুলি তো ছোটই। ওদের মনে করেই দিচ্ছি।'

প্রিয়গোপালবাবু কিছু নিয়ে তবে উঠলেন।

বিভাস এ কাহিনী শুনে চুপ করে রইল। কোন কথা বলল না।

কিন্তু উমা যদি সবটুকু বলত, কিছু না কিছু মন্তব্য বিভাস না করে পারত না।

বাপকে ঘরে বসিয়ে রেখে রুবি উমার কাছে চলে এসেছিল, 'আমাদের কথাবার্তা তোর তো প্রায় সবই কানে গেছে, না উমা ?'

'না ভাই, আমি নিজের মনে কাজ করছিলাম।'

রুবি বল্‌ল, 'আহা, শোনাও তো একটা কাজ। কিন্তু এতই যখন শুনলি আমার আরও একটা কথা তোকে শুনতে হবে উমা।'

'কি ?'

'শ' খানেক টাকা দেতো। কাল সন্ধ্যার সময় ফেরৎ পাবি।'

উমা একটু চুপ করে থেকে বলল, 'অবাক করলি যে। অত টাকা কোথায় পাব।'

রুবি বলল 'খুব পাবি। গয়না গড়াবি বলে টাকা বাক্সে তুলে রেখেছিস। তোর যেমন কান আছে, আমার তেমনি চোখ। ভালোয় ভালোয় যদি না দিস বাক্স ভাঙব, জানিস তো আমি সব পারি।'

উমা বাক্সের চাবি ফেলে দিয়ে বলেছিল, 'ভাঙার দরকার কি, বাক্স খুলেই নে।'

রুবি এবার অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলল 'না ভাই তুই দে হাতে করে। তোর কোন ভয় নেই। কাল নিশ্চয়ই ফেরৎ পাবি।' এরপর উমা উঠে গিয়ে একশ টাকার নোটখানা বন্ধুর হাতে তুলে দিয়েছিল 'টাকাটা আমার বাবার।'

রুবি হেসে বলেছিল, 'ভালোই তো, তোর বাবার টাকা আমার বাবার কাজে লাগল।'

পরদিন সন্ধ্যা উৎরে গেল। রুবির ঘরে ফেরার নাম নেই। উমা বার বার তাকাতে লাগল বাইরের দিকে। অবশ্য ঠিক সন্ধ্যার পর রুবি কদাচিৎ ঘরে ফেরে। বেলা দশটায় বেরোয় আর ফেরেও সেই রাত নটা দশটায়। উমা একদিন জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এত রাত অবধি তুই বাইরে বাইরে কি করিস বলতো?'

রুবি জবাব দিয়েছিল 'তুই ঘরে বসে যা করিস ঠিক তাই। গেরস্থালী।'

এর আগে রুবি তাকে বলেছে লাইফ ইন্সিওরেন্সের কাজে বছর খানেক ধরে মোটেই তার সুবিধা হচ্ছে না। তা ছাড়া দোরে দোরে লোককে এমন তোষামোদ করে বেড়ান ধাতেও পোষাচ্ছে না তার। তাই রুবি ফের চাকরী নিয়েছে। বেণ্টিক স্ট্রীটের এক প্লাষ্টিক কোম্পানীর

অফিসে কাজ। কিন্তু একাজও খুব বেশিদিন রাখতে পারবে বলে মনে হচ্ছে না। উমা জিজ্ঞেস করেছিল, 'কেন?'

রুবি হেসে বলেছিল, 'সেক্রেটারী বড় বেশি নোট পাঠাচ্ছেন। বড় বেশি ঘন ঘন ডাক পড়ছে তাঁর ঘরে। এরপর অফিসিয়াল পত্রালাপ শেষ করে তাঁর বিশেষ ধরণের চিঠির জবাব দেওয়ার কি আর সময় পাব? তাও যদি বা পাই, এক অফিসে দুচার মাসের বেশি কাজ করতে আমার ভালো লাগে না। বড় একঘেয়ে লাগে। তাই আগে থেকেই ব্যবস্থা রাখি। চাকরি করি একটা কিন্তু উমেদারী করি অনেকগুলির।'

হয়তো সেই উমেদারীর জন্যই এত রাত হয় ফিরতে। উমাকে আরও কিছুক্ষণ উদ্বিগ্ন রেখে রুবি রাত দশটা নাগাদ বাড়ি এল। ছেলেকে খাওয়ানো শেষ করে উমা রুবির ঘরে গিয়ে ঢুকল।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে রুবি তখন কাপড় ছাড়ছে। উমাকে দেখে বল্‌ল, 'এই যে আয়। শাড়ি বদলে আমিই যেতাম তোর ওখানে।' টেবিলের ওপর রাখা শান্তিনিকেতনী ছোট ব্যাগটা খুলে একশ টাকার একখানা নোট উমার সামনে বাড়িয়ে ধরল রুবি, 'এই নে।'

উমা ভদ্রতা করে বল্‌ল, 'এত তাড়াতাড়ি কি ছিল।'

রুবি একটু হাসল, 'ছিল না বুঝি? কিন্তু তাড়াতাড়ি না করলে রাত্রে কি ঘুমুতে পারতিস?'

উমা রাগ করে বল্‌ল, 'তুই তাই বুঝি ভেবেছিস?'

রুবি বল্‌ল, ' নারে না। আমি কিছু ভাবিনে। ভাবা-টাবা আমার ধাতে নেই।'

উমা বল্‌ল, 'কিন্তু টাকাটা পেলি কোথায়? ব্যাঙ্ক থেকে তুলে আনলি তো?'

রুবি ততক্ষণে তার পুরোণ আটপৌরে শাড়িটি পরে নিয়েছে।

উমার কথার জবাবে বল্‌ল, 'ক্ষেপেছিস? তখনই তো বললাম আমার ব্যাঙ্কে এ্যাকাউণ্ট নেই—ব্যাঙ্কের এ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট আছে। আমার টাকা তার পকেটে থাকে।'

উমা এবার চেয়ারটায় বসে পড়ে বল্‌ল, 'কার পকেট থেকে তুললি বল্‌তো, সুধীর তালুকদার? সেই যে ছোকরামত সুন্দরপানা ছেলেটি?'

রুবি ও পাশের চেয়ারটায় বসে হেসে বল্‌ল, 'হ্যাঁ সেই। ঠিক ধরেছিস। ওকে তোর মনে ধরেছে, না?'

উমা ধমক দিয়ে বল্‌ল, 'যাঃ কি যে বলিস। কিন্তু তুই না বলেছিলি সুধীর বাবুর বাসার অবস্থা ভালো নয়। একটা ছোট ব্যাঙ্কের ব্রাঞ্চ অফিসে মাত্র শ দেড়েক টাকা মাইনে পান। বাড়িতে অনেক পোষ্য। তিনি তোকে একশ টাকা দিতে পারলেন?'

রুবি বল্‌ল, 'দিতে কি আর পারলেন! আমাকে নিতে হোল ক'দিন ধরে দেখছিলি তো? ভারি বিরক্ত করত। এলে আর নডতে চাইত না। কেবল একথা সে কথা। অমুক সিনেমায় ভালো বই হচ্ছে চল দেখে আসি, আমার বন্ধু এক ষ্টুডিও খুলেছে চল তোমার একটা ফটো তুলবে। আজ অফিস থেকে ওকে ফোনে ডেকে বললুম, আজ আমার হাতে সময় আছে সুধীর, যাবে নাকি কোন সিনেমা-টিনেমায়। সুধীর একপায়ে খাড়া।'

উমা রুদ্ধশ্বাসে সব শুনছিল, বল্‌ল, 'তারপর?'

রুবি উঠে গিয়ে তোয়ালে আর সাবান তুলে নিতে নিতে বল্‌ল 'তারপর আর কি। ফোটো তুললাম, রেস্টুরেণ্টে খেলাম, সিনেমা দেখলাম, তারপর ওর কানে কানে প্রণয়গুঞ্জনে বল্‌লাম, সুধীর মাইনে নিশ্চয় পেয়েছ। মাসের শেষ তারিখেই তো তোমাদের মাইনে হয়। আমাকে একশটি টাকা দাওতো, ধার শোধ করতে হবে।'

উমা শিউরে উঠে বল্‌ল, 'ছি ছি ছি। তুই এমন করে একটি গরীবের ছেলের মাথায় বাড়ি দিলি।'

রুবি একটু হাসল, 'ছেলে গরীবের হলে হবে কি, ধরেছে যে ঘোড়া-রোগে। তাই একটু চিকিৎসা করতে হোলো। কিন্তু মাথায় বাড়ি দেওয়ায় মত হাত এখনো শক্ত হয়নি উমা। যারা বড় বেশি বিরক্ত করতে আসে এমনি করে তাদের গালে দু একটা চড়চাপড় দিই। মাথায় বাড়ি একে বলে না। তোর ভয় নেই, সুধীরের টাকা আমি মারব না। তোর ধার যেমন শোধ দিলাম, ওর ধারও তেমনি করে শোধ দেব। কিন্তু এবার তুই ঘরে যা। বিভাসবাবুকে আর বিরহ-অনলে দগ্ধ করিসনে।'

ফের একটু হেসে তোয়ালে হাতে নিয়ে রুবি বাথরুমে ঢুকল।

খেতে বসে একদিন স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বিভাস যেন চমকে উঠল। তারপর গম্ভীরভাবে বল্‌ল, 'ওকি !'

হাতায় করে খানিকটা নিরামিষ তরকারী স্বামীর পাতে ঢেলে দিচ্ছিল উমা, বল্‌ল, 'কি আবার।'

বিভাস বল্‌ল, 'বাঁ হাতের ওই নখ দুটিতে কি হয়েছে তাই জিজ্ঞেস করছি।'

উমা লজ্জিত হয়ে আঁচলের তলায় হাতখানিকে লুকিয়ে মৃদু হেসে বল্‌ল, 'রুবি জোর করে একটু নেইলপলিশ লাগিয়ে দিয়েছে। আজকাল কিছুই তোমার চোখে এড়ায় না দেখছি।'

বিভাস বল্‌ল, 'না, তা এড়ায় না, বরং নখদর্পণে অনেক কিছুই আজ চোখে পড়ল। দেখ, হাজার দিন বলেছি এসব আমি পছন্দ করিনে। তবু তুমি তাই করবে ?'

উমা বল্‌ল, 'এতে পছন্দ অপছন্দের কি আছে। আমি তো আর

নখে ঠোঁটে রং মেখে কোথাও বেড়াতে বেরুচ্ছি না। ঘরের মধ্যেই রয়েছি। তাতেও তোমার জাত গেল ? এমন মানুষ যদি দুনিয়ায় দুটি থাকে।'

'হুঁ।' বলে বিভাস গম্ভীর ভাবে তাড়াতাড়ি খাওয়া সারতে লাগল। এসব তুচ্ছ বিষয় লক্ষ্য না করলেও চলে। কিন্তু তুচ্ছ বলে এগুলিকে একেবারে উড়িয়ে দিতেই বা কি করে পাবে বিভাস ? তার সবরকম উপদেশ-নির্দেশ উমা কান পেতে শোনে, কিন্তু সে যখনই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় উমা গিয়ে যোগ দেয় রুবিব সঙ্গে। তার সংস্পর্শ থেকে বিভাস কিছুতেই স্ত্রীকে ছাড়িয়ে আনতে পারছে না। রুবির চালচলন আচার-আচরণের প্রভাব পড়েছে উমার ওপর। ওদের সৌখ্য এমন ঘনিষ্ঠতায় গিয়ে পৌঁছেছে যে মাঝে মাঝে দুজনের মধ্যে শাড়ি গয়নার পর্যন্ত বিনিময় হয়। এক এক দিন উমার শাড়ি আর অলঙ্কার পরে রুবি বাইরে বেরোয়। উমার উৎসাহ আর উল্লাস দেখে মনে হয় যেন সে নিজেই বেরুচ্ছে। কিন্তু সেদিন ভাবি অপ্রস্তুত হয়েছিল বিভাস। অফিস থেকে ফিরে এসে দেখে তার ঘরে জানলার সিক ধরে বাইরের দিকে তাকিয়ে রয়েছে রুবি। ঘরে আবছা অন্ধকার, আলো জ্বালা হয়নি।

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বিভাস বলেছিল, 'উমা গেল কোথায় ? আপনি কি ওর জন্য অপেক্ষা করছেন ?'

জবাব এসেছিল, 'না। উমাকে আমার দরকার নেই। আমি আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি বিভাস বাবু।'

বলে মুখ ফিরিয়ে খিল খিল করে হেসে উঠেছিল উমা, 'খুব নিরাশ হলে, না ?'

উমার পরণে রুবির সেই চড়া লাল রঙের শাড়ি, সেই কাঁধ পর্যন্ত চুল রাখবার ধরণ, এমন কি তার দাঁড়াবার ভঙ্গিটি পর্যন্ত উমা নকল করেছে।

মুখ লাল করে বিভাস বলেছিল, 'দেখ, এধরণের বাজে ঠাট্টা ইয়ার্কি আমি মোটেই পছন্দ করিনে। ফের তুমি ওর শাড়ি আর ওই প্লাষ্টিকের জিনিসগুলি পরে রয়েছো?'

উমা বলেছিল, 'এক্ষুণি ছেড়ে রাখছি। আর পরব না।'

কিন্তু প্রতিশ্রুতি উমা রাখতে পারেনি। আজ আবার নখে পালিশ লাগিয়ে এসেছে। বিভাস অপ্রসন্ন মুখে খাওয়া সেরে উঠে পড়ল। উমাকে আর প্রশ্রয় দিলে চলবে না।

স্বামীর নির্দেশে দিন কয়েক উমা একটু নিরস্ত রইল। কিন্তু কদিন বাদেই অফিস থেকে ফিরে এসে বিভাস দেখল, উমা বাড়িতে নেই। বাবলুর কান্না সুরবালা কিছুতেই থামাতে পারছেন না। বিভাস জিজ্ঞেস করল, 'উমা গেল কোথায় পিসীমা?'

সুরবালা বিরস মুখে বললেন, 'কি জানি বাপু, সেজেগুজে ওই ফক্কড় মেয়েটার সঙ্গে সেই যে দুপুরে বেরিয়েছে আব ফেরবাব নাম নেই। এই ছেলে আমি এখন রাখি কি করে?'

বিভাস মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে বল্‌ল, 'বেরুতে দিলে কেন তুমি? কেন নিষেধ করলে না?'

সুরবালা বললেন, 'আহাহা আমাকে একেবারে জুড়িয়ে দিলি তুই। তোর নিষেধই যেন কত শোনে, তারপর আমার নিষেধ মানবে। সেই রকম বউই তুমি বিয়ে করে এনেছ কিনা। সাথিটিও জুটেছে বেশ! একে মা মনসা তাতে ধোঁয়ার গন্ধ।'

বিভাস আর কোন কথা না বলে অফিসের জামা কাপড ছাডতে লাগল।

সন্ধ্যার পর রুবির সঙ্গে উমা ঘরে ফিরল। বেশেবাসে প্রসাধনে উমার ওপর তার বন্ধুর প্রভাব সুস্পষ্ট। বিভাস কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থেকে বল্‌ল, 'কোথায় গিয়েছিলে?'

উমা বলল, 'সিনেমায়। রুবি কিছুতেই ছাড়ল না।'

বিভাস বলল, 'হুঁ। কি ছবি দেখে এলে?'

উমা তরল স্বরে বলল, 'রুবির ইচ্ছা ছিল ইংরাজী ছবি দেখার, আমার ইচ্ছা ছিল বাংলা। মাঝামাঝি রফা হল। নিউ সিনেমায় 'সুব্রত' দেখলাম শেষ পর্যন্ত। একেবারে বাজে। তবে যাই বলো, গানগুলি কিন্তু বেশ ভালো।'

সুব্রতে যে শ্লীলতার অভাব আছে সে খবরটা এর আগেই বিভাসের কানে গিয়েছিল।

একটু চুপ করে থেকে বিভাস বলল, 'ওর সঙ্গে যখন বেরিয়েছ তখনই বুঝেছি ওসব ছাড়া দেখবার মত ছবি তুমি খুঁজে পাবে না। কিন্তু উমা, তুমি কি ভেবেছ বলতো?'

বিভাসের গলার আওয়াজ চড়া।

উমা একটু ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'কি আর ভাবব।'

বিভাস বলল, 'তুমি ভেবেছ ওকে যা মানায় তা তোমাকেও মানায়? তোমারও স্বামী নেই, সন্তান নেই, সংসার নেই, যা খুসী তাই করে বেড়ালেই হোল, যেখানে খুসি গেলেই হোল, তাই না? কিন্তু তা চলবে না। আমি বলে দিচ্ছি মোটেই চলবে না তা। আমার এ সংসারে থাকতে হলে আমি যা বলব তাই তোমাকে শুনতে হবে। তা যদি না পোষায় দরজা খোলা আছে, তুমি যেখানে ইচ্ছা চলে যেতে পার।'

সুরবালা এসে মাঝখানে দাঁড়ালেন, 'আঃ, তুই কি ক্ষেপে গেলি না কি বিভু। অত চেঁচামেচি করছিস কেন? বেশ, তুই পছন্দ না করিস সে কথা বুঝিয়ে বলে দিলেই তো হয়। আর তোমাকেও বলি উমা, আর কিছু না হোক, ছেলেটির দিকে তো একটু তাকাতে হয়। সেই তোমরা বেরুবার পর থেকে যে ট্যাঁ ট্যাঁ সুরু করেছে, সাধ্য কি

থামাই। অসুখ বিসুখের পরে কোলের ছেলে মার এমন ন্যাওটাই হয়। আগে তো দিন রাত আমার কাছে পড়ে থাকত। কিন্তু—'

'থাক থাক, যথেষ্ট হয়েছে। এবার দিন আমার কাছে।' বলে ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে ছেলেকে সুরবালার কোল থেকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে উমা বেরুতে যাচ্ছিল, পিছন থেকে বিভাস ওর কাঁধ চেপে ধরল। মুঠি তো নয় থাবা। আওয়াজ তো নয়, সিংহনাদ।

'এই দাঁড়াও।'

উমা স্বামীর দিকে ফিরে তাকিয়ে মুহূর্তকাল নিশ্চল হয়ে রইল। বাবলু সভয়ে চেঁচিয়ে উঠে বল্ল, 'বাবা মালে মা, বাবা মালে।'

সুরবালা তাড়াতাড়ি বাবলুকে ফের নিজের কোলে তুলে নিয়ে ভাইপোকে ধমক দিয়ে বললেন, 'ছি ছি, কালে কালে তুই কি হলি বিভাস, ছিঃ ছেড়ে দে, ছেড়ে দে।'

বিভাস বল্ল, 'না, ছাড়ব না। ও আমাকে অপমান করে করুক কিন্তু তোমাকে অপমান করতে যায় কোন্ সাহসে?'

সুরবালা বললেন, 'তোর সাহসই বা কম কিসে! আমার সামনেই—ছি ছি ছি ছাড শিগগির, ছাড়।'

অবশ্য পিসীমার বলবার আগেই স্ত্রীকে ছেড়ে দিয়ে বিভাস সরে দাঁড়িয়েছিল।

'চুপ করে আছে কেন, জবাব দিক আমার কথার।' বিভাস ফের গর্জে উঠল।

উমাও ঘাড় বাঁকিয়ে বল্ল, 'কি জবাব চাও তুমি শুনি?'

'আঃ আচ্ছা পাগলদের পাল্লায় পড়েছি। ওদিকে উনুন যে জ্বলে গেল। চল, ওঘরে চল।'

বলতে বলতে উমাকে এক রকম জোর করেই বাইরে নিয়ে গেলেন সুরবালা, দাম্পত্য কলহটা আর বেশি দূর গড়াতে পারল না।

রাত এগারটা থেকে দেড়টা পর্যন্ত যথারীতি মানভঞ্জনের পালা চলল। তারপর স্বামীর রোমশ বুকের মধ্যে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল উমা, 'আমি ভাবতেই পারিনি যে তুমি, তোমার মত লোক—'

সত্যি, তার মত লোকের এমন করা উচিত হয়নি একথা কেবল মুখে নয় মনে মনেও স্বীকার করল বিভাস। লজ্জিত হোল, অনুতপ্ত হোল। উমা ঘুমিয়ে পড়বার পরেও বিভাস অনেকক্ষণ জেগে রইল বিছানায়। না, এ পথ নয়, এ পদ্ধতি নয়, উমার আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের নতুন উপায় খুঁজতে হবে বিভাসকে। আশ্চর্য, তার এতদিনের শিক্ষা, এতদিনের পরামর্শের কোন স্থায়ী প্রভাবই পড়ল না উমার ওপর! রুবির মত চটুল স্বভাবের বিসদৃশ রুচির অতি সাধারণ একটি মেয়ে দুদিনের আলাপে ওকে জয় করে নিল। মাধ্যাকর্ষণের মত, মানুষের মনেরও কি স্বাভাবিক আকর্ষণ নীচতার দিকে, হীনতার দিকে? সেই মারাত্মক টানকে কি কিছুতেই রোধ করা যায় না? কিন্তু বিভাস এত সহজে হার মানবে না, এত অল্পে হাল ছাড়বে না। শুধু এই হাস্যকর শুচিবায়ুতার পথ তাকে ছাড়তে হবে।

উমার ওপর যদি রুবির প্রভাব পড়ে থাকে, তার নিজের প্রভাব ফেলতে হবে রুবির ওপর। ওকে এড়িয়ে গেলে চলবে না, ওকে সঙ্গে নিয়ে চলতে হবে। উমার কাছে বার বার প্রমাণ করতে হবে রুবির পথটা আসল পথ নয়, মতটা মূলতঃ ভ্রান্ত। কোন সারবান বস্তু ওতে নেই, কেবল কথার ফেনা ফুলে ফেঁপে উঠেছে।

পরদিন স্ত্রীকে বিভাস বলল, 'তোমার বন্ধুকে আজ বিকেলে চা খেতে বল না। আমি সকাল সকাল ফিরব।'

উমা একটু হেসে বলল, 'কালকের প্রায়শ্চিত্ত বুঝি। কিন্তু তার আর দরকার নেই। আমি ঠিক করেছি ওর সংস্পর্শে আর যাব না। তাছাড়া ওর নিজেরও তো একটা মানসম্মান বোধ আছে।'

বিভাস বল্‌ল, 'আচ্ছা, আমি নিজে গিয়ে যদি বলি তাহলে তো সেই বোধটা অটুট থাকবে।'

উমা বল্‌ল, 'তার কি দরকার? চা তো আমাদের ঘরে ও না খেয়েছে তা নয়, আজ এমন ঘটা করবার কি হোল?'

বিভাস বল্‌ল, 'ঘটার আবার কি আছে। এতদিন তুমি বলেছ, আজ আমি বললাম, এইটুকু শুধু ঘটনা।'

চায়ের নিমন্ত্রণ পেয়ে রুবি একটু বিস্ময়ের ভঙ্গি করে বল্‌ল, 'ব্যাপার কি? আজ কি তোদের কারো জন্মদিন নাকি?'

উমা মাথা নেড়ে বলল, 'না।'

'তবে বুঝি বিবাহ-বার্ষিকী? তাহলে বল একটা কিছু প্রেজেণ্ট ট্রেজেণ্ট নিয়ে আসি।'

উমা বল্‌ল, 'না, তাও নয়। অমনিই তোর প্রতিবেশী মশাইর সুন্দরী পড়শীর সঙ্গে চা খাবার শখ হয়েছে।'

রুবি একটু হাসল, 'ও শখ! কিন্তু সখি, তুই এ শখকে প্রশ্রয় দিস কোন সাহসে!'

উমা হেসে বল্‌ল, 'রঙ্গ রাখ। তুই সিনেমা থিয়েটারে গেলে নাম করতে পারতিস। সকাল সকাল ফিরিস কিন্তু! আজ আবার সেই রাত দুপুর করিসনে।'

'আচ্ছা দেখা যাক।'

রুবি কথা রাখল। ঠিক সন্ধ্যার একটু আগেই ফিরে এল ঘরে। অফিসের বেশবাস বদলে, হাতমুখ ধুয়ে উমাদের দরজায় দাঁড়াল, 'আমার একটু দেরি হয়ে গেল। তোমাদের হয়তো অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি উমা।'

বিভাস উঠে দাঁড়িয়ে শিষ্টাচারের ভঙ্গিতে বল্‌ল, 'না না না, আসুন।'

রুবি উমার পাশের চেয়ারে বসতে বসতে বিভাসের দিকে তাকিয়ে বল্‌ল, 'আপনাদের যে বসিয়ে রাখিনি তা প্রমাণ করবার জন্য আপনি দাঁড়িয়ে নাই বা থাকলেন।'

বিভাস লক্ষ্য করল, রুবির কথার ভঙ্গিতে ঠিক আগের মত চপলতা থাকলেও পোষাকে সেই পারিপাট্য নেই। খয়েরী রঙের সাধারণ একখানা তাঁতের শাড়ি ওর পরণে। সেই প্লাষ্টিকের গয়নাগুলিও খুলে রেখে এসেছে।

হাতে শুধু সরু সরু দু গাছি চুড়ি। মেকআপহীন মুখ। উমার পাশে আজ চমৎকার মানিয়েছে।

বিভাস তার চেয়ারটা টেবিলের দিকে আর একটু টেনে আনতে আনতে হেসে বল্‌ল, 'দাঁড়িয়েছিলাম বলেই তো আপনি অমন ঘুরিয়ে কথা বলবার সুযোগ পেলেন।'

রুবি বল্‌ল, 'কিচ্ছু ভাববেন না। আপনি বসে থাকলেও আমার সুযোগের কোন অভাব হবে না। কিন্তু উমা, তুমি যে আজ এত চুপচাপ রয়েছো। ও, এইজন্যই কোন কথা নেই। ঈস, বিপুল আয়োজন করে বসেছ দেখছি।'

লুচির সঙ্গে ডিমের তৈরী হালুয়া প্লেটে করে রুবির দিকে এগিয়ে দিতে দিতে উমা বল্‌ল, 'বিপুল আর কি।'

খেতে খেতে রুবি বলল, 'বাঃ বেশ হয়েছে তো।'

বিভাস বল্‌ল, 'ডিমের প্রিপ্যারেশন ওর হাতে ভালোই হয়।'

রুবি হেসে বল্‌ল, 'ঈস্‌ স্ত্রীর প্রশংসায় অমনিই পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। উমার হাতে কিসের প্রিপ্যারেশনটা খারাপ হয়, সাহস করে বলুন তো শুনি।'

বিভাস বল্‌ল, 'কেন, আমাকে কি খুব ভীরু বলে মনে হয় আপনার?'

'ভীরু বই কি। ধর্মভীরু।' রুবি মুখ টিপে একটু হাসল, 'কেমন, ঠিক বলিনি?'

বিভাস বলল, 'না পুরোপুরি ঠিক বলেননি। এ ভীরুতা যে আসলে ভয় নয়, সাহস, একথা বললে ঠিক হোত।'

রুবি চায়ের কাপটা সামনে টেনে নিয়ে মাথা নেড়ে বলল, 'হোত না। ভীরুতা চিরদিনই ভীরুতা। তাকে কোন দিনই সাহস বলা যায় না। এমন কি ধর্মভয়কেও নয়। ধর্মভয়ের মধ্যে শুধু ভয়টুকুই আছে, ধর্ম নেই।'

বিভাস হঠাৎ কোন জবাব দিতে পারল না। বেশ একটু বিস্মিত আর গম্ভীর দেখাল তাকে। এতদিন এই মেয়েটির চটুল ভঙ্গিই শুধু সে লক্ষ্য করেছে। কিন্তু প্রয়োজন হলে ও যে দৃঢ় স্পষ্ট ভাষায় গভীর ভাবকেও প্রকাশ করতে পারে তার পরিচয় বিভাস যেন এই প্রথম পেল। আর পেয়ে প্রসন্ন হয়ে উঠল।

বিভাস বলল, 'কিন্তু আপনি যাকে ভয় বলছেন সে তো মানুষের নিজেরই সৃষ্টি—'

রুবি বলল, 'অনাসৃষ্টি বলুন। তাতে পুরুষেরা কাপুরুষ হয়েছে।'

উমা বলল, 'আর মেয়েরা?'

রুবি বলল, 'মনুষ্যত্ব বর্জিত মেয়েমানুষ। কিন্তু বিভাসবাবু, চায়ের কাপে আমরা মিছামিছি ঝড় তুলছি কেন। দেখুন তো, এরই মধ্যে কেমন ঝোড়ো কাকের মত চেহারা হয়ে গেছে উমার। আরও খানিকটা খাবার টাবার দিয়ে ওঁর মুখটা বন্ধ করে দাও ভাই। না হলে আজ আর রক্ষা থাকবে না। বক্তৃতা বর্ষণে সব ভাসিয়ে দেবেন।'

পরের সপ্তাহে পাল্টা নিমন্ত্রণ করল রুবি।

বিভাস বলল, 'এত তাড়াতাড়ি কেন?'

রুবি বল্‌ল, 'তাড়াতাড়ি আর কই। বরং বেশ দেরি হয়ে গেছে, অনেকদিন আগেই বলা উচিৎ ছিল। বলবও ভেবেছিলাম। কিন্তু সাহস পাইনি।'

'কেন। এত ভয় কিসের আপনার?'

রুবি বল্‌ল, 'ভয় ছিল পাছে আপনি না করে বসেন। বর্ণহিন্দুদের কাছে সব জাতই তো আর জলচল নয়।'

'আজ সে ভয় ভাঙল কিসে?'

রুবি বল্‌ল, 'উমার আশ্বাসে। তাছাড়া চায়ের গরম জলে তো কোন ভয় নেই। ওতে সব বীজাণুই মরে। একেবারে গঙ্গা জলের মত পবিত্র। কারো হাতেই ওর জাত যায় না।'

উমা বল্‌ল, 'নিমন্ত্রণ রাখতে রাজী আছি। কিন্তু একটা সর্ত, আজ আর তর্ক করতে পারবিনে।'

রুবি বল্‌ল, 'বাঃ যত দোষ পরের ঘাড়ে। তর্ক বুঝি সেদিন আমি তুলেছিলাম? আব নিজের স্বামীটি একেবারে নিরপরাধ, না? বেশ, তর্ক আমরা করব না কিন্তু সেও একটি সর্তে। তোকে গান শোনাতে হবে।'

উমা বল্‌ল, 'শোনবার মত গান আমি জানি না কি যে শোনাব। তার চেয়ে আমরা তোর সেতার শুনব সেই ভালো।' স্বামীর দিকে ফিরে তাকাল উমা, 'জানো ও চমৎকার সেতার বাজায়।'

বিভাস বল্‌ল, 'না, জানবার সুযোগ এতদিন হয়নি।'

রুবি একটু হাসল, 'যখন জানবেন তখন বুঝতে পারবেন সেটা সুযোগ নয়, দুর্যোগ। চলুন এবার।'

চেয়ার টেবিলে সুন্দর করে সাজানো ঘর। জানলায় দরজায় রঙীন পর্দা। এক পাশে বইয়ের র‍্যাকে কিছু বই, দেয়ালে টাঙানো সেতার।

চায়ের পর অনেক অনুরোধেও উমাকে গাওয়ানো গেল না। উমা

বল্‌ল, 'না ভাই, গলা কি রকম ভাঙা দেখছিসনে। তার চেয়ে তুই বরং বাজা।'

রুবি বল্‌ল, 'গায়িকাদের এই এক সুবিধে। কথায় কথায় তারা গলার দোহাই দিতে পারে। তোর যদি গলা ভেঙে থাকে আমার তাহলে আঙুল মচকে গেছে। বিভাসবাবু, আপনি বক্তৃতা করুন, তাই ভালো।'

বিভাস বল্‌ল, 'উঁহু, আজকে আর মুড নেই। আজ আপনার সেতারই হোক।'

রুবি বল্‌ল, 'কি করে হবে। বহুদিন অভ্যাস নেই। ওব ওপর কি রকম ধূলো জমেছে একটু লক্ষ্য কবলেই বুঝতে পারবেন।'

'বেশ তো ধূলো ঝেড়ে নিন।'

'তা না হয় ঝাড়লুম। কিন্তু কেবল ধূলোই তো নয়, জড়িয়ে গেছে সরু মোটা দুটো তাবে। তার কি হবে?'

বিভাস চোখ তুলে রুবির দিকে তাকাল. এ যেন আর কারো স্বর, আর কারো মুখের কথা।

একটু চুপ করে থেকে বিভাস বল্‌ল, 'জড়িয়ে গেছে বলেই যদি বুঝতে পেরে থাকেন তাহলে ছাড়াতেও দেরি লাগবে না।'

রুবি অদ্ভুত একটু হাসল 'কিন্তু ছাডাতে গেলে ব্যথা লাগবে। আমি আপনাদের ওসব ব্যথা বেদনার মধ্যে নেই।' বলে সেতারটা পেড়ে নিল রুবি।

বাজানো শুরু হতেই বিভাস বল্‌ল, 'সুরটা যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে।'

রুবি মুখ তুলল, 'তুমি যখন বাঁধছিলে তার সে যে বিষম ব্যথা। উমার বড় প্রিয় গান। ওতো গাইলো না। ওর হয়ে আমি বাজাচ্ছি। কিন্তু তাতে কি আপনার মন ভরবে?'

বাজানো শেষ হওয়ার পর সেতারটা ফের দেয়ালের হুকে ঝুলিয়ে রাখল রুবি, তারপর মৃদু হেসে বল্‌ল, 'কেমন লাগল ?'

বিভাস আন্তরিক প্রশংসা জানিয়ে বল্‌ল, 'খুব ভাল। নিষ্ঠা থাকলে আপনি—'

রুবি হাসিমুখে বল্‌ল, 'নামকরা সেতারী হতে পারতাম—তাই না ?"

বিভাস বল্‌ল, 'ঠাট্টা নয়। আপনার মধ্যে যদি অভাব কিছুর থাকে সে এই নিষ্ঠার। অথচ জীবনে একনিষ্ঠ হতে না পারলে—'

রুবি তেমনি স্মিতমুখে বল্‌ল, 'অনেকনিষ্ঠ হতে হয়। তাই বা মন্দ কি। জীবনে সেও তো এক রকমের হওয়া। দেখুন বিভাসবাবু, নিষ্ঠা, ধৈর্য, সহিষ্ণুতা, দ্বিতীয়ভাগের ওইসব শক্ত শক্ত কথাগুলি আমার মধ্যে পাবেন না, যে জীবনটা আমার ভাগে পড়েছে তাকে আমি সহজ সরল প্রথমভাগে ধরে রেখেছি। একেবারে কর, খল, ইট, ঈশ, বড় জোর, জল পড়ে পাতা নড়ে। তার বেশি নয়।'

বিভাস স্থির দৃষ্টিতে মুহূর্তকাল রুবির দিকে তাকিয়ে থেকে বল্‌ল, 'তার বেশি নয়? আপনি বললেই আমি বিশ্বাস করব? আকাশ ছেয়ে মেঘ জমে না? ঝড় ওঠে না? সে ঝড়ে একমাত্র সম্বল ওই দ্বিতীয় ভাগ। না হলে প্রথম ভাগের একটি পাতাও আস্ত থাকবে না। ছিঁড়ে উড়ে সব নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।'

উমা বিস্মিত হয়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকাল। স্বামীর মুখেও এমন রূপকের ভাষা এর আগে সে শোনেনি। স্বামীর এমন দীপ্ত রূপও শিগগির দেখেছে বলে তার মনে পড়ল না।

রুবিও অপলকে বিভাসের দিকে একটু কাল তাকিয়ে কি দেখল। তারপর মিলিয়ে যাওয়া হাসির দেখা মিলল ফের ওর ঠোঁটে।

ঠিক আগের মতই তরল কণ্ঠ শোনা গেল ওর, 'গেলই বা নিশ্চিহ্ন

হয়ে। তাতে আপনার অত ভাবনা কিসের বিভাসবাবু? আপনার শুভঙ্করীখানা ঠিক থাকলেই তো হোল।' আঙুল দিয়ে উমাকে দেখিয়ে দিল রুবি।

বিভাসের মুখ আরক্ত দেখাল, 'তাই বা ঠিক থাকতে আপনি দিচ্ছেন কোথায়! আপনার রকম সকম দেখে মনে হয়, আপনি ওকে বখাবার জন্যে কোমর বেঁধে লেগেছেন।'

রুবি এবার কঠিন দৃষ্টিতে বিভাসের দিকে তাকাল, তারপর বলল, 'তাই নাকি? হবেও বা। আমার কি রকম একটা অভ্যাস হয়ে গেছে জানেন, কাউকে বখাতে না পারলে হাত নিসপিস করে। হাতের কাছে আছেন তো আপনারা দুজন। আপনি আর আপনার স্ত্রী। ভেবে দেখলাম, আপনাকে বখানোর চেয়ে আপনার স্ত্রীকে বখানো অনেক নিরাপদ। বেশ, উমার বেলায় যদি আপনার আপত্তি থাকে কাল থেকে পিসীমার দিকেই ঝুঁকব।' বলে রুবি হেসে উঠল। উমাও না হেসে পারল না।

আর দুঃসহ নির্বাক ক্রোধে বিভাসের চোখ দুটো জলতে লাগল।

একটু বাদে বিভাস কি বলতে যাচ্ছিল, বাইরের দরজাব কড়া নড়ে উঠল। ভারি গলাও শোনা গেল, 'মিস রায় আছেন?'

পর্দার ফাঁকে মুখ বাড়িয়ে রুবি মিষ্টি কণ্ঠে বলল, 'এই যে মিঃ চ্যাটার্জী। আমি ভাবলাম, আপনি বুঝি আজ এলেনই না। সেই চারটার পর থেকে আপনার জন্যে অপেক্ষা করছি, আর এই আপনার সময় হোল। একটু দাঁড়ান আসছি।'

তারপর উমা আর বিভাসের দিকে তাকিয়ে মৃদু স্বরে রুবি বলল, 'লাইফ ইন্সিওরেন্সের পার্টি, সেদিন কিছুতেই রাজী হননি। আজ দেখি নিজেই ঠিকানা খুঁজে গরজ করে এসে পড়েছেন।'

বিভাস আর উমা দুজনেই উঠে দাঁড়াল।

উমা বলল, 'শহর শুদ্ধ লোকের লাইফ ইন্সিওরেন্স করাচ্ছিস আর ওকে বুঝি তোর চোখে পড়ে না?'

রুবি হেসে বলল, 'আমার চেয়ে তোর গরজ দেখি বেশি। চোখে ঠিকই পড়েছেন। শুধু সবুরে মেওয়া ফলবে সেই আশায় আছি।'

ওরা দুজন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, বাইরের আগন্তুক ঘরে ঢুকলেন। বিভাসের কানে রুবির কলকণ্ঠ ভেসে এল, 'বাঃ, স্যুটটি তো আপনাকে চমৎকার মানিয়েছে মিঃ চ্যাটার্জী। **Now you require only a rose and our company's contract form.'**

ভারি গলা তরল হয়ে উছলে উঠল, **'Yes, a rose and its thorn. I think, I shall have them presently.'**

বিভাসের ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে উঠল। একটু বাদে শোবার ঘর থেকে একখানা বই নিয়ে বাইরের ঘরে গিয়ে বসল বিভাস। দিনের আলো আর নেই। স্যুইচ টিপে বৈদ্যুতিক আলো জ্বালাল। কিন্তু বই খুলতে না খুলতেই জুতোর শব্দে চমকে উঠে বাইরের দিকে তাকাল। কালো স্যুট পরা ফর্সা চেহারার চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর বয়সের একজন স্বাস্থ্যবান প্রৌঢ়ের পিছনে পিছনে রুবি বেরিয়ে যাচ্ছে। ওর হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ, পরণে গোলাপী রঙের সিল্ক। যেতে যেতে একবার বিভাসের দিকে তাকাল রুবি, তারপর হেসে মুখ ফিরিয়ে নিল।

ভিতরটায় হঠাৎ যেন জ্বালা করে উঠল বিভাসের। বইয়ে মন বসল না। একটু বাদে বিরক্ত হয়ে উঠে পড়ল। এই স্পর্ধা এই ঔদ্ধত্যকে কিছুতেই সে সহ্য করবে না। রুবিকে যদি এ বাড়িতে থাকতে হয়, তার চালচলন, আচার-আচরণ বদলাতে হবে। শোধরাতে হবে ওকে। বিভাস ওকে শোধরাতে বাধ্য করবে। এ পর্যন্ত অনেককে শুধরেছে বিভাস। দু'জন পাঁড়মাতাল বন্ধুকে মদ ছাড়িয়ে বন্ধুপত্নীদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছে। দূর সম্পর্কের গৃহত্যাগিনী এক

আত্মীয়কন্যাকে ফের গৃহস্থ করেছে। সেদিন তাদের ছেলের অন্নপ্রাশনে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিল বিভাস। ভিন্ন জায়গায় বসিয়ে মল্লিকা নিজের হাতে ওকে পরিবেশন করেছিল। সেই কৃতজ্ঞ সানন্দ স্মিত মুখ বিভাসের আজও যেন চোখে লেগে রয়েছে।

রুবি অবশ্য অত সহজ নয়। কিন্তু দরকার হলে বিভাসও শক্ত হতে জানে। নাছোড়বান্দা সে-ই কি কম?

দিন কয়েক একটু যেন অন্যমনস্ক দেখাল বিভাসকে। সেই টি-পার্টির পর রুবির সঙ্গে আর যোগাযোগ হয়নি। কিন্তু তার ধরণ-ধারণ ঠিক তেমনি চলেছে। তার ঘরে আগন্তুকদের যাতায়াতের বিরাম নেই। তার নিজের ঢুকবার বেরুবার সময়েরও স্থিরতা নেই কিছু। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে সে বিভাসকে চ্যালেঞ্জ করে চলেছে।

উমা একদিন বল্ল, 'কি ব্যাপার, তুমি এত গম্ভীর হয়ে গেছ যে!'

বিভাস বল্ল, 'ভাবছি তোমার বন্ধুটিকে এখানে আর বেশি দিন রাখা চলবে না। বাড়িওয়ালাকে বিষয়টা জানাতে হবে।'

উমা বল্ল, 'ওরে বাবা! এতখানি রাগ কি ভালো?'

বিভাস বল্ল, 'না, হাসির কথা নয়। সত্যি এবার একটা স্টেপ নেওয়া দরকার। জানো ওর জন্য পাড়ায় এ বাড়ির সুনাম নষ্ট হতে চলেছে।'

উমা বল্ল, 'কি যে বল। আসলে ওর দেখানেপনাটাই সব। বাড়াবাড়িকে ও বড় বেশি ভালোবাসে।'

বিভাস বল্ল, 'কিন্তু তারও তো একটা সীমা থাকা চাই।'

উমা বল্ল, 'বেশ তো। সাধ্য থাকে কথাটা ওকে বুঝিয়ে বল না। বললেও তো কয়েকদিন।'

বিভাস বল্ল, 'আর একদিন ভালো করে বলা দরকার হয়ে পড়েছে।'

উমা হাসল, 'তা হলে বল। কিন্তু একদিন বললেই কি দরকার মিটবে ?'

বিভাস একথার কোন জবাব না দিয়ে শুধু ভ্রূ কুঁচকালো।

একদিন অফিসের প্রবীণ এ্যাকাউণ্ট্যাণ্ট ভুবনবাবু বললেন, 'বাড়িতে কি অসুখবিসুখ আছে নাকি বিভাসবাবু ?'

বিভাস বিস্মিত হয়ে বলল, 'না। কেন বলুন তো ?'

ভুবনবাবু বললেন, 'আপনাকে কিছুদিন যাবৎ যেন বড় চিন্তিত দেখাচ্ছে।'

বিভাস হাসল, 'তাহলে আমার মুখের আদলেরই দোষ। চিন্তা না করলেও তাতে চিন্তাব ছাপ পড়ে।'

কিন্তু চিন্তা যে বিভাস একেবারে না করছিল, তা নয়। শুধু রুবির কেন, নিজের ধরণধারণও তাকে এতদিনে বিস্মিত করে তুলেছে। তার অফিস আছে, সংসার আছে, দু' একটা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তার যোগাযোগ নিবিড়। কিন্তু এত ভিড়ের মধ্যেও কেন যখন তখন তার মনে রুবির মুখের ছায়া পড়ে। এর কারণ ? তাছাড়া রুবির সঙ্গে বিভাসের তো কোন মিল নেই। আদর্শে অমিল, রুচিতে অমিল, জীবন সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গিতে অমিল। কিন্তু অমিত্রতা বিভাসের অসহনীয়। সে দেখেছে কোন বন্ধুর সঙ্গে বেশি দিন মনোমালিন্য পুষে রাখা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। কথান্তর হয়, মতান্তর হয়, তারপর বিভাস নিজেই যায় মিটমাট করতে। অনেকের সঙ্গেই তার মেলে না। বোধ হয় সেইজন্যই মিলের জন্য তার এত আগ্রহ। বাইরের আপাতদৃশ্য গন্ধময় কড়া পছন্দ-অপছন্দ-ওয়ালা মানুষের মধ্যে এমন মিত্রাক্ষর ছন্দপ্রিয়তা কি করে থাকে বিভাস তা ভেবে পায় না। তার এই গোপন মনের খবর কেউ জানে না। উমাও নয়। জানবার জন্য সেকি কোনদিন চেষ্টা করেছে ?

উমা কি কোনদিন ভেবে দেখেছে তার এই কঠিন উপদেশ-নির্দেশের অন্তরালে অন্তরের কোমলতা ফল্গুর মত লুকিয়ে থাকতে পারে? উমা কেবল তার বাইরের সাত্ত্বিকতা দেখেই সঙ্কুচিত হয়ে রয়েছে, সত্তাকে অনুভব করবার চেষ্টা করেনি। আর রুবি? বিভাস বিরক্ত হয়ে মাথা নাড়ল। ফের ও মেয়েটির প্রসঙ্গ কেন? রুবি কোনদিনই তাকে বুঝতে পারবে না। কিন্তু কেউ বুঝতে পারলে যেন ভালো হয়, বুঝতে চাইলে যেন ভালো লাগে!

বিভাস মনে মনে ঠিক করল এ মনোবৃত্তিকে কিছুতেই সে প্রশ্রয় দেবে না। কে জানে এ হয়তো প্রবৃত্তিরই ছদ্মরূপ। রুবিকে এড়িয়ে চলাই শ্রেয়। ওর রুচি বুদ্ধি নিয়ে ও থাক। সংসারে বিভাসের আরো অনেক কাজ আছে, আছে আরো অনেক দায়-দায়িত্ব।

পদ্মপুকুর পল্লী সমিতির সঙ্গে বিভাসের বহুদিনের যোগাযোগ। ওপাড়া ছেড়ে এলেও প্রাক্তন পড়শীদের বিভাস ছাড়তে পারেনি। এখনও সমিতির আয়ব্যয়ের হিসাব আর কোষাগার রক্ষার ভার বিভাসের ওপর। পাকা হিসেবী বলে সভ্যেরা তাকে সমীহ করে। অফিসের পর আজ ইচ্ছা করেই সেখানে খোঁজ নিতে গেল বিভাস। সভাপতি কি সম্পাদকের দেখা মিলল না। কিন্তু সহকারী সম্পাদক ধরা পড়ে গেলেন। অনেক চাঁদা বাকি, বহু ডোনেশন আদায় করা হয়নি। এ নিয়ে সহকারীর সঙ্গে বহুক্ষণ ধরে আলাপ-আলোচনা করল বিভাস, পরের সপ্তাহেই সদস্যদের একটি সাধারণ সভা আহ্বানের ব্যবস্থা করল। কাজ সেরে উঠতে উঠতে সাড়ে নটা বাজল। বাস থেকে নিজেদের রাস্তার মোড়ে যখন নামল তখন দশটা পাঁচ, আর ঠিক সেই সময় তার পাশ দিয়ে একটি মোটর বেরিয়ে গেল। গাড়িতে যিনি রথী, তিনিই সারথি। কালো মোটাসোটা মাঝবয়সী এক

ভদ্রলোক। বিভাসের চোখ এড়াল না সুভদ্রাবেশিনী যে মেয়েটি তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে বসে রয়েছে সে রুবি রায়।

একটু বাদেই আরোহিনীকে মিডল রোডের মাঝপথে নামিয়ে দিয়ে গাড়িটি ফিরে চলল। কাঁচের উপর 'ডকটর' ছাপ মারা এগাড়ি বিভাস এর আগেও কদিন তাদের গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে।

পার্কটা ছাড়াতেই চোখে পড়ল রুবি খুব আস্তে আস্তে হেঁটে চলেছে। বিভাস কোন কথা না বলে ওকে ছাড়িয়ে যাওয়ার উপক্রম করতেই রুবি হঠাৎ বলে উঠল, 'আপনার যে এত রাত হোল ফিরতে?'

বিভাস বল্‌ল, 'কাজ ছিল।'

তারপর নিঃশব্দে হাঁটতে লাগল।

পথ প্রায় নির্জন, দু একটা বিড়ির দোকান ছাড়া আর সব দোকান-পাট বন্ধ হয়ে গেছে।

তাকে গাড়িতে করে কে লিফট দিয়ে গেল বিভাস যে সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করল না তাতে রুবি আশ্বস্ত হোল, কিন্তু তাই বলে বিভাস কোন কথাই বলবে না, রুবির মত মেয়ের পাশাপাশি চলেও তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করবে, তা রুবি সহ্য করে কেমন করে? তাকে দেখে লোভ, ক্রোধ, ঘৃণা যে কোন রকমের বিকারই পুরুষের আসুক না, সে তা বুঝতে পারে, তার সঙ্গে যুঝতে পারে—কিন্তু কারো নির্বিকার ঔদাসীন্য সে সইতে পারে না।

রুবি বল্‌ল, 'তাহলে অনেক রাত অবধি আপনারও মাঝে মাঝে কাজ থাকে? আমি তো ভেবেছিলাম উমার চিরন্তন সান্ধ্য আইন আপনার ওপর জারী করা আছে।'

বিভাস একটু চুপ করে থেকে বল্‌ল, 'কাজকর্ম থাকলে আমার

ফিরতে একেকদিন এমন রাত হয়। সে জন্য কারও কোন সান্ধ্য আইন জারী হয়নি। কিন্তু আপনার ওপর জারী হলে ভালো হোত।'

বিভাসের কথার ভঙ্গিতে রুবি একটু যেন থমকে গেল, তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে হেসে বল্ল, 'তাই নাকি ? করে দেখুন না জারী।'

বিভাস রূঢ় কণ্ঠে বল্ল, 'জারী করবার দায়িত্ব আমার নয়। দায়িত্ব আপনার। আপনার চলাফেরা নিয়ে পাড়ায় কথা উঠেছে। রাস্তার বিড়িওয়ালা পর্যন্ত আপনাকে দেখে হাসে, আড়ালে-আবডালে নানারকম কথা বলে।

রুবি বল্ল, 'বল্লই বা। বিড়িওয়ালা হলেও ওরা তো দাড়ি গোঁফ-ওয়ালা পুরুষ মানুষই। আমাকে দেখে কিছু না কিছু রিয়্যাকসন ওদের হবেই, যেমন আপনার হচ্ছে।'

বিভাস বল্ল, 'ঠাট্টা নয়। এর পর থেকে আপনার সমঝে চলা দরকার।'

'সমঝে না চলার কি দেখলেন ?'

'এত রাত্রে আপনার মত একজন অবিবাহিতা মেয়ের আর একটি অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে মোটরে করে বেড়ানোটা খুব রুচিসম্মত নয়। আমাদের নিম্ন-মধ্যবিত্ত বাঙালী পাড়ায় তা দৃষ্টিকটু লাগে।'

ফের একটুকাল স্তব্ধ হয়ে রইল রুবি। বিভাস যে তার মুখের ওপর এসব কথা এমন ভাবে বলতে পারবে—তা যেন সে আশা করেনি। একটু বাদে ঝাঁঝালো গলায় বল্ল, 'আপনার যত রাগ মোটর গাড়ি বলে। রিক্সা হলে বুঝি আর দুঃখ ছিল না ? স্থরেনবাবু আমাদেরই কোম্পানীর ডাক্তার। রাত হয়েছে বলে গাড়িতে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। এতটা পথ কিছুতেই রিক্সা করে আসা যেত না, আপনি যাই বলতে চান না কেন।'

বিভাস বল্‌ল, 'আমি কিছুই বলতে চাইনে। কিন্তু এখনো নিজেকে সামলে না নিলে আপনি বড় মুস্কিলে পড়বেন।'

সদরে কড়া নাড়তেই উমা এসে দোর খুলে দিল। দুজনকে একসঙ্গে দেখে সে যে একটু বিস্মিত হয়েছে—তা তার মুখের ভাবে গোপন রইল না।

রুবি বল্‌ল, 'কি, চমকে গেলি নাকি? ভয় নেই, দুজনে মিলে এতক্ষণ পার্কে বসে গল্প করিনি। রাস্তার মোড়ে দেখা। সেখান থেকে ঝগড়া করতে করতে ফিরছি।'

দিন দুয়েক বাদে বাড়িওলা শ্রীবিলাস দত্ত বিভাসের খোঁজ নিতে এলেন। 'কি খবর মুখুজ্যে মশাই? এক পাড়ায় থাকি অথচ দেখা সাক্ষাৎ হয়ে ওঠে না।

আর মশাই দিনের পর দিন যা হচ্ছে। তারপর সব ভালো তো?'

বিভাস বল্‌ল, 'এই চলেছে একরকম। বসুন শ্রীবিলাসবাবু।'

বাইরের ঘরের তক্তপোষে ভালো হয়ে বসে একথা ওকথার পর শ্রীবিলাসবাবু গলা নামিয়ে বললেন, 'ইয়ে, আপনার সঙ্গে একটা কথার জন্য এসেছি। এই বাড়িতে দুখানা ঘর নিয়ে আর একটি মেয়ে যে থাকে তার চালচলন স্বভাবচরিত্র কি রকম মনে হয় আপনার?'

বিভাস একটুকাল আরক্ত হয়ে থেকে বল্‌ল, 'একটি ভদ্রঘরের শিক্ষিতা মেয়ের সম্বন্ধে এসব প্রশ্ন ওঠেই না।'

শ্রীবিলাসবাবু বললেন, 'তাতো বটেই, তাতো বটেই। তবে পাঁচ-জনে পাঁচকথা বলছে কিনা তাই। ঘর দুখানা ভাড়া নেওয়ার সময় উনি বললেন—ওঁর পুরুষ অভিভাবক সঙ্গে থাকবেন, এখন দেখছি তাঁরা কেউ আসছেন না, অথচ নানারকম লোকজন বাড়িতে আসছে যাচ্ছে।'

বিভাস বল্‌ল, 'মিস রায় একটি ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর এজেন্ট।

সেই কানেকশনে কেউ কেউ আসেন। তা ছাড়া ওঁর আত্মীয়-স্বজন আছেন।'

শ্রীবিলাস বাবু বললেন, 'তাতো ঠিকই। তবে আমি ভাবছিলাম ওঁর তো দু'খানা ঘরের দরকার হয় না। মিছামিছি এত ভাড়াই বা উনি কেন টানেন। উনি স্বচ্ছন্দে মেয়েদের কোন হোস্টেলে-টস্টেলে গিয়ে থাকতে পারেন। এদিকে আমাকে আর এক ভদ্রলোক এসে ধরেছেন। স্ত্রী পুত্র নিয়ে বড়ই বিপদে পড়েছেন তিনি। তাঁর দুখানা ঘরের দরকার। তাই ভাবছিলাম আপনার পক্ষেও সুবিধে হোত। বেশ ভদ্রলোক প্রতিবেশী পেতেন। আপনাকে কোন রকম অসুবিধে ভোগ করতে হোত না। এ ধরণের টেনাণ্ট কি আর আমাদের মত গৃহস্থ বাড়িতে মানায় মশাই?'

একটু অর্থপূর্ণ ভঙ্গিতে হাসলেন শ্রীবিলাসবাবু।

বিভাস গম্ভীর ভাবে বলল, 'গৃহস্থ বাড়ির অনুপযোগী বেমানান কিছু মিস রায় করেননি। তিনি যথেষ্ট উচ্চশিক্ষিতা, ভদ্রঘরের মেয়ে। আমার তো মনে হয় তাঁর সম্বন্ধে কোন আলোচনা করতে হলে শিষ্টাচার ও শোভনতা মেনেই তা করা উচিৎ।'

শ্রীবিলাসবাবু বিভাসের মুখের দিকে তাকালেন, 'অবশ্য আপনি যদি সার্টিফাই করেন তাহলে তো কোন কথাই থাকে না। আমি একটু অন্যরকম শুনেছিলাম কিনা। কিন্তু আপনি যখন বলছেন—আচ্ছা, ওঠা যাক আজকের মত।'

শ্রীবিলাসবাবু বেরিয়ে গেলেন। আর বিভাস অন্যমনস্কের মত সেখানেই বসে রইল।

উমার মেসিনে একটা ব্লাউজ সেলাই করে নেওয়ার জন্যে ওদের ঘরে ঢুকছিল রুবি, উমা একটু আগে বাথরুমে গেছে—তার ধারা-স্নানের শব্দ শোনা যাচ্ছে। কিন্তু মেসিনের কাছে বসবার আগেই

বাইরের ঘর থেকে বিভাস আর শ্রীবিলাসবাবুর মৃদু কথাবার্তার আওয়াজ তার কানে এল। নারীসুলভ কৌতূহলে আস্তে আস্তে দরজার আড়ালে গিয়ে দাঁড়াল রুবি। সব শুনল। তারপর ধীরে ধীরে ফিরে গেল নিজের ঘরে। ব্লাউজ সেলাইয়ে আর মন বসল না।

ঘরে গিয়ে ঈজিচেয়ারটায় গা এলিয়ে দিল রুবি। শ্রীবিলাস দত্ত যখন তার বিরুদ্ধে অশোভন ইঙ্গিত করছিল, তার সামনে গিয়ে মুখো-মুখি দাঁড়িয়ে এক চাপড়ে তার মুখ বন্ধ করে দেওয়ার তীব্র ইচ্ছা জাগছিল রুবির। কিন্তু যাওয়ার দরকার হোল না। বিনা চড়-চাপড়েই বিভাস শ্রীবিলাস দত্তের মুখ বন্ধ করে দিল। শ্রীবিলাস যেন বিভাসকেই অপমান করেছে, তার মুখ দেখে তাই মনে হচ্ছিল রুবির। এমন মুখের দেখা যেন অনেককাল বাদে মিলল, যেন এই প্রথম মিলল। নিজের ওপর অন্যায়-অবিচারের প্রতিকার নিজে না করে যদি কারো হাতে তুলে দেওয়া যায়, যদি আর কেউ স্বেচ্ছায় তুলে নেয় সে ভার—আশ্চর্য, আজও দেখতে ভালোই লাগে, আজও ভাবতে ভালোই লাগে।

কিন্তু সত্যিই এসব কি ভাবছে রুবি। বিভাস যা করেছে যে কোন সাধারণ ভদ্রলোকও তাই করত। এতো নিতান্তই শিষ্টাচার আর সৌজন্য। তাতে এত ভাবালুতার কি আছে। রুবির জন্য সৌজন্য দেখাবার লোকের অভাব আছে নাকি? মনে হয় বিভাস যেন তবু আলাদা! সেসব লোকের চেয়ে বিভাস স্বতন্ত্র। রুবি নিজের মনেই হাসল। কি স্বাতন্ত্র্য আছে ওর মধ্যে? কোন্ বৈশিষ্ট্য রুবি ওর মধ্যে আবিষ্কার করল। নিতান্তই সাধারণ কেরানী গৃহস্থ। হাতে নীতিধর্মের গতানুগতিক ধ্বজা। রুবি একটু যদি বাঁকা চোখে তাকায় ও ধ্বজা হেলে পড়বে, ঢলে পড়বে। রুবি অমন অনেক ধ্বজাধারীকে দেখেছে। সব পুরুষ সমান, সব পুরুষ সামান্য। আশ্চর্য, একথা জেনেও রুবি ওদের বাদ দিয়ে চলতে পারে না, দুহাতে ওদের দূরে সরিয়ে দিতে পারে না।

হাতে-কলমে পৃথিবীর প্রত্যেকটি পুরুষের সামান্যতা প্রমাণের ভার কে যেন ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। সে দায় থেকে ওর রেহাই নেই। বড় একঘেয়ে দায়িত্ব। এতে আর যেন কোন বৈচিত্র্য নেই, কৌতুক নেই, রস নেই, রঙ নেই। বরং মাঝে মাঝে রঙের ছাপ পড়ে, যখন একজনের অপমানে আর একজনের মুখ আরক্ত হয়ে ওঠে, যখন এক-জনের জন্য আর একজনের মনে মমতার ছোঁয়া লাগে। মনে হয় সে ছোঁয়া যেন পুরুষের প্রথম ছোঁয়া, উষালগ্নে সোনার কাঠি দিয়ে সূর্য যেমন করে পৃথিবীকে ছোঁয়।

কি একটা কবিতায় যেন পড়েছিল রুবি। তার ছন্দটুকু মনে নেই গন্ধটুকু আছে।

'কিন্তু আমি অসূর্যম্পশ্যা।'

রুবি নিজের মনে হেসে উঠল। গা ঝাড়া দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

দিন কয়েক একটু যেন ভাবান্তর দেখা গেল রুবির। লোকজনের ভিড় ভেঙে দিয়ে ও যেন নিবিড়তা খুঁজছে। আজকাল ঠিক সন্ধ্যার পরেই ঘরে ফেরে। কোনদিন বইপত্র নাড়াচাড়া করে, কোনদিন সেতার নিয়ে বসে।

উমা একদিন স্বামীকে বলল, 'শেষ পর্যন্ত তুমিই জিতলে বলে মনে হচ্ছে। দেখেছ কি রকম শান্ত লক্ষ্মী মেয়েটি বনে গেছে রুবি। তোমার শাসনের ফল।' বলে উমা একটু হাসল।

বিভাস স্ত্রীকে আদর করে কাছে টেনে নিয়ে বলল, 'শাসন নয়, স্নেহ। (শাসনে কিছু হয় না,) আমি এতদিন ভুল করেছি উমা।'

স্বামীর একান্ত সান্নিধ্যে থেকে উমা হেসে বলল, 'সর্বনাশ। তুমি ওকেও এমন করে স্নেহ জানিয়ে আসনি তো?'

বিভাস বলল, 'ছিঃ।'

সেদিন রুবির বিরুদ্ধে শ্রীবিলাস দত্তের অভিযোগের অমন তীব্র প্রতিবাদ করে বিভাস নিজেই বিস্মিত হয়েছিল। রুবির চালচলন একটু যে বিসদৃশ—তাতো অস্বীকার করবার জো নেই। কিন্তু বাইরের কারো কাছে সে কথা স্বীকার করতে বিভাসের যেন আত্মমর্যাদায় বাধল। রুবির মর্যাদার সঙ্গে তার মর্যাদা সেই মুহূর্তে অভিন্ন হয়ে গেল। এ ধরণের ঐক্যবোধ যেন অপ্রত্যাশিত, অননুভূত। তবু দু'একবার সংশয়ের খোঁচা লাগল বিভাসের মনে, এতে ন্যায়ের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হোল নাতো? কিন্তু রুবির রূপান্তর দেখে বিভাসের মন ফের উল্লসিত হয়ে উঠল। তার এই মমত্ববোধের ফল যেন হাতে হাতে মিলেছে। আপাতদৃশ্য এত অনৈক্যের মধ্যেও সেই অন্তর্নিহিত ঐকতান মিলিয়ে যায়নি। সেতারের তারে তারে তার স্বর ধ্বনিত হচ্ছে। তা ক্ষণিক, তা ক্ষীণ, কিন্তু সংবেদনহীন নয়।

সেদিন সন্ধ্যার পর অফিস থেকে ফিরে এসে বিভাস সংসারী জমাখরচের খাতা নিয়ে বসেছিল, উমা এসে স্বামীর পিঠ ঘেঁষে দাঁড়াল, 'কেবল হিসেব আর হিসেব। তোমার এই জমা খরচের খাতা দেখলেই আমার ভয় হয়। মনে হয় দিনের পর দিন তোমার রসকষ সব শুকিয়ে যাচ্ছে।'

বিভাস মুখ ফিরিয়ে বল্‌ল, 'হুঁ। এমাসেও আড়াই শ ছাড়িয়ে গেল। মাসের মাস খরচ বেড়েই যাচ্ছে।'

উমা বল্‌ল, 'শোন কথা। খরচ লোকের দিন দিন বাড়ে ছাড়া কমে না কি! রুবি ঠিকই বলে। স্ট্যাণ্ডার্ড অব লিভিং যত পারা যায় বাড়ানই ভালো। তাতে লোকের শক্তি বাড়ে।'

বিভাস ফের খাতার দিকে চোখ ফিরিয়ে বল্‌ল, 'তোমার দীক্ষা-গুরুটি ভালোই জুটেছে দেখছি।'

উমা বল্‌ল, 'তা জুটুক আর না জুটুক দয়া ক'রে তোমার হিসাবের

খাতাটা এখন রাখ তো। একটা বেহিসেবী দিন এগিয়ে আসছে সে দিকে খেয়াল আছে? ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকাও দেখি।'

মাথা উঁচু করে বিভাস সামনের ক্যালেণ্ডারখানার দিকে তাকাল। ১৩ই অগ্রহায়ণ তারিখটির চারদিকে একটি গোলাকার রেখা।

উমা বল্‌ল, 'দেখেছ?'

বিভাস মৃদু হেসে বল্‌ল, 'দেখলাম।'

উমা বল্‌ল, 'তোমার নিশ্চয়ই মনে ছিল না।'

'থাকবে না কেন।'

উমা বল্‌ল, 'শোন, এবার কিন্তু দিনটিকে অন্য রকম করে কাটাতে হবে। অন্যান্য বছরের মত ফাঁকি দিলে চলবে না।'

বিভাস মুখ গম্ভীর করে বল্‌ল, 'ফাঁকি? অন্যান্য বছর কি এই দিন ফাঁকি দিয়েছি না কি তোমাকে?'

উমা হেসে ফেলল, 'তা এক রকম ফাঁকিই তো। কোন বছর বা একখানা বই কোন বছর বা একখানা শাড়ি এ ছাড়া বিয়ের দিনটিতে তুমি কবে কি করেছ শুনি? কিন্তু এবার আর তা হলে চলবে না। এবার তো পাঁচ বছর পূর্ণ হবে আমাদের। একটু নতুন ধরণের ব্যবস্থা করা চাই এবার, বুঝেছ?'

বিভাস বল্‌ল, 'কি ব্যবস্থা? জুয়েলারের দোকানে ছুটতে হবে এই তো?'

এবার উমাব মুখভার করবার পালা, 'আহা কত গয়নাগাঁটি যেন গড়িয়ে দিয়েছ আমাকে। কথায় কথায় কেবল গয়নার খোঁটা। তোমাদের ধারণা মেয়েরা শাড়ি-গয়নার কথা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না, না?'

এই ধমকের জবাবে বিভাস নিরুত্তর হয়ে রইল। একটু বাদে উমা বলল, 'না, ভয় নেই। জুয়েলারের দোকানে ছুটতে হবে না তোমাকে।

ভেবেছি, এবার এই উপলক্ষে তোমার দু' চার জন বন্ধু-বান্ধবকে বলব।'

বিভাস বল্‌ল, 'কেবল আমার বন্ধু-বান্ধব?'

উমা বল্‌ল, 'তা ছাড়া কি। আমার কোন আলাদা বন্ধু-বান্ধব আছে না কি? শোন, আমি হিসেব করে দেখেছি, সবশুদ্ধ জন দশেকের বেশি হবে না। টাকা পঁচিশেক খরচ করলেই হবে। কি অতও হয়তো লাগবে না। সন্ধ্যার পর একটু চা জলখাবারের আয়োজন করতে হবে। সেই সঙ্গে একটু গানবাজনার ব্যবস্থাও করা যাবে না হয়। তোমার বন্ধু কিরণবাবু রবীন্দ্রসঙ্গীত তো বেশ ভালোই গা'ন। তাঁকে বলবো। আর আমাদের রুবিকে বলব সেতার বাজাতে। কেমন হবে বল তো?'

বিভাস নিস্পৃহ ভঙ্গিতে বল্‌ল, 'ভালোই হবে। এসব আইডিয়াও কি তোমার রুবিরই দেওয়া না কি?'

উমা অসহিষ্ণু স্বরে বল্‌ল, 'দিনরাত কেবল রুবি আর রুবি! কেন, রুবির আইডিয়া কেন হবে? আমার কি মগজ বলে কোন পদার্থ নেই? তা ছাড়া, ও এসব আইডিয়া কোথায় পাবে? ওর কি বিয়ে-থা হয়েছে যে ম্যারেজ অ্যানিভার্সারীর ও মর্ম বুঝবে?'

স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বিভাস একটু হাসল, 'না হয় তোমার অরিজিন্যালিটিই স্বীকার করলাম। কিন্তু সব মৌলিকতাই কি ভালো?'

উমা হতাশার ভঙ্গি করে বল্‌ল, 'নাও, এবার তুমি রাত ভোর করতে পারবে। পদে পদে যদি ভালো আর মন্দের বচন শুনতে হয় তাহলে আর সংসার করা যায় না। বছরে একটা দিন বন্ধু-বান্ধবকে ডেকে একটু আমোদ-আহ্লাদ করবে সেটা খারাপ হোল কিসে? রাজ্যশুদ্ধ মানুষই তো ডাকে।'

বিভাস বল্‌ল, 'তা ডাকে। ডাকা নিয়ে তো আমার আপত্তি নয়

ডাকার উপলক্ষ নিয়ে আপত্তি। নিজেদের বিবাহ-বার্ষিকী, নিজেদের ছেলের জন্মদিন এ সব ব্যক্তিগত উৎসব অনুষ্ঠান নিজেরা গোপনে গোপনে সারাই ভালো, এসব ব্যাপারে নিজেকে জাহির করতে আমার লজ্জা করে। বন্ধুদের যদি ডাকতে হয় অন্য কোন উপলক্ষে ডাকব, কি বিনা উপলক্ষে ডাকব। কোন উপলক্ষে ডাকলেই একটা লৌকিকতার প্রশ্ন ওঠে।'

উমা বলল, 'উঠলই বা, তাতে দোষটা কিসের। তাঁরা আমাদের এখানে এসে লৌকিকতা করবেন, আমরা তাঁদের বাড়িতে গিয়ে লৌকিকতা করব, 'এই তো নিয়ম। এ ধরণের সামাজিকতা সেকালের মানুষেও করত, একালের মানুষেও করে। কেবল তোমার মত সৃষ্টিছাড়া মানুষ যারা—'

উমা আর কথা শেষ করল না। রাগ করে অন্য ঘরে চলে গেল।

বিষয়টা নিয়ে তারপর নিজের মনেই খানিকক্ষণ তর্ক করল বিভাস। তা ঠিক। উৎসব অনুষ্ঠান সেকালেও ছিল, একালেও আছে। কিন্তু ধরণটা বদলে বদলে বড় ব্যক্তিঘেঁষা হয়ে যাচ্ছে। আগেকার উৎসব অনুষ্ঠান ছিল জাতীয় উৎসব। একই পুজা-পার্বন সকলের বাড়িতে হোত। একই দিনে প্রত্যেকের বাড়িতে ঢাক ঢোল কাঁসর ঘণ্টা বেজে উঠত। আত্মীয়-স্বজনকে এই সব বড় বড় পুজা-পার্বন উপলক্ষেই লোকে বাড়িতে ডাকত, আদর আপ্যায়ন করত। এমন কি বিয়ে শ্রাদ্ধ অন্নপ্রাশনও ব্যক্তিগত ব্যাপার ছিল না। এদের একটা পারিবারিক চেহারা ছিল। বলা হোত বৃহৎ ব্যাপার। বিয়েতে বন্ধুদের বলা যায়, কিন্তু বিবাহ-বার্ষিকী তো একান্ত ক'রে একটি বিশেষ দম্পতির। সেই প্রথম বাসরঘরের স্মৃতি নিজেরা ঘরে বসে উদ্‌যাপন করাই ভালো। ঘরে ঘরে সে খবর পাঠিয়ে লাভ কি।

পরদিনও এই নিয়ে বিতর্ক উঠল।

উমা কিছুতেই বুঝ মানবে না। সে বল্‌ল, 'ভয় নেই, খরচটা আমার নিজের তবিল থেকেই দেব। তোমার এক পয়সাও ব্যয় করতে হবে না।'

এই দাম্পত্য কলহে রুবিও এসে ফোঁড়ন কাটল, 'নিন, কৃপণ-শিরোমণি এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হলেন তো। এবার কোমরে কাপড় বেঁধে লুচি পোলাও-এর ব্যবস্থা করুন। সত্যি এ কিন্তু আপনার ভারি অন্যায়। কেবল সব সময় নিজের মতামতটাই স্ত্রীর ঘাড়ে চাপাবেন, স্ত্রীর মতামত সাধ-আহ্লাদটা একেবারেই গ্রাহ্য করবেন না, এ কী জবরদস্তি! বিয়েটা নিজের কর্তৃত্বে করেছিলেন, বিয়ের বার্ষিকীতে এক বছর না হয় স্ত্রীর কর্ত্রীত্বই বজায় রইল, তাতেও হিংসে?'

বিভাস বল্‌ল, 'বেশ, করুন আপনাদের যা খুসি।'

রুবি উমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বল্‌ল, 'দেখলি তো ওকালতি করে কেমন জিতিয়ে দিলাম, ফীস হিসাবে দুটো মিষ্টি আমাকে কিন্তু মনে ক'রে বেশি দিস। আর মেনুটা আমাকে তৈরী করতে দিবি, কৃপণের সিন্দুক এবার ভাঙব।'

বলে অপূর্ব ভ্রূভঙ্গি করে বিভাসের দিকে তাকাল রুবি। বিভাস তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিল। ওর হাসবার আর তাকাবার ভঙ্গির মধ্যে কোথায় যেন একটু শালীনতার অভাব আছে। কিন্তু পরমুহূর্তে নিজের মনকে ধমক দিল বিভাস। ছিঃ, একজনের সহজ সাধারণ পরিহাসের মধ্যেও সে দোষ দেখতে পায় একি শুচিবায়ুতায় ধরল তাকে, 'যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা' এ তো তাই। দোষ ধরার প্রবৃত্তির মধ্যেও তো দোষ কম নেই, যেখানে ত্রুটি নেই সেখানে চোখের দোষেও ত্রুটি ধরা পড়তে পারে।

কিছু একটা কথা বলবার জন্যে মুখ তুলে বিভাস দেখল রুবি চলে গেছে।

শেষ পর্যন্ত উমার প্রোগ্রামই বহাল রইল। কিন্তু আগের মত তেমন উৎসাহ যেন আর নেই। যদি গোড়াতে হাসিমুখে উমার প্রস্তাবে রাজী হয়ে যেত বিভাস তার আনন্দ থাকত আলাদা। কিন্তু এই নিয়ে দু'দিন ধরে তর্ক-বিতর্ক ক'রে নীতিকথা আউড়ে মনটাকে খিঁচড়ে দিয়ে তবে সম্মতি দিল বিভাস। শুধু তাই নয়, নিজেদের স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপারে রুবিকে পর্যন্ত এসে মধ্যস্থতা করতে হোল। সে অবশ্য হাসিঠাট্টাই ক'রে গেল। কিন্তু সত্যিইতো। উমার কথায় তো সহজে রাজী হয়নি বিভাস, রুবির তামাসার চোটে মত দিতে বাধ্য হয়েছে। আসল জিনিসের চেয়ে কারো কারো কাছে তামাসার শক্তিটাই তাহ'লে বড়।

কিন্তু অনুষ্ঠানের দিন উমার মনের আবহাওয়া একেবারে বদলে গেল। অনেক দিন পরে নিজের পছন্দমত বিবাহ-বার্ষিকীর আয়োজন করতে পেরেছে। কেবল বিভাসের দশ-বার জন বন্ধুই নয়, নিজের পুরোন সহপাঠিনী স্থলতা আর মাসতুতো বোন অঞ্জলিকেও নিমন্ত্রণ করেছে উমা, তারা স্বামীদের সঙ্গে নিয়ে আসবে। বিভাসের বন্ধুদেরও সস্ত্রীক নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। উত্তরপাড়ায় গিয়ে বাবা মাকেও বলবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেমন যেন একটু বাধো বাধো লেগেছে। এই বন্ধুদের ভিড়ে বাবা মা হয়তো তেমন স্বস্তি বোধ করবেন না। ওঁদের আলাদা ভাবে আর একদিন বলাই ঠিক হবে।

উদ্যোগ আয়োজন ক'দিন ধরেই চলছিল। আটা চিনি ঘি সপ্তাহ-খানেক আগেই জোগাড় ক'রে রেখেছে উমা। রেশনের বাজারে এ সব বন্দোবস্ত আগে না করলে চলে না। দু'তিন দিন ধ'রে ঘর ক'খানাকে ঝেড়ে-পুঁছে সাজিয়ে-গুছিয়ে ঠিক করেছে। বসবার জন্যে তক্তপোষে মাদুরের ওপর ফর্সা চাদর পাতবার ব্যবস্থা হয়েছে। বাইরের ঘরে নিজেদের খানতিনেক চেয়ার সাজাতে সাজাতে উমার

মনে পড়ল রুবির ঘরে তো আর ইজিচেয়ার আছে সেগুলি নিয়ে এলে কেমন হয়। উমা আশা করছিল রুবি নিজে থেকেই বলবে, কিন্তু ও বলল না। এসব দিকে ওর খেয়াল কম।

সকাল সকাল স্নান সেরে রুবি যথারীতি প্রসাধন সুরু করেছিল উমা ওর পাশে গিয়ে দাঁড়াল, 'ব্যাপার কি, আজও এত তাড়া কিসের তোর ?'

রুবি হেসে মুখ ফিরাল, 'তাড়াটা কেবল বুঝি তোদেরই থাকতে হবে ?'

উমা মুখ ভার করে বলল, 'তোকে অত ক'রে বললাম আজকে বেরোসনা অফিসে, ছুটি নে। তা কানেই তুললিনে তুই আমার কথা।'

রুবি তেমনি হেসে বলল, 'আমি ভাই কানে তুলেছিলাম। কিন্তু অফিসে যিনি ছুটি দেওয়ার মালিক তিনি কথাটায় মোটেই কান দিলেন না। বললেন সখীর বিবাহবার্ষিকীতে অফিসে ছুটি দেওয়ার নিয়ম নেই। তা ছাড়া ব্যাপারটা তো রাত্রে ! দিনে তো কেবল উদ্যোগপর্ব।'

উমা বলল, 'বাঃ উদ্যোগপর্বে বুঝি তুই একেবারেই থাকবিনে ? কাজে এগিয়ে দিয়ে এখন বুঝি নিজে পিছিয়ে যেতে চাইছিস ? এসব করবে টরবে কে ?'

রুবি ঠোঁটে লিপষ্টিক দিতে দিতে বলল, 'নিজেই খুব করতে পারবি, অন্য লোকের দরকার কি, তুই ভেবেছিস বুঝি কোমরে আঁচল জড়িয়ে আমি গিয়ে রাঁধতে বসব ? রান্নাবান্না সব ভুলে গেছি। তাছাড়া ওসব ছাই আমার ভালও লাগে না।'

উমা গম্ভীর মুখে বলল, 'তোর যে কি ভালো লাগে তা জানি, ভয় নেই, বাড়িতে থাকলেও আমি তোকে রাঁধতে বলতাম না। যাক, দয়া ক'রে একটু সকাল সকাল ফিরিস তাহলেই হবে। আর ভালো কথা—'

রুবি বল্ল, 'থামলি কেন, ভালো কথা বলতে এত ইতস্তত করা তো ভালো নয়।'

উমা বলল, 'তোর সোফা আর ইজি চেয়ার দু'খানা আমাকে এক বেলার জন্যে একটু দিতে হবে।'

রুবির মুখ এবার গম্ভীর হোল, 'কেন, তুই তো শুনেছিলাম ফরাসের ব্যবস্থা করেছিস। আবার এসব দিয়ে কি হবে? জানিসই তো ভাড়া করা হালকা জিনিস—'

উমা বলল, 'থাক থাক, তোর কিচ্ছু দিতে হবেনা, আমারই ভুল হয়ে গেছে। মাফ করিস ভাই।' তাড়াতাড়ি ওর ঘর থেকে বেরিয়ে এল উমা।

সত্যি উমারই দোষ। সে কেন গেল রুবির কাছে জিনিস চাইতে? উমা কি জানেনা কোন কিছু দেওয়ার বেলায় রুবির অনুদারতার সীমা নেই। পারতপক্ষে নিজের ব্যবহারের কোন জিনিস সে আর কাউকে দিতে চায় না। যদি বা দেয় মুখের এমন ভঙ্গি করে যেন পাঁজরের হাড় খুলে দিচ্ছে।

সুরবালার কাছে বলায় তিনিও রাগ করলেন, 'তুমিও যেমন। জিনিস চাওয়ার আর লোক পেলেনা। বাড়িতে সবই তো পড়ে রয়েছে। চেয়ার টেবিল খাট আলমারী কোনটার অভাব আছে শুনি। তোমাদের যদি ভোগে না আসে তো—'

বৈঠকখানার বাজার থেকে থলিতে ক'রে মাংস আর আলু পেঁয়াজ নিয়ে বিভাস এসে বাড়ির ভিতরে ঢুকল, শাশুড়ী বউয়ের আলাপ কানে যেতে বলল, 'এত উত্তেজনা কিসের পিসিমা? হয়েছে কি?'

সুরবালা বললেন, 'কি আবার হবে। সব কথায় তোর থাকবার কি দরকার বাপু।'

উমা বলল, 'তাই দেখুন।'

কিন্তু একটু বাদেই রুবি এসে সামনে দাঁড়াল, 'বিভাসবাবু আপনাকে তো একবার ও ঘরে যেতে হয়।'

বিভাস বলল, 'কেন বলুন তো?'

রুবি বলল, 'উমা ফার্নিচারগুলি আনার কথা বলছিল। কিন্তু ওর হাতে জিনিসগুলি ছেড়ে দেওয়ার ভরসা হয়নি। টানাটানিতে ওর নিজেরও হাত পা ভাংত, চেয়ারের হাতলগুলিও আস্ত থাকতনা। যা লক্ষ্মী শান্ত বউ আপনার। আসুন তো তাড়াতাড়ি।'

উমা রান্নাঘরের ভিতর থেকে জবাব দিল, 'দরকার নেই, আমাদের বিনা ফার্নিচারেই কাজ চলে যাবে। অচেনা কেউ তো আসছে না, সবই তো চেনাশোনা বন্ধুবান্ধব।'

রুবি বল্‌ল, 'আর আমি বুঝি বন্ধুও নই, বান্ধবও নই। অকৃতজ্ঞ নেমকহারাম কোথাকার। আসুন বিভাসবাবু, এমন দিনে পড়শীর সঙ্গে ঝগড়া করবেন না।'

বিভাস একটুকাল বিমূঢ় হয়ে থেকে রুবির পিছনে পিছনে ওর ঘরে গিয়ে ঢুকল। তারপর খানিক বাদে, ওর ঘরের আসবাবপত্রে বিভাসের ড্রয়িংরুম সজ্জিত হয়ে উঠল।

উমা বলল, 'ব্যাপার কি, তুই অফিসে গেলিনে আজ?'

রুবি বল্‌ল, 'ভালো কথা মনে করিয়ে দিলি। যান তো বিভাসবাবু, আমার অফিসে একটা ফোন ক'রে দিয়ে আসুন। বলবেন আপনার next door neighbour রুবি রায় আজ একেবারে মরমর, উত্থানশক্তি রহিত। কাল পর্যন্ত যদি বেঁচে থাকে অফিসে যাবে।'

বিভাস বল্‌ল, 'দেখুন মিছামিছি কামাই করা কি ঠিক হবে?'

রুবি মুখ টিপে হাসল, 'ও, আপনি তো আবার সত্যবাদী যুধিষ্ঠির। তা ইতিগজটজ একটা কিছু ক'রে আসতে পারবেন না? না হয় প্রতিবেশিনীর জন্যে একটুকাল নরক ভোগই করবেন। থাক থাক।

আপনাকে আর বিব্রত হ'তে হবে না। যে ব্যবস্থা হয় আমি করছি।'

পাশের পুর্ণিমা প্রেস থেকে রুবি নিজেই ফোন ক'রে অফিসে খবর দিয়ে এল।

উমা বলল, 'নিজের মুখে নিজের মরার খবর তো আর দিতে পারলাম না, সেক্রেটারী ভূতের ভয়ে আঁৎকে উঠতেন। তোর মরমর অবস্থার কথাটাই জানিয়ে এলাম। কি উদ্যোগ আয়োজন করলি এবার দেখাতো।'

দেখাবে কি, রুবির কাণ্ড দেখে উমা নিজেই অবাক হয়ে গেল। সাজসজ্জা ছেড়ে আটপৌড়ে শাড়ির আঁচল কোমরে জড়িয়ে সত্যিই কাজে লেগে গেছে রুবি।

ওর কাজের ধরণধারণ দেখে সুরবালা পর্যন্ত প্রশংসা করলেন, 'তুমি তো বাপু জানো সবই। ইচ্ছা করলে সবই পার। এবার উড়নচণ্ডীর স্বভাবটা ছেড়ে বিয়ে টিয়ে কর। ছেলে পুলে হোক। গেরস্থ ঘরের মেয়ের কি কেবল চাকরি বাকরি করলে সুখ হয়!'

পেঁয়াজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে একটুকাল চুপ করে রইল রুবি, তারপর বলল, 'সকলের ভাগ্যে কি আর একরকম সুখ সয় পিসীমা? বিয়ে তো আপনিও বসেছিলেন। সইল কি?'

এই অপ্রত্যাশিত আঘাতে সুরবালা কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে রইলেন, 'আমি বুড়ো মানুষ, আমার কথা ছেড়ে দাও। যতদিন পেরেছি সোয়ামীর ঘর সংসার করেছি। সুখ শান্তি যতদিন ভাগ্যে ছিল হোল। তারপর সতীন এসে যখন স্বামীকে একেবারে পর করে দিলে, মান মর্যাদা নিয়ে যখন কিছুতেই আর সেখানে বাস করতে পারলাম না, চলে এলাম দাদার কাছে। তিনি কোলে তুলে দিলেন বিভুকে। ওকে পেয়ে সব ভুললাম।'

রুবি বলল, 'ভুললেন তা ঠিক, কিন্তু ভোলাটাই কি সবচেয়ে বড়?

আচ্ছা পিসীমা, পাকা চুলে এখনো যখন আপনি সিঁদুর পরেন, স্বামীর কথা কি আপনার মনে পড়ে? সত্যিই সেই স্বামীর মঙ্গল কামনা করেন? না কি এও একটা অভ্যাস মাত্র? যেমন আমি ঠোঁটে রঙ মাখি ভালো দেখায় বলে, ঠিক সেই কারণে আপনিও তেমনি সিঁথিতে সিঁদুর মাখেন। তাই না পিসীমা?'

সুরবালা রুষ্ট হয়ে বললেন, 'তুমি চুপ কর বাপু। তোমার কথা-বার্তার ঢং আমার ভালো লাগছে না। তোমার কথার মাথামুণ্ডু আমি কিছু বুঝতেও পারছি না।'

চোখের ইশারায় উমা রুবিকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'আজকের দিনে ওসব আলোচনা থাক রুবি।'

রুবি অদ্ভুত একটু হাসল, 'আচ্ছা থাক।'

সন্ধ্যার পর বিভাসের বন্ধুরা একে একে এসে হাজির হোল। ঠিক একে একে নয়, জোড়ায় জোড়ায়। দুইজন প্রফেসর, জনতিনেক সাংবাদিক, সরকারী অফিসের নিচের ধাপের দুতিনজন কেরানী, বিভাসের পাবলিসিটি অফিসের দুজন সহকর্মী। এরা প্রায় সবাই সস্ত্রীক এসেছে। স্বামীদের চেহারায় নিম্ন-মধ্যবিত্তের ছাপ, স্ত্রীদের সাজসজ্জায় উচ্চ-মধ্যবিত্তের স্বপ্ন। উমার মাসতুতো বোন আসতে পারে নি, সহপাঠিনী সুলতা এসেছে তার স্বামীকে নিয়ে।

সুলতা এসেই বলল, 'না এলে তুই রাগ করবি তাই আসা। না হ'লে আসার মত অবস্থা আমার নয়। রোগা ছেলেটাকে শাশুড়ীর কাছে কোন রকমে গছিয়ে এসেছি। আমাকে একটু তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিস ভাই।'

উমা বলল, 'এসেই ফেরার তাগিদ দিচ্ছিস। সুস্থ হয়ে বোস তো খানিকক্ষণ।'

কিন্তু ফেরার তাগিদ কেবল সুলতারই নয়, বিভাসের অন্যান্য বন্ধুপত্নীরাও সেকথা তুলল। তারাও ছেলেপুলে রেখে এসেছে। দূরে দূরের পথ সব ফিরতে হবে। কারো বাগবাজার, কারো বা টালিগঞ্জ।

ঘরসংসার দেখাবার জন্যে মেয়েদের ভিতরে নিয়ে গেল উমা। বসবার ঘরে পুরুষ বন্ধুরা ছোটখাট আড্ডা জমাল।

প্রফেসর বন্ধু অরুণ দত্ত বল্‌ল, 'যাক, এতদিনে বিভাস সামাজিক হ'তে শিখলে। এ যুগের আদব-কায়দাটা রপ্ত করতে পারলে তাহলে!'

বিভাস কৈফিয়তের সুরে বল্‌ল, 'রপ্ত করবার আর কি আছে। এই উপলক্ষে সবাই এক জায়গায় হওয়া—'

অরুণ বল্‌ল, 'তা অত কিন্তু কিন্তু করছ কেন? তোমার ভাব দেখে মনে হচ্ছে যেন একটা মহা অন্যায় করে ফেলেছ।'

সাংবাদিক নিরুপম সেন বল্‌ল, 'অন্যায় করেছে কি না করেছে বাড়ি গিয়ে টের পাবে। যখন প্রত্যেকের ঘরে এমন একটি বিবাহ-বার্ষিকী করবার বায়না উঠবে তখন বুঝবে মজা। না হে, রেওয়াজটা খুব ভালো হোলো না হে বিভাস। দাও এবার সিগারেট্ টিগারেট দাও। বাঃ, ঘরখানাকে তো রাতারাতি ড্রয়িংরুম বানিয়ে ফেলেছ দেখছি। এত সব কবে কিনলে?'

বিভাস বল্‌ল, 'সব কেনা নয়।'

নিরুপম বল্‌ল, 'থাক থাক। সব প্রশ্নের জবাব দিতে হয় না। বাঃ, গান বাজনার আয়োজনও রয়েছে দেখছি। তাহলে আমরা শুকনো গলায় মিছামিছি বক বক করছি কেন।'

হারমোনিয়ম, বাঁয়াতবলা, দেয়ালে ঠেস দেওয়া একটি সেতারও ছিল একপাশে।

নিরুপমকে বলতে হোলনা, চেয়ার ছেড়ে সে তক্তপোষের ফরাশের ওপর গিয়ে উঠে বসল। হারমনিয়মটা টেনে নিল কোলের কাছে।

যারা গীতরসিক নয়, যাদের ফেবার তাড়া আছে তারা একটু বিব্রত বোধ করল। কিন্তু সোৎসাহে এগিয়েও এল কয়েকজন।

বিভাসের সহকর্মী স্বরেন চক্রবর্তী এ বাড়িতে মাঝে মাঝে আসে যায়। সে বল্‌ল, 'বউদি কি সেতারও প্র্যাকটিস করছেন না কি?'

বিভাস মাথা নেড়ে বল্‌ল, 'না, ওটা তার নয়।'

স্বরেন হেসে বল্‌ল, 'তবে কি বিভাসদা নিজেই স্বরু করলেন? তবু ভালো।'

বিভাস বল্‌ল, 'এত দেরিতে ও সব স্বরু করা যায় না। সেতারও আর একজনের। আমার একজন প্রতিবেশিনীর।'

নিরুপম মুচকি হেসে বল্‌ল, 'বটে! তাহ'লে তাঁকে ডাক। তাঁকে নেপথ্যবাসিনী করে রেখেছ কেন? যন্ত্র তো আর আপনি বাজবে না। হৃদয়যন্ত্র হয়ত নেপথ্য থেকেও বাজান যায়, কিন্তু তারযন্ত্রে আঙুলের স্পর্শ চাই।'

নিরুপমদের বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হোল না। একটু বাদেই রুবি আর অন্যান্য বান্ধবীদের নিয়ে উমা এসে হাজির হোল।

রুবিকে সামনে রেখে উমা বল্‌ল, 'পরিচয় করিয়ে দিই—'

কিন্তু উমা কিছু বলবার আগেই নিরুপম বিস্মিত হয়ে বলে উঠল, 'আরে, মিসেস চন্দ, আপনি থাকেন নাকি এ বাড়িতে?'

মুহূর্তকাল ঘরের মধ্যে স্তব্ধতা থমথম করতে লাগল। পাউডারের প্রলেপ সত্ত্বেও ফ্যাকাশে হয়ে গেল রুবির মুখ। মনে হোল তার সর্বাঙ্গ যেন একটু একটু কাঁপছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই সোজা, শক্ত হয়ে দাঁড়াল রুবি, তারপর পরিষ্কার স্বরে বল্‌ল, 'আমি, মিসেস চন্দ নই নিরুপমবাবু, আমার নাম রুবি রায়।'

কিন্তু নিরুপম সহজে ছাড়ল না, বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বলল, 'তাই নাকি? রায়টা বুঝি আপনার পৈতৃক পদবী? কিন্তু কি ক'রে আপনি পিতৃকুলে ফিরে গেলেন বলুন তো। আপনাদের তো ডাইভোর্স হয়নি। সিঁদুর মুছলেই বুঝি—'

অরুণ মৃদুস্বরে বলল, 'আঃ, কি করছ নিরুপম, থামো। তোমার কি কোন কাণ্ডজ্ঞান হোল না?'

রুবি বলল, 'হ্যাঁ, সিঁদুর মুছলেই সব হয়। যেখানে ডাইভোর্সের সহজ কোন ব্যবস্থা নেই, সেখানে সিঁদুর মুছেই সব মুছে ফেলতে হয়।'

বলে রুবি ফিরে চলল।

উমা শুষ্কস্বরে বলল, 'ওকি, যাচ্ছ কোথায় রুবি? বোস এসে, তোমার বাজনা শোনাব বলেই তো ওঁদের ডেকে আনলাম।'

রুবি বলল, 'না উমা, শরীরটা ভালো লাগছে না। আমি যাই, আমার বাজনার চেয়ে অনেক ভালো জিনিস ওঁরা এখানে শুনতে পাবেন।'

বলে একসঙ্গে সকলের উদ্দেশে ছোট একটি নমস্কার জানিয়ে রুবি দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ফের খানিকক্ষণ চুপচাপ রইল সকলে।

একটুবাদে অরুণ বলল, 'সত্যি, এ তোমার ভারি অন্যায় হোল নিরুপম। তোমার চিরদিনের বদ অভ্যাস। স্থান কাল জ্ঞান থাকে না। একজন ভদ্রমহিলার past নিয়ে—'

একটু আগে যা ঘটে গেল তাতে সকলেই কৌতূহলী হয়ে উঠেছিল, কিন্তু প্রত্যেকেই অরুণের কথায় ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে বলল, 'সত্যি, বিষয়টা খুবই খারাপ হয়েছে।'

নিরুপমের বন্ধু হৃষিকেশ নন্দী কাছে এসে ফিস ফিস করে জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাপারটা কি হে?'

কিন্তু নিরুপম দুই ঠোঁটের ফাঁকে সিগারেট গুঁজে চুপ করে রইল।

একটু বাদে বিভাস বল্‌ল, 'তারপর তোমাদের গানটান চলুক। সুরেন, তুমিই আগে আরম্ভ ক'রে দাও।'

কিন্তু সুরেন হাত জোড করল, 'না বিভাসদা।'

উমা বল্‌ল, 'সে কি, আপনাদের গানবাজনা শুনব বলেই—'

সুরেন বলল, বরং আপনি গান আমরা শুনি।'

কিন্তু উমারও ইচ্ছা করল না গিয়ে বসতে। অথচ গান গাইবার উৎসাহ তারই তো আজ সব চেয়ে বেশি ছিল।

যারা গান জানে—নিরুপমের স্ত্রী সুরুচি, বিভাসের আর একজন বন্ধু প্রভাত হালদারের স্ত্রী বিনীতা—প্রত্যেককেই অনুরোধ করা হোল। কিন্তু কারো গলা খারাপ, কারো শরীর ভালো নেই। কেউ গিয়ে বসল না গাইতে।

শেষে অরুণ বল্‌ল, 'রাত সাড়ে আটটা বাজল।'

ইঙ্গিত বুঝে বিভাস বল্‌ল, 'উমা, তাহলে এদের বসিয়ে দাও।'

পুরুষদের আর মেয়েদের আলাদা আলাদা ঘরে খাবারের ব্যবস্থা হোল। সুরবালা মেয়েদের পরিবেশন করতে লাগলেন। বিভাসের বন্ধুদের পরিবেশন করতে এল উমা।

নিরুপম এক ফাঁকে বল্‌ল, 'বাঃ, মাংসটা তো চমৎকার হয়েছে বউদি, রান্নার হাত ক্রমেই খুলছে আপনার।'

উমা শুকনো স্বরে বল্‌ল, 'ওটা রুবির রান্না।'

নিরুপম আর কোন কথা বল্‌ল না।

হৃষিকেশ বলল, 'বাঘের গলায় হাড় ফুটল না কি নিরুপম?'

নিরুপম বলল, 'হ্যাঁ ফুটেছে। এসো তুমি টেনে তুলবে। তোমরা ভাবছ আমি একটা ইতর, অভদ্র। ইচ্ছা ক'রে একটি মেয়েকে দশজন অপরিচিত লোকের সামনে অপমান করেছি! কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই

তা নয়। আমি নিজেকে কিছুতেই চেক করতে পারলাম না ঋষি। ওকে দেখে উৎপলের মুখটা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। কি জলি ছেলেই না ছিল উৎপল। কিন্তু এখন দেখলে চিনতে পারবে না, একেবারে যেন নিবে গেছে।'

অরুণ বলল, 'উৎপল কে ?'

'উৎপল চন্দ। আমাদের সঙ্গে পড়ত।'

বিভাস এক কোণে বন্ধুদের সঙ্গে খেতে বসেছিল—এবার মুখ তুলে বলল, 'নিরুপম, আজ ও সব আলোচনা থাক।'

সুরেন এক ফাঁকে বলল, 'দোষটা কার আপনি জানেন ?'

নিরুপম জবাব দিল, 'নিশ্চয়ই, না জানলে আমি কোন কথাই তুলতাম না। উনি যে কি ধরণের বস্তু তা ওঁর হাল আমলের চালচলনের দিকে তাকালেই টের পাওয়া যায়।'

রুবির আচরণ সম্বন্ধে এ ধরণের সমালোচনা বিভাস নিজেও এর আগে অনেক দিন করেছে। কিন্তু আজ অন্যের মুখে তার প্রতিধ্বনি ওর ভালো লাগল না। কেবলই মনে হ'তে লাগল রুবি শত হলেও মেয়ে। এক ঘর অপরিচিত লোকের সামনে তার নৈতিক চরিত্রের আলোচনায় মোটেই রুচিবোধের পরিচয় দেওয়া হচ্ছে না।

অর্থব্যঞ্জক দৃষ্টিতে বিভাস আরো একবার তাকাল নিরুপমের দিকে।

নিরুপম একটু হেসে বলল, 'সরি, এ প্রসঙ্গ এখনই বন্ধ করুন সুরেনবাবু। আমাদের হোস্ট-এর বড় দুঃখ লাগছে।'

বিভাস প্রতিবাদ ক'রে বলল, 'দুঃখ নয়, লজ্জা। তোমার আচরণটা ক্রমেই লজ্জাকর হয়ে উঠছে নিরুপম।'

অরুণ বিষয়টাকে নৈর্ব্যক্তিক আলোচনায় নিয়ে গেল, 'কিন্তু বিবাহ-বিচ্ছেদের একটা সহজ পথ থাকা উচিৎ একথা মানতেই হবে।'

নিরুপম বলল, 'পথটা সহজ থাকে থাক। কিন্তু কারণগুলি কি

খুব সহজ থাকা ভালো? তাহ'লে ছোটখাট ঝগড়া লাগলে স্ত্রী বাপের বাড়ি না গিয়ে সোজা উকিলের বাড়িতে হাজির হতেন। খরচার কথাটা একবার ভেবে দেখ, অসুখ বিসুখে ডাক্তারি খরচটাই ভালো ক'রে জোটে না, তারপর উকিলের খরচটা যদি এমন ক'রে লেগে থাকত, ব্যাপারটা কি খুব সুখের হোত?'

নিরুপমের কথার ভঙ্গিতে অনেকেই হেসে উঠল।

বিভাস বলল, 'কিন্তু যাই বল, ডাইভোর্সের প্রভিসন সব বিয়েতেই থাকা দরকার।'

ঠিক সেই সময় সন্দেশের থালা নিয়ে উমা এসে ঘরে ঢুকল।

নিরুপম বলল, 'বউদি শুনে রাখুন কথাটা।'

বন্ধুরা বিদায় নেওয়ার পর উমা একবার রুবির খোঁজ নিতে গেল। ভিতর থেকে দোর বন্ধ। উমা ডেকে বলল, 'রুবি খাবে এসো।'

বার দুই ডাকাডাকির পর রুবি সাড়া দিয়ে বলল, 'আমি খাব না উমা, তোমরা খেয়ে নাও গিয়ে।'

সুরবালাও এসে বাইরে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ সাধাসাধি করলেন। বললেন, 'রাত্রে উপোস দিতে নেই। যা হোক কিছু একটু মুখে দাও এসে।'

কিন্তু রুবির মুখে সেই এক কথা, 'না পিসীমা, আমি কিছু খাব না।'

খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে উমা ঘরে এলে বিভাস বলল, 'ও বুঝি কিছুই খেলনা?'

উমা স্বামীর দিকে একটু তাকিয়ে থেকে বলল, 'আমরা তো ঘণ্টা-খানেক ধ'রে সাধাসাধি ক'রেও খাওয়াতে পারলাম না, দেখ তুমি গিয়ে পার নাকি।'

বিভাস একথার কোন জবাব দিল না।

ঘুম ভেঙে যাওয়ায় বাবলু কেঁদে উঠল। পিঠ চাপড়ে তাকে ফের ঘুম পাড়াল উমা। তারপর স্বামীর দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বলল, 'যাক, তোমার মনের ইচ্ছাই আজ পূর্ণ হয়েছে। আমি যা করতে চাইলাম তা হোল না।

বিভাস বলল, 'এসব তুমি কি বলছ উমা, যা ঘটে গেল তাতে আমিই কি খুসি হয়েছি!'

উমা বলল, 'হুঁ!'

একপাশে বন্ধুদের দেওয়া উপহারগুলি পড়েছিল। অনেকগুলি রজনীগন্ধার তোড়া, দুখণ্ড রবীন্দ্র রচনাবলী, এক ভলিউমে শেলী আর কীটস, এক বন্ধুর দেওয়া শিব-পার্বতীর ছোট একটি যুগল মূর্তি।

কিন্তু উমার মনে হ'তে লাগল সব ব্যর্থ, সব আজ ব্যর্থ হয়ে গেছে।

টেবিলের ওপর ছোট একটি ফটোর ষ্ট্যাণ্ডে দুজনের একখানি বাঁধানো ফটো। তার পাশে ঠিক ওই আকারের বাঁধানো আর একটি ষ্ট্যাণ্ড, তাতে ফটো নেই, রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি পংক্তি। সাদা কাপড়ের ওপর পেনসিল দিয়ে প্রথম লিখে দিয়েছিল বিভাস। উমা সেই রেখা নীল সুতোয় ঢেকেছে। চারপাশে লতানো বর্ডার, উমা পংক্তি কটির দিকে তাকাল—

"জীবনের প্রতিদিন
তোমার আলোক পাবে বিচ্ছেদ বিহীন,
জীবনের প্রতি রাত্রি হবে সুমধুর
মাধুর্যে তোমার।"

বিভাসের কয়েকটি প্রিয় লাইন। প্রত্যেক বিবাহ-বার্ষিকীর রাত্রে বিভাস এই লাইন কয়েকটি আবৃত্তি করেছে। শুধু এবার ছাড়া।

স্বামীর দিকে তাকিয়ে উমা হঠাৎ বলে উঠল, 'বেছে বেছে আজকের দিনটিতেই তুমি বিবাহ বিচ্ছেদের আলোচনা করছিলে, তার পক্ষে কথা বলছিলে। খুব ভালো।'

অদ্ভুত একটু হাসল উমা—তারপর হাত বাড়িয়ে আলোর স্যুইচ অফ ক'রে দিল।

পাশে শুয়ে স্ত্রীকে কাছে টেনে আনবার চেষ্টা করতে করতে বিভাস বল্ল, 'শোন, তুমি অনর্থক মন খারাপ করছ। আলোচনাটা উঠল বলেই—'

উমা বাধা দিয়ে বল্ল, 'থাক।'

বিভাস বলল, 'তুমি মিছামিছি—। আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় না, নিরুপম কাজটা খুব খারাপ করেছে?'

উমা পাশ ফিরে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বল্ল, 'মোটেই না। খুব ভালো করেছে, খুব ভালো কাজ করেছে। সকলের সামনে ওকে এক্সপোজ্‌ করাই উচিৎ।'

তারপর একটু থেমে বলল, 'গোড়াতেই আমি সন্দেহ করেছিলাম, এ রকমই একটা কিছু স্ক্যাণ্ডাল ক'রে ও বেরিয়েছে।'

কৌতূহলটা যথাসাধ্য চাপা রেখে বিভাস বল্ল, 'কিসে তোমার সন্দেহ হোল?'

উমা বল্ল, 'কয়েকদিন আগে ওর ট্রাঙ্কের মধ্যে ওড়নাসুদ্ধ একখানা বেনারসী দেখলাম। ও জিনিস মেয়েরা বিয়েতেই পায়। আর একদিন দেখলাম চমৎকার ডিজাইনের রূপার একটি সুন্দর সিঁদুর কৌটো, তার মধ্যে সিঁদুর আর নেই। কিন্তু সিঁদুর যে ছিল তা বোঝা যায়। বললাম এ কৌটো তুই কোথায় পেলি রে? রুবি বলল, ও আমার মার কৌটো। দেখতে সুন্দর বলে নিয়ে এলাম। আর এই ওড়নাসুদ্ধ বেনারসী? এও কি তোর মার নাকি? রুবি বলল, না।

ওসব আমার একজন প্রেমিকের। বউয়ের বাক্স থেকে চুরি করে এনে দিয়েছে।'

বিভাস বল্‌ল, 'ওসব আলোচনায় আর কাজ নেই উমা।'

একটু চুপ ক'রে থেকে উমা ফের বল্‌ল, 'তোমার সহানুভূতি যে ওর ওপর পড়েছে তা আমি টের পেয়েছি।'

বিভাস বলল, 'পড়াই তো স্বাভাবিক, যে কারণেই হোক ওর জীবনটা তো দুঃখের।'

উমা বল্‌ল, 'আহাহা। নিরুপমবাবু তো স্পষ্টই বললেন ওর দুঃখের মূল ও নিজে। ঘর থেকে বেরিয়ে আসা পরের বউয়ের ওপর দরদ দেখানো খুব সুবিধে। কিন্তু তোমার নিজের বউ যদি হোত—'

বিরক্ত হয়ে বিভাস এবার পাশ ফিরল।

উমার মনে হোল এমন ব্যর্থ, অভিশপ্ত রাত এর আগে আর আসে নি। কেন এমন হোল? কে দায়ী এর জন্য। বার বার ক'রে কেবল একজন অপরাধিনীর নামই উমার মনে পড়তে লাগল।

পরদিন ঠিক অভ্যাসমত বেলা আটটায় ঘুম থেকে উঠল রুবি। হাত মুখ ধুয়ে এসে সবে চা করতে বসেছে উমা এসে· দোরের সামনে দাঁড়াল, 'এই যে উঠেছ। আমি দু'দুবার এসে ঘুরে গেছি।'

রুবি বল্‌ল, 'কেন '?

উমা বল্‌ল, 'ফার্নিচারগুলি রেখে যাব।'

রুবি একটু হেসে বল্‌ল, 'ও। সেইজন্যে রাত্রে বুঝি তোর ঘুম হয় নি? কিন্তু এত তাড়াহুড়ো না করলেও পারতিস, জিনিসগুলি আর দু' এক ঘণ্টা রাখলেও এক দিনের চেয়ে বেশি ভাড়া নিতাম না।'

উমা পরিহাসে যোগ না দিয়ে গম্ভীর মুখে বল্‌ল, 'না ভাই, ভেঙে-চুরে যাবে। তোরও তো কেনা জিনিস নয়।'

রুবি ব'ল্‌ল, 'বেশ তাহলে রেখে যা।'

এরপর উমা স্বামীকে গিয়ে বল্‌ল, 'ওর জিনিসগুলি রেখে এস।'

বিভাস বল্‌ল, 'এখনই কি, দেওয়া যাবে পরে।'

উমা প্রতিবাদ ক'রে বল্‌ল, 'আবার পরের দরকার কি? ওর জিনিস তাড়াতাড়ি দিয়ে আসাই ভালো, ঘর পরিষ্কার করে ফেল।'

বিভাস আর কোন কথা না বলে রুবির ফার্নিচারগুলি ফেরৎ দিয়ে এল। তারপর চলে আসবার সময় এক ফাঁকে বল্‌ল, 'কালকের ঘটনার জন্যে আমি ভারি দুঃখিত রুবি দেবী।'

রুবি একটু হাসল, 'এবং লজ্জিত' ও কথাটুকু বাদ দিলেন কেন বিভাসবাবু? আচ্ছা, কথাগুলি আপনারা ইংরেজীতে বললেই তো পারেন। বাংলায় ওর ভাষার অনুবাদ হয়, ভঙ্গির অনুবাদ হয় না। অথচ জিনিসটা তো ভঙ্গি সর্বস্বই।'

বিভাস চুপ ক'রে একটুকাল রুবির দিকে তাকিয়ে রইল। ও যে আঘাত পেয়েছে তা ওর মুখের ভাবে গোপন রইল না।

একটু বাদে বিভাস বলল, 'বুঝতে পারছি আপনি ফর্মালিটির নিন্দা করছেন। কিন্তু নিজেকে প্রকাশ করতে গেলে আমাদের ফর্মের এমনকি ফর্মালিটির সাহায্যও নিতে হয়। আপনি ভঙ্গি-সর্বস্বতার কথা বললেন। কিন্তু সর্বস্বও যখন আমরা দিই, তখনো ভাবা আর ভঙ্গির মধ্যে দিয়েই দিই।'

রুবি হেসে উঠল, 'সর্বনাশ! একেবারে সর্বস্বের কথা পেড়ে বসলেন। আস্তে আস্তে। উমা হয়ত ধারেকাছেই আড়ি পেতে রয়েছে। কি শুনতে কি শুনে ফেলবে। আর রক্ষে থাকবে না।'

লজ্জায় ক্রোধে এক মুহূর্ত আরক্ত হয়ে রইল বিভাস। তারপর দ্রুত পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

প্রসাধনের উপকরণ নিয়ে রুবি আয়নার সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর নিজের মনে মনে হাসল। বেশ হয়েছে। আচ্ছা মত প্রতিশোধ নিতে পেরেছে রুবি। যেমন ঘটা ক'রে ভালোমানুষিতা দেখাতে এসেছিল তেমনি রুবি তার শোধ নিয়েছে। কিন্তু মানুষটি হয়তো আসলে ভালো মানুষই। কালকে বন্ধুর আচরণের জন্য হয়তো সত্যিই লজ্জিত হয়েছে। ওর কথাবার্তার ধরণে তেমনি মনে হচ্ছিল। তা যদি হয় মানুষটি খুবই আঘাত পেয়েছে, খুবই দুঃখ পেয়েছে। রুবির কথার জবাব দিতে না পেরে কি রকম চুপ ক'রে রইল, কি করুণ মুখ ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। যাক। গেলে আর রুবি কি করতে পারে। লোকটি ঠাট্টা করতে জানে না, ঠাট্টা সইতে জানে না। অথচ জীবনটা একটা ঠাট্টা ছাড়া আর কি। একটু সূক্ষ্ম তামাসা। বিভাসের মত যাদের রসবোধ কম তারা

বুঝতে পারে না। তাই দুঃখ পায়। কিন্তু জীবনটাকে তামাসা বলে বুঝতে পারলেও কি দুঃখ কিছু কমে ?

মুখে পাউডারের পাফ বুলাতে সুরু করল রুবি। কিংবা বিভাসের আঘাতের কথাটা হয়তো রুবির নেহাৎই কল্পনা। একটু লোক-দেখানো শিষ্টাচার জানাতে এসেছিল, রুবি এক টানে সেই ভদ্রতার মুখোস খুলে ফেলেছে। ঠিকই করেছে। কাল সবান্ধবে লুচি মাংস খেতে খেতে রুবির অতীত জীবনের কত সত্যি মিথ্যা গল্প বিভাস চাটনির মত রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করেছে। রাত্রে স্ত্রীর সঙ্গে তাই নিয়ে রসালাপ করেছে। তারপর এসেছে ভদ্রতার ভড়ং করতে। মানুষ চিনতে বাকি আছে নাকি রুবির !

বেরুবার আগে সন্তর্পণে জানলাগুলি বন্ধ করল রুবি। দরজায় তালাটা বন্ধ ক'রে দুবার ক'রে টেনে দেখল। অন্যদিন যাওয়ার সময় উমাকে বলে যায়, 'ঘর দোর রইল গিন্নী, একটু লক্ষ্য রেখ।' কিন্তু আজ উমা মুখ ভার ক'রে রয়েছে। হয়তো ডাকলেও ভালো ক'রে কথা বলবে না। রুবিরই বা কি এমন দায় পড়েছে কথা বলবার।

ট্রামে দারুণ ভিড়। একটা লেডীজ সীট মার্কা বেঞ্চ দুজন পুরুষে দখল ক'রে রয়েছে। রুবি পিছনে গিয়ে দাঁড়াতেই কণ্ডাকটরের তাড়ায় ভদ্রলোক দুজন উঠে দাঁড়ালেন। রুবি বেঞ্চের এক পাশে বসল। অন্যদিন এমন অবস্থায় আসনচ্যুত সহযাত্রীকে পাশে বসবার অনুমতি দেয় রুবি। কিন্তু আজ চিত্তের সেই প্রসন্নতা নেই। যে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে দাঁড়িয়ে থাক, কষ্ট পাক। রুবিকেও কি কষ্ট পেতে হয় না, অসুবিধা ভোগ করতে হয় না ?

উমা আর বিভাসের কাছে কাল আবার তার আর এক পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হোল। রুবি বিবাহিতা সে তথ্য জেনে গেল ওরা। জানুক। তাতে কী এমন ক্ষতি হবে রুবির। কুমারীর বেশে

থাকলেও সে যে কৌমার্যের রীতিনীতি মেনে চলছে না এমন সন্দেহ ওরা তো আগেই করেছে। এখন দিন কয়েক ওদের উৎসুক আর কৌতূহলী চোখের দৃষ্টি সহ্য করতে হবে রুবিকে, তার বেশি কিছু নয়। প্রথম প্রথম রুবি ভারি ঘাবড়ে যেত। আজকাল সেই চিত্ত-দৌর্বল্য গেছে। কিন্তু একেবারে যায় কই! কাল নিরুপম সেন যখন এক ঘর অপরিচিত লোকের সামনে মিসেস চন্দ বলে ডেকে উঠল রুবি তো সম্পূর্ণ অকম্পিত, অবিচলিত থাকতে পারে নি। সে তো সত্যিই ভয় পেয়েছিল। অথচ ভয়ের কি আছে। এই চার পাঁচ বছরের মধ্যে বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন কারোরই সে কথা জানতে বাকি নেই। তবু একজন নতুন লোক যখন কথাটা জানতে পাবে, আশ্চর্য, রুবির আজও যেন কেমন সঙ্কোচ হয়, এক ধরণের লজ্জাবোধ জাগে। অথচ এতে কোন লজ্জা সঙ্কোচের কারণ আছে বলে রুবি আজকাল আর স্বীকার করে না। কিন্তু লোকাচার, গতানুগতিক নীতি-ধর্মের চাপ তাকে দিয়ে প্রকারান্তরে এসব স্বীকার করিয়ে নেয়। রুবিকে মিথ্যাচারে বাধ্য করে।

নিরুপম সেন বিভাসকে সব বলেছে। অথচ নিরুপম কতটুকুই বা জানে? ভিতরের কতটুকু খবরই বা ও রাখে? কিন্তু যা জানে তা-ই বা কম কিসে? রুবি স্বেচ্ছায় স্বামী ত্যাগ করে চলে এসেছে, তার নামে কলঙ্ক রটনার পক্ষে এই তথ্যটুকুই তো যথেষ্ট। তারপর মুখে মুখে কত গল্প, কত কাহিনী যে শাখায়-পত্রে পল্লবিত হয়েছে তার আর ঠিক নেই। রুবি মাঝে মাঝে শোনে আর হাসে। কিন্তু সব সময় হাসতে পারে না। একটি গল্প তো সত্যিই আর গল্প নয়, আর অনেক গল্পই সে গল্পকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়।

অফিসে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে হল ঘরের কেরাণীকুল একবার নড়ে-চড়ে ফের স্থির হয়ে গেল। রুবি মনে মনে একটু হাসল।

সহকর্মীদের ওপর তার প্রভাব জেনারেল ম্যানেজারের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। আড়ালে তার বেশভূষা থেকে সুরু করে চালচলন স্বভাবচরিত্রের যত নিন্দাই করুক, রুবির অস্তিত্ব ওদের অস্থির করে। তার সম্বন্ধে কোন পুরুষের উদাসীন থাকবার সাধ্য নেই, তাকে অবজ্ঞা করবার সাধ্য নেই কারো।

হিলতোলা জুতোর শব্দে সমস্ত ঘরটাকে মুখরিত করে রুবি নিজের ছোট্ট কামরাটুকুতে গিয়ে বসল। সামনের টেবিলে টাইপরাইটার। 'জরুরী' চিহ্নিত ফিতে বাঁধা কয়েকটা ফাইল। কালকের এ্যারিয়ার জমে রয়েছে। দেখে বিরক্তিতে মন ভরে গেল রুবির। ভালো লাগেনা। এসব কাজ তার মোটেই ভালো লাগে না। নিজের বিদ্যাবুদ্ধির ব্যক্তিত্বের পক্ষে অমর্যাদাকর বলে মনে হয় এ ধরণের কেরাণীগিরিকে। দেডশো টাকা মাইনেয় সর্টহ্যাণ্ডে অন্যের নির্দেশের নোট নেওয়া আর চিঠিপত্র টাইপ করার জন্যই কি সে জন্মেছে নাকি! দিব্যেন্দু নন্দী মাঝে মাঝে বলে, 'তোমার যা রূপ তোমার যা প্রতিভা তাতে রাণীর মত তুমি সাম্রাজ্য শাসন করতে পারতে। তা না হয়ে হলে কিনা দেড়শ টাকার কেরাণী। ছাড় ছাড়, সময় থাকতে ওসব ছেড়ে দাও।'

দিব্যেন্দুর বলবার ভঙ্গির মধ্যে অবশ্য একটা তামাসার সুর থাকে। কিন্তু সামান্য না হোক দেশী গভর্ণমেণ্টের অধীনে একটু ভালো মাইনের সরকারী চাকরি চেষ্টা করলে রুবি নিশ্চয়ই পায়। কিন্তু কেমন যেন উৎসাহ পায় না। সেই এ্যাটেনড্যানসের কড়াকড়ি নিয়মকানুনের বাধ্যতা কল্পনা করেও রুবি শিউরে ওঠে। তার চেয়ে এই ভালো। টাকার জন্যে তো তার চাকরির দরকার নেই, টাকা রোজগারের তার আরো অনেক পথ আছে। অফিসে আসে সে কোন রকমে সময় কাটাবার জন্যে। সারাদিনের শূন্যতা ভুলে থাকবার জন্যে। কাজ না

ক'রে সারা দুপুর কিছুদিন টৈ টৈ ক'রে ঘুরে ঘুরেও সে দেখেছে। কোন দিন সিনেমায় গিয়ে ম্যাটিনি শো'য়ে মার্কিন প্রণয় চিত্র দেখেছে, কোন দিন বা নিজের প্রণয়াকাঙ্খীর সঙ্গে ফ্লার্ট করেছে, কোনদিন বা নিজের ঘরে দোর বন্ধ ক'রে বই পড়েছে, ঘুমিয়েছে। কিন্তু দু' সপ্তাহ বাদে তাও ভালো লাগেনি, জীবন-যাত্রার সব পদ্ধতিই বড তাড়াতাড়ি পুরোণ হয়ে যায়। রুবি ফের বেরিয়েছে চাকরির চেষ্টায়। যেমন তেমন ক'রে আশ্রয় নিয়েছে চার দেয়াল ঘেরা অফিস ঘরে। এই ভালো। কাজ করতে এসে কাজ না করা। যারা কাজ করে তাদের মনে হিংসা জাগিয়ে তোলা। যারা তার কাছ থেকে কাজ বুঝে নিতে চায় তাদের ফাঁকি দেওয়া। এতেও কি মজা কম?

সেক্রেটারী সুবিনয় গুপ্তের খাস বেয়ারা অমূল্য এসে ঘরে ঢুকল, 'গুপ্ত সাহেব সেলাম জানিয়েছেন, মিস রায়।'

রুবি একটু চমকে উঠে ঘাড ফেরাল, তারপর বলল 'ও, গুপ্ত সাহেব? যেয়ো না শোন।'

অমূল্য চলে যাচ্ছিল, রুবির ডাক শুনে ফিরে দাঁড়াল। সতের আঠার বছর বয়স হয়েছে অমূল্যের। ঠোঁটের ওপর কচি গোঁফের রেখা। বেশ লম্বা ছিপছিপে চেহারা। টানাটানা নাক চোখ। পরণে খাকি প্যাণ্ট। গায়ে ফর্সা টুইলের হাফ সার্ট বেশ মানিয়েছে ওকে।

রুবি বলল, 'শোন। এই চিঠিটা পোষ্ট করে এসো তো, খুব জরুরী।'

বলে একটা পোষ্টকার্ডের চিঠি অমূল্যের দিকে এগিয়ে দিল রুবি।

অমূল্য একটু ইতস্তত করল, 'গুপ্ত সাহেব যদি—'

রুবি একটু হাসল, 'রাগ করেন? না রাগ করবেন না। আর যদি করেনই, আমার জন্যে তাঁর একটু রাগ তুমি সহ্য করতে পারবে না? যাও, এক্ষুনি দিয়ে এসো চিঠিটা।'

অমূল্যের আঙুল ছুঁয়ে রুবি পোষ্টকার্ডটা ওর হাতে তুলে দিয়ে ফের একটু হাসল।

চাপা একটা লজ্জায় আর আনন্দে অমূল্যের মুখের রঙ যেন বদলে গেল। রুবির দিকে আর একবার তাকিয়ে অমূল্য চিঠিটা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

রুবি মনে মনে হাসল। মিঃ গুপ্তের খাস বেয়ারা অমূল্য। অফিসের অন্য কোন কেরাণী তাকে দিয়ে কোন কাজ করাতে পারে না। তার অহংকারের অন্ত নেই। সে সেক্রেটারীর খাস বেয়ারা। থার্ডক্লাশ পর্যন্ত পড়েছে আর বংশে কুলীন ব্রাহ্মণের ছেলে। তাছাড়া অফিসের সময়ে আর কারো ফরমায়েস খাটা ও বাইরে যাওয়ার নিয়ম নেই তার। সেক্রেটারীর কড়া নিষেধ। কিন্তু সেক্রেটারীও জানে না, তার বেয়ারাও জানে না সব বিধি নিষেধ ভাঙবার জন্যেই রুবি এখানে এসেছে। তার অসীম প্রতাপে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায় না, বাঘে গরুতে সমান বিক্রমে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে নামে। শুধু একটু হাসি, একটু কথা, একটু তাকানো, একটু ছোঁয়া। চোদ্দ থেকে চুয়াত্তর বছর পর্যন্ত সব বয়সী পুরুষের পক্ষে এই এক মুষ্টিযোগ। শুধু মাত্রাজ্ঞান থাকা চাই। একেবারে নিক্তির ওজনে মেপে দিতে হয়। প্রয়োজনের চাইতে এক রত্তি বেশি দিলে চলে না।

খানিক বাদে সেক্রেটারীর ঘর থেকে ফের ডাক এল। এবার আর দেরি না ক'রে উঠে গেল রুবি।

সেক্রেটারী ঘাড় নিচু ক'রে কি লিখছিলেন, লিখতেই লাগলেন। স্যুট পরা মোটাসোটা ফর্সাপানা ভদ্রলোক। মাথায় টাকের আভাস দেখা দিয়েছে, কোমরের নিচে ভুঁড়ির। বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি কিন্তু স্বাস্থ্য ভালো থাকায় কিছু কম দেখায়।

রুবি বলল, 'মিঃ গুপ্ত ডেকেছিলেন ?'

সেক্রেটারী যেন এইমাত্র তাকে লক্ষ্য করলেন, 'ও আপনি এসেছেন ? বসুন।'

সেক্রেটারীর স্বর অপ্রসন্ন।

রুবি ঠিক সঙ্গে সঙ্গে বসল না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আরো কিছু শোনার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। অপরাধের ভারে মাথাটা আর একটু আনত করল রুবি। চোখ তুলে একটু তাকালেই যাতে নতুন ঢঙে বাঁধা খোঁপাটা সেক্রেটারীর চোখে পড়ে। দাঁড়াবার ভঙ্গিতে বিনয় আনল, একটু বা ত্র্যস্ততা। অসাবধানে বুকের আঁচল ঠিক পরিমাণ মতই স্খলিত হোল।

সেক্রেটারী যে আড় চোখে তাকিয়েছেন তা না দেখেও রুবির টের পেতে বাকি রইল না।

'দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন।'

সেক্রেটারী আর একবার বললেন।

গলায় অপ্রসন্নতা এখনো আছে, কিন্তু মাত্রা কম।

রুবি এবার সামনের চেয়ারে বসে পড়ে লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, 'কাল নিশ্চয়ই আপনার খুব অসুবিধা হয়েছে। কিছুতেই আসতে পারলাম না।'

সেক্রেটারী গম্ভীর গলায় বললেন, 'আমার অসুবিধা বলে কথা নয়। অফিসের কাজ খুব সাফার করেছে। আপনি জানেন কি রকম কাজের চাপ আজকাল, লোকজন যথেষ্ট নেই। বিনা নোটিশে এভাবে এ্যাবসেন্ট হলে কাজকর্মের এত অসুবিধা হয়! তা ছাড়া চাকরির গোড়া থেকেই আপনি ইরেগুলার। এমন করলে—। নিন ডিক্টেশন নিন একটা।'

হিসাবটা একটু গরমিল হওয়ায় মনে মনে ক্ষুব্ধ হোল রুবি। মাঝে মাঝে এ ধরণের রুক্ষ প্রকৃতির নীরস বৈষয়িক মানুষের সঙ্গেও

কারবার করতে হয়। তাদের চামড়া মোটা। ভোঁতা। অল্প স্বল্প সূক্ষ্ম আবেদন তাদের স্পর্শ করে না, বেশি ঘুষ না পেলে মন ওঠে না এদের। কিন্তু দেড় শ টাকার চাকরির জন্যে রুবির নিক্তিতে এর চেয়ে বেশি কিছু উঠবে না। তার চেয়ে চাকরি বদলাবে সেই ভালো। এত কথা শুনে, এত কৈফিয়ৎ দিয়ে চাকরি করা ধাতে নেই রুবির।

ডিক্টেশন দেওয়া শেষ ক'রে সেক্রেটারী বললেন, 'টাইপ ক'রে এক্ষুণি আমাকে দেখাবেন।'

রুবি নিঃশব্দে বেরিয়ে আসছিল, সেক্রেটারীর যেন একটু অনুকম্পা হোল, বললেন, 'ড্রাফটিং কেমন হয়েছে ?'

রুবি বলল, 'বেশ ভালো, আপনার বৈষয়িক চিঠিগুলিতেও বেশ একটু লিটারারি ফ্লেভার আছে মিঃ গুপ্ত।'

সেক্রেটারী খুসি হয়ে বললেন, 'কি করব বলুন। ওটুকু কিছুতেই এড়াতে পারিনে। ইংরেজীটা খুব যত্ন ক'রেই শিখেছিলাম মিস রায়। ভাবিনি মার্চেন্ট অফিসের ফাইলের মধ্যেই সব বিদ্যা বন্দী হয়ে থাকবে।'

রুবি এবার হেসে বলল, 'তাই কি থাকে মিঃ গুপ্ত। গুণ যদি থাকে, তা কিছুতেই চাপা থাকে না। আমি আরো কয়েকদিন বলব ভেবেছি আপনাকে, বলি বলি ক'রে বলা হয়নি। পাছে আপনি কিছু মনে করেন।'

সেক্রেটারী বললেন, 'না না মনে করবার কি আছে ! বলুন না।' মিঃ গুপ্তের কণ্ঠে প্রসন্ন মাধুর্য।

রুবি বলল, 'স্কটিশে ডাডলি নামে আমাদের একজন প্রফেসর ছিলেন। চমৎকার পড়াতেন। বিলাতী পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখতেন আরো চমৎকার। আপনার ইংরেজীতে অনেকটা তাঁর গলা আমি

ধ্বনি, তাঁর উচ্চারণ ভঙ্গি। কেবল পণ্ডিতই নয় সাহিত্যিক বলেও খ্যাতি ছিল প্রফেসর ডাডলির।'

সেক্রেটারী বিনীত লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসলেন, 'কি যে বলেন, ওঁদের সঙ্গে আমার তুলনা সাজে না। তবে ইংরেজীটা খুব যত্ন ক'রেই আমাদের শিখতে হয়েছিল।'

রুবি স্মিতমুখে বল্‌ল, 'যত্ন আপনার সব জিনিসের ওপরই আছে মিঃ গুপ্ত। আপনি যদি তা নাও বলেন, এমন কি উল্টো ক'রেও বলেন তবু তা বুঝতে দেরি হয় না।'

বলে একটু কটাক্ষ হেনে রুবি সেক্রেটারীর ঘর থেকে বেরিয়ে এল। এবার বুঝুক লোকটা, এবার মরুক জলে পুড়ে। রুবি জানে ওষুধ ধরবেই, কারো কারো পক্ষে একটু দেরি হয়ত হয়। কিন্তু তাই বলে ওষুধের ক্রিয়া কম হয় না। 'অল্প যৌন আবেদনের বশ তুমি না হ'তে পার কিন্তু সামান্য একটু তোষামোদ আর খোসামোদের হাত তুমি এড়াবে কি ক'রে। তোমার ইংরেজীর লাইনে লাইনেও যদি ইডিয়মের ভুল থাকে তবু ভালো লিখেছ বললে তুমি শিশুর মত খুসি হবে। আর সেই রন্ধ্রপথে শনি হয়ে আমি ঢুকব।'

রুবি নিজের মনে আত্মপ্রসাদে হাসল। যত শক্ত, যত আঁট-সাঁট মানুষই হোক, প্রত্যেকেরই এমন দু'টি একটি রন্ধ্র আছে। একটু ভালো ক'রে তাকালে দেখা যায় সে ছিদ্র দু'টি একটি নয় অগুনতি। কোন পুরুষের মুখের দিকে তাকাবামাত্রই রুবি বুঝতে পারে কার কোথায় দুর্বলতা। সে হাঁ করবার আগেই কী বলবে তা রুবি টের পেয়ে যায়। দুটি চোখ তো নয়, দুটি অণুবীক্ষণ যন্ত্র। কিন্তু সব সময় যন্ত্র বয়ে বেড়াবার যন্ত্রণাও কি কম। এর চেয়ে ঠিক আগের মত সেই দুটি চোখই যদি শুধু থাকত, যাতে সব সরল দেখায়, সব

সুন্দর দেখায় ; পৃথিবীর যা কিছু দেখে তাতেই খুশি হয়, তাতেই তৃপ্ত হয় যে দুটি চোখ।

লেখাটা টাইপে চড়িয়ে রুবির মনে হোল একি করল সে! কদিন ধরেই ঠিক করেছে এ চাকরি সে ছেড়ে দেবে তবু কেন লোকটিকে অনর্থক খোসামোদ করতে গেল। না কি, এ তার এক রকমের অভ্যাস হয়ে গেছে। যে রুবি কোন গতানুগতিকতার ধার ধারে না, এক কথা দু'বার বলে না, এক ভাবনা দু'বার ভাবে না, এক পুরুষের সঙ্গে দু' মাসের বেশি বন্ধুত্ব রাখে না, তাকেও অভ্যাসের বাঁধন মানতে হয়, তাকেও অভ্যাসের দাসত্ব স্বীকার করতে হয়, এ কি বিড়ম্বনা!

অফিস থেকে বেরুতেই দেখা হোল দিব্যেন্দু নন্দীর সঙ্গে, সে কাছেই অপেক্ষা করছিল। কোন সঙ্কেত স্থানে প্রতীক্ষা করতে আজ আর ভরসা হয়নি। কাল রুবি তাকে ফাঁকি দিয়েছে। কথা দিয়ে কথা রাখেনি, দেখা করেনি।

রুবি খানিকটা পথ এগিয়ে এসে বলল, 'ব্যাপার কি, আজ যে একেবারে দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছ!'

দিব্যেন্দু বলল, 'হুঁ, কাল এলে না যে। কাল কি হয়েছিল তোমার?'

রুবি বলল, 'আর বোল না, কাল মাথা ধরায় একেবারে শয্যাশায়ী ছিলাম।'

দিব্যেন্দু বলল, 'শয্যাশায়িনী তো রোজই থাক।'

রুবি বলল, 'শুধু তুমি সেই শয্যায় থাকতে পার না তাই বুঝি আফশোষ?'

এই সন্ধ্যার আবহাওয়াতেও দিব্যেন্দুর মুখের রং বদলানো ধরা পড়ল। আঠাশ উনত্রিশ বছরের দীর্ঘাকার গৌরবর্ণ পুরুষ। ছাই রঙের সুট ওকে চমৎকার মানিয়েছে।

দিব্যেন্দু বল্‌ল, 'তোমার মুখে আজকাল আর কিছু আটকায় না রুবি।'

'যেন তোমার মুখেই সব আটকায়।'

দিবেন্দু একটু চুপ ক'রে থেকে বল্‌ল, 'ঝগড়া করবার আগে এসো এক কাপ ক'রে চা খেয়ে নি।'

মোড়েই হোটেল আর রেস্তরাঁর একটি দোতলা বাড়ি। সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে রুবি একটু থমকে দাঁড়াল। কাল বিভাসের বাড়িতে দেখা একটি চেনা মুখ। সুরেন হালদারও একটু থেমে দাঁড়িয়েছিল, তারপর-বন্ধুদের সঙ্গে দ্রুতবেগে নেমে গেল।

দিব্যেন্দু ঘাড় ফিরিয়ে বলল 'কি হোল?'

রুবি ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে বল্‌ল, 'কি আবার হবে, চল।'

কাটা দরজা ঠেলে ছোট কেবিনের মধ্যে মুখোমুখি বসল তুজনে। উর্দিপরা বেয়ারা এসে সামনে দাঁড়াল। মেনু দেখে বেছে বেছে মাংসের খাবারগুলির ফরমায়েস ক'রে দিব্যেন্দু রুবির দিকে তাকিয়ে বল্‌ল, 'এত ক্লান্ত দেখছি যে, মুখ যে এত শুকনো শুকনো।'

রুবি বল্‌ল, 'সারা দিন চাকরি ক'রে এলাম। তোমার মত তো আর নয়।'

দিব্যেন্দু বল্‌ল, 'তা ঠিক। কিন্তু ওসব বাজে চাকরি কেন কর বলতো? কি যে খেয়াল তোমার। মিছামিছি শরীর নষ্ট।'

রুবি কাঁটায় খণ্ডিত কাটলেটের টুকরো বিঁধতে বিঁধতে বল্‌ল, 'আমার শরীরের জন্ম তোমার তো খুব ভাবনা দেখছি।'

দিব্যেন্দু বলল, 'বাঃ, ভাবনা নেই? তোমাদের শরীরের জন্মেই তো আমাদের শরীর পাত। যাক্, কটা দিন সবুর কর। দিল্লী থেকে ঘুরে এসে আমি নিজেই এবার একটা অফিস করছি। তোমাকে সেখানে নিয়ে নেব।'

রুবি মৃদু হেসে বলল, 'যাক, একটা চাকরির চিন্তা থেকে বাঁচলাম। তোমার সে অফিসে বুঝি আমার আর কোন খাটুনি থাকবে না?'

দিব্যেন্দু বলল, 'মোটেই না। শুধু সেজেগুজে বসে থাকবে। ইন্‌সপিরেশন জোগাবে।'

বোন প্লেটে চর্বিত হাড়ের টুকরো ঢেলে রেখে দিব্যেন্দু বলল, 'আচ্ছা এক কাজ কর না রুবি; আমাদের বিজনেসের একটা শেয়ার নাও না কেন। হাজার পাঁচেক টাকা দিলেই আপাতত হবে। এই সামান্য টাকার জন্যে একটা কাজ আটকে রয়েছে।'

রুবি কথাটা এড়িয়ে গিয়ে বলল, 'তুমি অসামান্য পুরুষ। এই সামান্য টাকার জন্যে তোমার কাজ আটকে থাকবে, বল কি?'

'তাহ'লে দেবে না তুমি টাকাটা?'

রুবি নিচু হয়ে চায়ের কাপে ঠোঁট ছোঁয়াল একটু, তারপর ফের মুখ তুলল, 'অত টাকা কোথায় পাব আমি!'

'বাঃ, আমার মত কত বন্ধুবান্ধব তোমার। টাকার তোমার অভাব কি?'

রুবি বলল, 'আমার মত বান্ধবী তোমারও তো কম নেই, তাতে কি টাকার সুরাহা হয়?'

দিব্যেন্দু চা শেষ ক'রে সিগারেট ধরাল। নিঃশব্দে ধূমপান করল কিছুক্ষণ। তারপর বলল 'এখনকার মত এই হাজার পাঁচেকের ব্যবস্থা করতে পারলে মাসখানেকের মধ্যে পুরো পঁচিশ হাজার ঘুরে আসত। সত্যি, অন্তত ধার হিসাবেও কি তুমি একটা ব্যবস্থা ক'রে দিতে পার না?'

রুবি বলল, 'যদি পারতাম তাহ'লে কি সামান্য মাইনের চাকরি করতাম! কিন্তু বিষয়টা কি, সেই পারমিট টারমিটের ব্যাপার নাকি?'

দিব্যেন্দু বলল, 'হুঁ।'

কয়েকটি লৌহ ব্যবসায়ীকে গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে বরাদ্দের অতিরিক্ত লোহা আর ইস্পাত ক্রয়ের ব্যবস্থার ভার নিয়েছে দিব্যেন্দু আর তার কয়েকজন বন্ধু। সে খবর মাঝে মাঝে রুবি শোনে। কারবারে ঝুঁকি আছে, নানারকম খরচপত্র আছে। লাভের বখরা নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে মনান্তরের আশঙ্কা আছে। কিন্তু যখন আসে তখন মোটা টাকাই আসে। তখন বেশ উল্লসিত; জীবন্ত মনে হয় দিব্যেন্দুকে। কিন্তু আবার আসে ভাঁটার টান। তখন যার তার কাছে দিব্যেন্দু ধার চেয়ে বেড়ায়।

রুবি একদিন বলেছিল, 'এসব ব্লাক মার্কেটিং ছেড়ে দিয়ে চাকরি-বাকরি কর না কেন? এম, এ পাশ করেছ, বিদ্যাবুদ্ধি আছে।'

দিব্যেন্দু হেসে বলেছিল, 'বটে! একেবারে ধর্মপত্নীর মত উপদেশ দিচ্ছ যে! বিদ্যাবুদ্ধি থাকলেই বুঝি আজকাল চাকরি জোটে মনে করো? হেঁটে হেঁটে ক'জোড়া জুতার শুকতলা ক্ষয় করেছি জানো? কত অফিসারের ম্যানেজার, জেনারেল ম্যানেজারের কাছ থেকে নির্বাচনের অযোগ্যতার সার্টিফিকেট নিয়ে ফিরে আসতে হয়েছে। কত মুরুব্বির শুকনো উপদেশ যে কুড়োতে হয়েছে তার আর ঠিক নেই। কিন্তু এখন চাকা ঘুরে গেছে রুবি। বিজনেস উপলক্ষে বড় বড় অফিসের কর্মকর্তাদের সঙ্গে এখনো দেখা সাক্ষাৎ হয়। হ্যাণ্ডসেকের সময় আমার কবজীর জোর তাদের চেয়ে বেশি ছাড়া কম হয় না।'

আর একদিন দিব্যেন্দু বলেছিল, 'অত কালো কালো করছ কেন? সমস্ত দেশ জুড়ে ওই একটি রঙের বাজারই শুধু আছে। আর সব রঙ কাঁচা। আঙুলের ঘষা লাগলে উঠে যায়।'

খাওয়া শেষ হয়ে গেলে বিল মিটিয়ে দিল দিব্যেন্দু। সিগারেটের

টুকরোটি ফেলে দেওয়ার আগে তার থেকে আর একটি নতুন সিগারেট ধরিয়ে নিল।

রুবি বলল, 'চল, এবার ওঠা যাক।'

দিব্যেন্দু বলল, 'সে কি, এখনই উঠব কি! সবে তো সন্ধ্যা।'

রুবি বলল, 'চল, আজ আর ভালো লাগছে না।'

দিব্যেন্দু বলল, 'টাকা চেয়েছি বলে মন খারাপ হয়ে গেছে বুঝি? কিন্তু আমি এতক্ষণ ঠাট্টা করছিলাম রুবি। মন বুঝে দেখছিলাম তোমার। সত্যি সত্যি তোমার কাছে টাকা চাইব আমার কি এমনই মাথা খারাপ হয়ে গেছে? টাকার চেয়ে অনেক দামী জিনিস তোমার আছে। তারই ছিঁটে ফোঁটা—'

রুবি বলল, 'ওসব কথা যাক দিব্যেন্দু, ভালো লাগছে না। বড় ক্লান্তি লাগছে আজ।'

দিব্যেন্দু বলল, 'ক্লান্তি যাতে দূর হয় তার ব্যবস্থা তো করতে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তুমি মাথা নাড়লে। আচ্ছা দাঁড়াও—' বলে দিব্যেন্দু বেয়ারাটিকে ইশারায় আর একবার ডাকল।

রুবি বাধা দিয়ে বলল, 'না না, আজ থাকগে দিব্যেন্দু।'

'থাকবে কেন, তুমি কি ভেবেছ আমি একেবারে ফকির হয়ে গেছি, রেষ্টুরেণ্টের বিল মেটাতে পারব না? বেশি নয়, মাত্র একটু ঠোঁট ভেজানো।'

গ্লাসে একট চুমুক দিয়ে দিব্যেন্দু বলল, 'খেয়ে দেখ, একেবারে খাঁটি পর্তুগাল থেকে আমদানী। এ জিনিস সব জায়গায় পাবে না। তারপর কালকের অভিসারের বিবরণ এবার ফলাও করে বলতো শুনি। সঙ্কোচ করো না। আমার মধ্যে ষড় রিপুর প্রথম পাঁচটির প্রভাবই যা একটু আধটু আছে কিন্তু সর্বশেষটি একেবারে অনুপস্থিত। ঈর্ষার নাম-গন্ধও পাবে না আমার মধ্যে। কাল কোথায় গিয়েছিলে?'

রুবি বল্‌ল, 'যাব আর কোথায়। বাড়িতেই ছিলাম। এক ম্যারেজ এ্যানিভার্সারির নিমন্ত্রণ ছিল।'

দিব্যেন্দু বল্‌ল, 'কার ম্যারেজ এ্যানিভার্সারি?'

রুবি বল্‌ল,'আমার প্রতিবেশীর। পাশের ঘরের ভাড়াটে বিভাসবাবুর?'

দিব্যেন্দু একটু ভ্রূকুঞ্চিত করল 'বিভাসবাবু? জীবটি কে হে? ও, এবার মনে পড়েছে। সেই হাঁড়িমুখো ভদ্রলোক?'

রুবি একট হাসল, 'হাঁড়িমুখো, তবে ভদ্রলোক।'

দিব্যেন্দু বল্‌ল, 'হুঁ! কিসের নিমন্ত্রণ বললে? ম্যারেজ এ্যানি-ভার্সারি? মানে বিয়ের বছবকি? বেশ, বেশ, আজকাল বিয়ে আর বিয়ের বছরকির ওপর তোমার বিশ্বাস ফের ফিরে আসতে সুরু করেছে নাকি?'

রুবি বল্‌ল, 'না, তা আসেনি। বিয়েতে বিশ্বাস না কবলেও বিয়ের নিমন্ত্রণে আর পোলাও মাংসে বিশ্বাস করতে তো ক্ষতি নেই। ওগুলি তো খুব solid, একেবারে প্রত্যক্ষ বস্তু।'

দিব্যেন্দু বল্‌ল, 'তাই বল। মাংসে মিষ্টিতে খুব করে পেট ভরে আর বুঝি নডতে চডতে পারনি?'

রুবি গম্ভীর মুখে বল্‌ল, 'হুঁ।'

কালকেব অপমানেব জ্বালাটা যেন নতুন ক'বে অনুভব ক'রে অস্থির ভাবে উঠে দাঁডিয়ে বল্‌ল, 'চল, এবার বেরোই।'

দিব্যেন্দুও উঠে দাঁডাল। তারপব হঠাৎ রুবির নরম সুন্দর হাতখানা নিজের মুঠির মধ্যে নিয়ে বল্‌ল, 'কিন্তু এখনই চলে যাবে রুবি? তোমাকে বড শ্রান্ত দেখাচ্ছে। পাশেব ঘর থেকে একটু রেষ্ট নিয়ে গেলে পারতে না?'

দিব্যেন্দুর জ্বল জ্বল চোখেব দিকে তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিল রুবি, বল্‌ল, 'না দিব্যেন্দু।'

সামনে লম্বা করিডর। দু'পাশের ঘরগুলি থেকে টুং টাং শব্দ আসছে। একটি মেয়ের খিলখিল হাসি। সিঁড়ি দিয়ে কয়েকজন লোক উঠে আসছে। জন দুই লোক প্রমত্ত পদক্ষেপে নেমে গেল।

রুবি বলল, 'বড় গরম লাগছে। চল বেরোই।'

অনুগত বন্ধুর মত দিব্যেন্দু বলল, 'হ্যাঁ, সেই ভালো। চল একটু ঠাণ্ডা হাওয়ায় বেরিয়ে আসি।

একটু এগিয়েই ট্যাকসী ষ্ট্যাণ্ড। হাতের ইশারায় একজন শিখ ড্রাইভারকে ডেকে নিল দিব্যেন্দু।

রুবি বলল, 'আবার গাড়ি কেন! আমি বাসেই ফিরে যাব।'

দিব্যেন্দু মনে মনে বিরক্ত হয়ে ভাবল, 'মেয়েটা কি রাতভর কেবল দর বাড়াবে!'

কিন্তু এসব ব্যাপারে ধৈর্য হারালে সব হারাতে হয়। মিষ্টি হেসে দিব্যেন্দু বলল, 'যাবেই তো, তোমাকে কতক্ষণ আর আমি ধরে রাখতে পারব। চল পৌঁছে দিয়ে আসি।'

ঘণ্টা দেড়েক বাদে দিব্যেন্দু রুবিকে গলির মুখে নামিয়ে দিয়ে গেল।

কড়া নাড়ার শব্দে বিভাসই এগিয়ে গেল সদরের হুড়কো খুলতে। উমা খেতে বসেছে। সুরবালা খাওয়াতে বসেছেন বাবলুকে।

বিভাসকে সামনে দেখে একটু যেন চমকে গেল, একটু যেন অপ্রস্তুত হোল রুবি। হাসবার চেষ্টা ক'রে বলল, 'এই যে, ঘুমোননি এখনো।'

বিভাস বলল, 'না।'

রুবি আরো কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বিভাস সেদিকে কান না দিয়ে সশব্দে দরজার হুড়কো বন্ধ ক'রে দিল।

রুবি মনে মনে একটু হাসল, 'রাগ! রাগ হোল তো বয়েই গেল।'

ঘরে এসে লাইট জেলে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়াল রুবি। গলায় চিক চিক করছে নতুন এক ছড়া হার। দিব্যেন্দুর কাছ থেকে

সে শুধু হাতে ফিরে আসেনি। এই নিয়ে চার ছড়া হার হোল তার। চার জনের উপহার। একজন লোক চার বছর আগে তার বাপের দেওয়া সমস্ত অলঙ্কার কেড়ে রেখেছিল। সে অলঙ্কার চতুর্গুণ হয়ে আজ ফিরে এসেছে। গয়নার জন্যে আর কোন আফশোষ নেই, আর কোন ক্ষোভ নেই রুবির।

শাড়ি বদলাল রুবি, গয়নাগুলি খুলে রেখে দিল বাকসে। আঁট-সাট কাঁচুলি খুলে ফেলে সহজ ভাবে নিঃশ্বাস নিল। আলো নিবিয়ে দিয়ে শরীরটাকে কোন রকমে এলিয়ে দিল বিছানায়।

গয়নার জন্য আর কোন ক্ষোভ নেই, আফশোষ নেই। কিন্তু গয়নায় কোন লোভ নেই একথা কি বলতে পারে রুবি? এই লোভের দুর্বলতার সুযোগই তো আজ নিল দিব্যেন্দু। এতদিন শুধু পায়ে ধরতে বাকি রেখেছে। কিছুতেই ধরা দেয়নি রুবি। কেবল খেলিয়েছে কেবল খেলিয়েছে! কিন্তু আজ সব খেলায় হার মানতে হোল। ফিরে আসবার সময় দিব্যেন্দু পরিশ্রান্ত রুবির দিকে তাকিয়ে মুখ মুচকে হেসেছিল। সে হাসির মানে রুবি জানে। 'এই তো তোমার দাম। এই তো তোমার সমস্ত ছলাকলার পরিণতি! শুধু একমুঠো সোনা, বড জোর কয়েক মুঠো।'

কিন্তু তাই কি? তার চেয়ে বেশি মূল্য কি রুবির নেই? সোনা দিয়ে কতটকু পেয়েছে দিব্যেন্দু? কয়েক মিনিটের দেহ সম্ভোগ। তার চেয়ে কি বেশি কিছু পেয়েছে? বেশি কিছুর খোঁজ পেয়েছে?

পরমুহূর্তে নিজের মনে হেসে উঠল রুবি। বেশি কিছু! দেহের চেয়ে আবার বেশি কি আছে! মন? মন আবার কি। ওসব সেকেলে মনস্তাত্বিকদের কথা। একালের মনস্তত্ত্বে মনের অস্তিত্ব নেই, মনকে মানে না রুবি, স্বীকার করে না। শুধু দেহ আর দেহজাত কতকগুলি অভ্যাস। এই মাত্র।

দিব্যেন্দুও তাই বলেছিল, 'দেখ রুবি, হৃদয় মনের মোহ আমার নেই। I am all flesh, আর তুমিও তাই। তাতে লজ্জা কি। দেহকে দেহ বলে স্বীকার করতে লজ্জা করব কেন। বরং গর্ব করব। দেহকে চিনেছি বলে দেহকে স্বীকার করতে পেরেছি বলে গর্ব। সবাই তা পারে না, ভয় পায়। আর সেই অস্বীকারের বিকার সারা জীবন ধ'রে বয়ে বেড়ায়।'

রুবি বলেছিল, 'শুধু দেহ, শুধু রক্ত আর মাংস?'

দিব্যেন্দু বলেছিল, 'হ্যাঁ, রক্ত আর মাংস। কথা দুটি হৃদয় মনের মত শ্রুতিমধুর নয়, কিন্তু আসলে মধুর। সমস্ত মাধুর্য এই রক্ত-মাংসময় দেহের মাধ্যমে আমরা পাই, দেহের ভিতর দিয়ে আমরা দেই। এই যে তোমাকে আমি ছুঁয়েছি, মনে হচ্ছে যেন সমস্ত বিশ্বের আনন্দকে আমি স্পর্শ করেছি। এর চেয়ে বড় সত্য আর কি আছে, আনন্দের চেয়েও বড়?'

রুবি বলেছিল, 'কিন্তু কারুই তো আর একজনকে ছোঁবে, আর একজনকে দেখবে।'

দিব্যেন্দু জবাব দিয়েছিল, 'তা দেখলামই বা। সেও তো সুন্দরকেই ছোঁওয়া, সুন্দরকেই দেখা। অভ্যাসের পুরোন ঘোমটায় সুন্দর তার মুখ লুকোয়। আমি পর্দানশীনার সেই ঘোমটা ধরে টানা-টানি করতে যাইনে। নূতনের মধ্যে বিচিত্রের মধ্যে সুন্দরতরকে দেখি।'

চমৎকার কথা বলে দিব্যেন্দু! কিন্তু একেক সময় মনে হয়, শুধু কথা, শুধুই কথা। হোক কথা। কথার অতীত কিছু নেই। যদি কিছু থাকে তাকেও কথা দিয়ে প্রকাশ করতে হয়। আজই সকালে আর একজন বলেছিল। আর বলেছিল, 'আমি বড় দুঃখিত।' ভারি অদ্ভুত কথা। 'আমি বড় দুঃখিত।' কেন দুঃখ, কিসের দুঃখ তা

জানি না, তবু দুঃখ পাই। এত সুখ, এত সম্ভোগ দেহ দিয়ে দেহের অণু পরমাণু দিয়ে এত আশ্চর্য আনন্দের আহরণ তবু দুঃখ সব হরণ করে নেয়।

আকাশে মেঘ ছিল। গুমট গরম ছিল ঘরের মধ্যে, এতক্ষণে বৃষ্টি নামতে সুরু করেছে, অঘ্রাণের অকাল বর্ষণ।

কিছুদিন বিভাস রুবির সঙ্গে আর কোন কথা বলতে গেল না। স্ত্রীর কাছেও ওর কোন প্রসঙ্গ তুলল না। অফিস, সংসার আর নিজের পড়াশুনো নিয়েই নিজেকে মগ্ন রাখতে চেষ্টা করল। একদিন বিভাসের অফিসে বেড়াতে গেল নিরুপম। একথা সেকথার পর সে জিজ্ঞাসা করতে ভুলল না, 'তারপর, খবর কি? তোমার প্রতিবেশিনীটি আছেন কেমন?'

'ভালো।

'ভালো না থাকার তো কথা নয়। রাত্রের চৌরঙ্গী যাঁর একচেটে, তিনি খারাপ থাকবেন কোন্ দুঃখে! কিন্তু তোমার ভাগ্যে শুধু দৌবারিকগিরি, না কি আরো কিছু জুটল?'

বিভাস ধমকের ভঙ্গিতে বলে, 'কি যত সব বাজে কথা সুরু করেছ, ও ছাড়া কি আর কোন কথা নেই?'

নিরুপম একটু জিভ কাটার ভঙ্গি ক'রে বল্ল, 'শ্রীবিষ্ণু শ্রীবিষ্ণু, কার সামনে কি বলছি।'

চা সিগারেট খেয়ে নিরুপম খানিক বাদেই বিদায় নিল। বিভাস ভাবল রুবির অতীত জীবন সম্বন্ধে নিরুপমকে কিছু জিজ্ঞাসা করলে হোত। কেনই বা স্বামীর ঘর ছেড়ে এল রুবি, কেনই বা এ ধরণের জীবন যাপনে ওর ঝোঁক গেল। কিন্তু নিরুপম যখন ইচ্ছা ক'রে মুখ খুলল না, তখন ওর কাছে রুবির সম্বন্ধে কোন কৌতূহল প্রকাশ করতে আত্মমর্যাদায় বাধল বিভাসের। ওদের বিচ্ছেদের কারণ জেনে আর কী লাভ। হয়ত স্বামীর দোষ ছিল, হয়ত স্ত্রীর, কিংবা হয়ত দু'জনেরই, কিন্তু সবচেয়ে বেশি দোষ দেশের

বিধি-নিষেধের। যদি স্বাভাবিক বিবাহ-বিচ্ছেদের ব্যবস্থা থাকত, যদি কোন অগৌরব না থাকত তার মধ্যে, তাহলে রুবি হয়ত ফের আর কাউকে বিয়ে করত, ঘর বাঁধত। কেবল এক ফোঁটা হাসি, আর একটু আড়চোখে চাওয়া নয়, দেশকে সমাজকে আরও অনেক বেশি সে দিতে পারত। একটি সুন্দরী শিক্ষিতা বুদ্ধিমতী মেয়ে। এই নিরক্ষর দরিদ্র দেশের কত বড় সম্পদ। কিন্তু সে সম্পদ কোন কাজে লাগছে না। অযথা অপচয়ে ক্ষয় হচ্ছে। ভারি দুঃখ লাগে বিভাসের, একটা অনমুভূত সহামুভূতিতে মন ভরে ওঠে।

কিন্তু সহামুভূতি জাগা তো বিভাসের পক্ষে ঠিক স্বাভাবিক নয়। রুবির বেশবাস থেকে সুরু করে ওর রুচি রীতি মতামত জীবনাদর্শ কোন কিছুর সঙ্গে বিভাসের তিলমাত্র মিল নেই। এর আগে এসব বিষয়ে সে ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট বক্তা। কড়া পছন্দ অপছন্দওয়ালা মানুষ। কিন্তু রুবির সম্বন্ধে তার এই সহনশীলতা এল কোত্থেকে? বিভাস মনে মনে ভাবে, উমাকে শোধরাতে গিয়ে যে বিফলতা এসেছে তার থেকেই এই শিক্ষা সে পেয়েছে। অসহিষ্ণুতায় কোন লাভ নেই, শল্য চিকিৎসাই সব সময় একমাত্র চিকিৎসা নয়। কিন্তু বিভাসের সহনশীলতা নিয়ে এরই মধ্যে পাড়ায় কথা উঠেছে। দু' একজন কৌতূহলী প্রতিবেশী বিভাসকে ডেকে বলেছেন, 'আরে মশাই আপনার বাড়িতে ওই যে একটি মেয়ে থাকে তার চালচলন যেন একটু কেমন কেমন মনে হয়। আপনি বলেই সহ্য করছেন। অন্য কেউ হলে—। গৃহস্থ বাড়ির মধ্যে এসব কি ব্যাপার বলুন তো?'

বিভাস গৃহস্থ বাড়ির মর্যাদা রাখবার জন্য একটুআধটু সত্য গোপন করেছে, 'না না, আপনারা যা ভাবছেন তা নয়। একটু মিশুক প্রকৃতির মেয়ে—'

প্রতিবেশী বাধা দিয়ে বলেছেন, 'মিস্তক প্রকৃতির বলে কি রাত দশটা এগারটা পর্যন্ত লোকজনের সঙ্গে মিশে বেড়াবেন?'

বিভাস বলেছে, 'সব দিনই যে অত রাত করে ফেরেন তা তো নয়। কোন কোন দিন আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করতে যান, কি অন্য কোন কাজ কর্ম থাকে, তাই রাত হয়।'

কাউকে বা বিরক্ত হয়ে বলেছে, 'কি জানি মশাই। ভাড়াটে বাড়ি। এক বাড়িতে পাঁচ রকমের ভাড়াটে থাকে। কে কার খবর রাখে বলুন। আত্মীয় নয়, কুটুম্ব নয়, জানাশোনার গণ্ডীর মধ্যে পড়ে না। ওঁর চালচলন ধরণধারণে আমার কি এসে যায়। আমাকে কিছু জিজ্ঞেস করবেন না।'

বিভাস একটু নির্লিপ্ত থাকার ফলে উমা রুবির সঙ্গে ফের ভাব জমাতে উৎসাহ পেল। একদিন ফিকে হলুদ রঙের এক পীস কাপড় নিয়ে গিয়ে বলল, 'দেখ তো রুবি রঙটা পছন্দ হয় না কি। ব্লাউস করব।'

রুবি বিছানায় শুয়ে শুয়ে একটা বই পড়ছিল, বলল, 'আমার পছন্দ কি আর একজনের পছন্দের সঙ্গে মিলবে? রঙটা তাকে দিয়েই বাছাই ক'রে নিস।'

উমা হেসে বলল, 'ব্লাউস তো আর সে পরবে না, আমিই পরব। তার পছন্দ অপছন্দে কি এসে যায়?'

রুবিও হাসল, 'খুব যে স্বাধীন ভর্তৃকা হয়েছিস। কিন্তু বেশবাসের ব্যাপারে ওদের পছন্দে অপছন্দে যে কিছু এসে যায় না তা বলি কি করে? আপ্ রুচি খানা, পর রুচি পরনা। মেয়েদের বেলায় সেই পর হোল পুরুষ। আর বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পরপুরুষ।'

উমা আরক্ত হয়ে বলল, 'তুই তো সব কথাই ওই একই দিকে টেনে নিস।'

রুবি বল্‌ল, 'বোস, বসে কথা বল। না কি, এ বিছনায় বসলে জাত যাবে?'

উমা ওর বিছানার পাশে বসতে বসতে বলল, 'জাত যেতে বাকি আছে না কি কিছু? পুরুষই হোক আর পরপুরুষই হোক কারো পছন্দেই আমরা চলিনে। পোষাক-আসাকটা আমরা নিজেদের পছন্দ মতই করি। আমি তো অন্তত নিজের চোখে যা ভালো লাগে তা ছাড়া অন্য কিছু পরি না। তা শাড়িই বলিস আর গয়নাই বলিস।'

রুবি বল্‌ল, 'কিন্তু নিজের চোখ কখন যে অন্যের চোখের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে নেয়, তা নিজেও টের পাসনে। আমাদের সাজ-সজ্জাটা পুরুষের চোখের দিকে তাকিয়েই তা স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই। লজ্জা হয় যখন ওদের রুচির কথা ভাবি।'

উমা জিজ্ঞাসা করল, 'কেন, ওদের রুচির দোষ কিসে দেখলি?'

রুবি বল্‌ল, 'দোষ নেই? পুরুষের মনের ধারণা ওরা খুব সুরুচি আর সূক্ষ্মরুচির লোক। কিন্তু আসলে যে তা নয় তা আমাদের বেশবাসের দিকে তাকালেই ধরা পড়ে। দেখিস নে আমাদের রঙচঙে জবরজঙ্গ পোষাক না পরিয়ে, অলঙ্কারের নামে কতকগুলি ধাতুখণ্ড আমাদের গায়ে না জড়িয়ে ওদের সৌন্দর্যবোধ তৃপ্ত হয় না? আমরা কিন্তু পুরুষের কাছে দাবী করি নে তোমরা রঙীন ধুতী পর, একরাশ চুল রাখ মাথায়, সারা গায়ে সোনা-দানা পরে বেড়াও। আমাদের রুচি যে কত সুন্দর, কত সরল আর অনাড়ম্বর তার প্রমাণ পুরুষের পোষাক।'

উমা হেসে বল্‌ল, 'মন্দ নয়। এত লোক থাকতে শেষ পর্যন্ত তুই কিনা অনাড়ম্বর পোষাকের হয়ে ওকালতি সুরু করলি—চুল থেকে নখ পর্যন্ত যার আড়ম্বরের শেষ নেই। আসলে পুরুষদের দোষ দেওয়ার কোন ছুতো পেলে তুই ছাড়তে চাসনে।'

বাবুলকে কোলে নিয়ে সুরবালা এসে ঘরে ঢুকলেন, 'নাও বাপু রাখ তোমার ছেলে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার মাজা ভেঙে গেল।'

অপ্রসন্ন মুখে ছেলেকে নেওয়ার জন্য হাত বাড়াল উমা।

সুরবালা যেতে যেতে বললেন, 'গল্প পেলে তো আর উঠতে চাও না। ওদিকে কাজকর্ম যে সব পড়ে রয়েছে।'

উমা বল্‌ল, 'কিছুই পড়ে থাকবে না পিসীমা, আমি এক্ষুনি আসছি, আপনি এগোন।'

সুরবালা বেরিয়ে গেলে উমা নিচু গলায় বল্‌ল, 'বাবারে বাবা, যদি একটু বসে থাকতে দেখল আর রক্ষে নেই। হয় ছেলে নাও, না হয় এটা কর, সেটা কর। এ যেন আমার নিজের সংসার নয়, পরের সংসারে চাকরি। সুবিধে পেলেই যেন কাজ চুরি করব।'

রুবি একটু হাসল, 'আসল কথাটা তা নয়। তোর স্বামী আর তোর শাশুড়ীর সব সময় ভয় পাছে তোকে বখিয়ে দিই। সেই রাত্রের পর থেকে তোর পিসশাশুড়ী তো আমার সঙ্গে ভালো ক'রে কথাই বলেন না।'

উমা বল্‌ল, 'দূর তা কেন। ওঁর স্বভাবই ওই রকম। বলে বলে কাজ করাতে ভারি ভালোবাসেন। সেই আসা অবধি দেখছি।'

এরপর একটু থেমে উমা বল্‌ল, 'আচ্ছা, রুবি, একটা কথা তোকে জিজ্ঞেস করব। কিছু মনে করবি না?'

রুবি উমার দিকে তাকাল, 'মনে যদিই বা করি মনে মনে করব, মুখে কিছুই বলব না। তুই কি বলবি বল।'

উমা একটু ইতস্তত ক'রে বল্‌ল, 'আচ্ছা, সেদিন নিরুপমবাবু যা বলেছিলেন তা কি সত্যি?'

রুবি বলল, 'হুঁ।'

'তোর বিয়ে হয়েছিল?'

'হয়েছিল বই কি। কেবল কি বিয়ে? বিয়ে, বাসি বিয়ে, শুভরাত্রির দশবর্জন, কিছুই বাদ ছিল না।'

'এতদিন বলিস নি কেন?'

'বলবার সুযোগ হয় নি, তুই জিজ্ঞেস করিস নি, তাই।'

উমা বল্‌ল, 'কিন্তু আজ যদি জিজ্ঞেস করি সব বলবি? কেন ছেড়ে এলি, কেন তোদের ছাড়াছাড়ি হোল?'

রুবি বল্‌ল, 'কেন, সে কথা তোদের নিরুপমবাবু সেদিন বলেন নি?'

উমা বল্‌ল, 'নিরুপমবাবু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু উনি বলতে দিলেন না। বললেন ও সব আলোচনা থাক।'

রুবি উমার দিকে একটু তাকিয়ে রইল। কথাটা সত্য কি মিথ্যা বুঝতে চাইল বোধহয়।

একটু বাদে রুবি বল্‌ল, 'তাহ'লে তো তোকে বড নিরাশ হতে হয়েছে। তা এক কাজ কর। নিরুপমবাবুকে নেমন্তন্ন কর আর একদিন। বিভাসবাবু যখন থাকবেন না বেছে বেছে তেমন একটা সময় ঠিক ক'রে নিস। তাঁর মুখেই সব শুনবি।'

উমা বল্‌ল, 'না, তোর মুখ থেকেই সব শুনতে চাই।'

রুবি একটু হাসল, 'আমার মুখ থেকে। কিন্তু আমি যে সত্যি কথা বলব তার কি মানে আছে?'

উমা বল্‌ল, 'তুই কি ইচ্ছা ক'রে আমার কাছে মিথ্যে কথা বলবি? সঙ্কোচ হবে না?'

রুবি বল্‌ল, 'ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের স্ত্রী বটে। স্বামীর কাছ থেকে শুনে শুনে খুব বুঝি মুখস্থ করেছিস? মিথ্যে বলতে সঙ্কোচ! সংসারে সত্যটাই বরং ছোট সঙ্কুচিত। মিথ্যেটাকে যত টানা যায়, তত বাড়ে। ওর প্রসারের শেষ নেই। আমার জিভটা গল্পলেখকের কলমের মত।

মিথ্যে বলতে তার লজ্জা নেই, মনোহর ক'রে বলতে পারলেই হোল। কিন্তু এবার তুই ওঠ। বাইরের এক ভদ্রলোক এক্ষুণি এসে পড়বেন।'

উমা বল্‌ল, 'কে তিনি? সেই ডাক্তারবাবু নাকি?'

রুবি বল্‌ল, 'না, ডাক্তার কম্পাউণ্ডার কেউ নয়। এক সিনেমা কোম্পানীর ডিরেক্টর। তাঁর ছবিতে নায়িকার সতীন হিসাবে আমাকে মানায় কিনা দেখতে আসবেন। আমি বলেছি, দেখুন, ভালো ক'রে বাজিয়ে নিন। সতী না সাজতে পারি, কিন্তু সতীন সাজতে খুব পারব। কি বলিস?'

উমা বল্‌ল, 'তুই সিনেমাতেও নামবি নাকি?'

রুবি বল্‌ল, 'দেখি, কথাবার্তা তো চলছে।'

একটু বাদে উমা ফের এসে আড়াল থেকে দেখে গেল রুবির ঘরে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে সত্যিই একজন আধাবয়সী ভদ্রলোক চুরুট টানতে টানতে আলাপ করছেন। তাঁর মুখোমুখি আর একটা চেয়ারে লীলায়িত ভঙ্গিতে রুবি বসে। একটু কান পাততেই উমা বুঝতে পারল আলাপ আলোচনাটা সিনেমা সংক্রান্তই।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথাবার্তাগুলি উমার আরো কিছুক্ষণ শুনবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু ছেলেকে খাওয়ানোর দোহাই দিয়ে ফের সুরবালা তাকে ডেকে নিলেন।

দিনকয়েক বাদে উমা আর একদিন সকালে চায়ে বল্‌ল রুবিকে।

রুবি বল্‌ল, 'ব্যাপার কি, এত অনুরাগ তো ভালো নয়। অতি-ভক্তিকে যেন কিসের লক্ষণ বলা হয় বিভাসবাবু?'

বিভাস খবরের কাগজ থেকে মুখ তুলে রুবির দিকে একটু তাকাল, কোন কথা বলল না।

কিন্তু কাউকে কথা না বলাতে পারলে যেন রুবির তৃপ্তি নেই। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে রুবি বল্‌ল, 'ভালো কথা মনে পড়ল, কদিন ধরেই আপনাকে জিজ্ঞেস করব করব ভেবেছি। এখনকার লোকাল গার্জেন তো বলতে গেলে আপনিই। আপনার মতামতটা নেওয়া উচিৎ। শুনেছেন বোধহয় একটা সিনেমা কোম্পানীর সঙ্গে আমার কনট্রাক্ট প্রায় হব হব করছে।'

বিভাস বল্‌ল, 'শুনলুম।'

রুবি বল্‌ল, 'শুনেছেন তো? শুনবেন নিশ্চয়ই জানি। স্বামী স্ত্রীর দুজনের চারটে কান যে কেন থাকে তা আমি ভেবে পাইনে। দুটো কান থাকলেই তো দিব্যি কাজ চলে যায়। যাকগে। আপনার মতামতটা কি?'

বিভাস কাগজ সরিয়ে রেখে নিজের কাপটা সামনে টেনে নিয়ে বল্‌ল, 'বেশ তো, নামুন না।'

রুবি বলল, 'আপনার আপত্তি নেই তাহ'লে?'

বিভাস বলল, 'না, আপনি সিনেমায় নামবেন, তাতে আপত্তির কি আছে!'

রুবি ভেবেছিল বিভাস সিনেমার বিরুদ্ধে একরাশ হিতোপদেশ দেবে। তা না শুনে একটু মনক্ষুণ্ণ হোল।

রুবি বল্‌ল, 'ও, আমি নামব বলেই আপত্তি নেই, উমা নামতে চাইলে আপত্তি করতেন বুঝি?'

বিভাস রুবির দিকে তাকাল। তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, 'না, তাও করতাম না। ওর যদি পার্টস থাকত, যদি বুঝতাম অভিনয় শিল্পের ভিতর দিয়ে ও আত্মপ্রকাশ করতে চায়, তাহলে নিশ্চয়ই আমি ওকে তাতে সাহায্য করতাম।'

রুবি ঘাড় ঝাঁকুনি দিয়ে ধমকের ভঙ্গিতে বল্‌ল, 'ফের সেই শক্ত শক্ত কথা। আত্মপ্রকাশ!'

বিভাস একটু হাসল, 'আত্মপ্রকাশ তো শক্ত বটেই।'

রুবি বল্‌ল, 'আত্মপ্রকাশ-ট্রকাশ কিছু বুঝিনে। আমার টাকার দরকার। টাকা চাই, তাই সিনেমায় কাজ করতে চাই।'

বিভাস একটু যেন আহত ভাবে বল্‌ল, 'শুধু টাকার জন্যে?'

রুবি বল্‌ল, 'নিশ্চয়ই। আপনি যে সারা দিন অফিসে কেরাণীগিরি করেন তা কিসের জন্যে শুনি? টাকার জন্যে নয়? তার মধ্যে কত পার্সেণ্ট আত্মপ্রকাশ আছে বলুন তো?'

বিভাস বল্‌ল, 'কিছু পার্সেণ্ট আছে বই কি। কিন্তু শিল্প-সাহিত্যের ভিতর দিয়ে নিজেকে আমরা আরো বেশি ক'রে এক্সপ্রেস করতে চাই।'

রুবি বল্‌ল, 'মিথ্যে কথা। সমস্ত শিল্প-সাহিত্যের মূলেও ওই একই অর্থ আর যশ। আপনি যাকে এক্সপ্রেসন বলছেন, আমি তাকে বলি একজিবিসন। আত্মপ্রকাশ নয়, আত্মপ্রদর্শন।'

বিভাস চুপ ক'রে রইল। এর সঙ্গে তর্ক ক'রে লাভ নেই। প্রতিবেশিনী হয়েও এ মেয়েটি একেবারে বিপরীত মেরুবাসিনী। কিছুতেই কাছাকাছি হবার সম্ভাবনা নেই।

কিন্তু মেয়েটি কি সত্যিই নিজের বক্তব্যে বিশ্বাস করে? নাকি

অন্যের বিশ্বাসকে ভাঙবার দিকেই ওর ঝোঁক বেশি। ও যেন পণ করেছে সংসারে যা কিছু শুভ, যা কিছু ভালো বলে আখ্যাত তাকেই ও ভেঙে টুকরো টুকরো করবে। ওর কোন উক্তি, কোন যুক্তিই বিভাসের মনের মত নয়, কিন্তু বলবার ভঙ্গিটি বড সুন্দর। ও যখন উত্তেজিত হয়, বেশ দেখায়। বড মনোহর ওর এই রুদ্রাণী রূপ।

রুবি বল্‌ল, 'ব্যাপার কি, চুপ ক'রে রইলেন যে? না, আপনার সঙ্গে ঝগড়া ক'রেও সুখ নেই। আচ্ছা উমা, এমন স্বামী নিয়ে কি ক'রে ঘর করিস বল্ তো? তোদের বুঝি ঝগডাঝাঁটি কিছু চলে না? একেবারে অবিচ্ছিন্ন যে মিলন সে তো বিরহের মতই। মাঝে মাঝে দাম্পত্য কলহ না হ'লে—'

উমা হেসে বল্‌ল, 'যা বলেছিস। তোর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে এবার একটা বড রকমের কলহ-টলহের তোড়জোড় করতে হবে।'

'মাঈজী, কাপড়া।' দোরের কাছে উড়ে ধোপা নীলমনি এসে দাঁড়িয়েছে। রুবির কথার জবাবে একটু হেসে উমা তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। ধোপার খাতাটা হাতে নিয়ে এগিয়ে যেতে যেতে বল্‌ল, 'তোমাকে নিয়ে আর পারব না বাপু। পরশু না কাপড দেওয়ার কথা ছিল। ফি সপ্তাহেই তুমি যদি এমন দেরি কর, আমাকে ধোপা বদলাতে হবে।'

খাতা খুলে কাপড়ের হিসাব মেলাতে বসল উমা।

স্ত্রীর হয়ে বিভাস জবাব দিল, 'কিন্তু সব রকম দাম্পত্য কলহই কি ভালো?'

চোখোচোখি তাকাল দুজনে। একটু আরক্ত হোল রুবির মুখ। বিভাস কি বলতে চায়, কি জানতে চায় তা সে বুঝতে পেরেছে।

একটু চুপ ক'রে থেকে রুবি বল্‌ল, 'কলহ যখন হয়, তখন ভালো মন্দের অত চুলচেরা হিসেব ক'রে হয় না। যাকগে, আমাদের যা

আলোচনা হচ্ছিল। তাহলে সিনেমার কনট্রাক্টটা ক'রে ফেলি, কি বলুন? আপনার ভাষায় যদি আত্মপ্রকাশটা সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যায়, যশ অর্থ দুইই হবে।'

বিভাস কোন জবাব দিল না।

রুবি যেন নিজের মনেই বল্‌ল, 'দেখি দিনকয়েক ঘোরাঘুরি করে, যদি ভালো লাগে, তাহলে থাকব, না হলে চলে এলেই হবে।'

বিভাস মাথা নেড়ে বল্‌ল, 'উঁহু, তাহলে তো কিছুই হবে না। যশই চান, আর অর্থই চান, আপনাকে লেগে থাকতে হবে।'

রুবি বল্‌ল, 'ওইটে পারব না। লেগে থাকা-টাকা আমার স্বভাবের মধ্যে নেই। পৃথিবীর সব জিনিস দেখে বেড়াব, সব জিনিস চেখে বেড়াব এই আমার ইচ্ছে। পেশা বদলাব পোষাক বদলাব আর রোজ রোজ নিজেকে বদলাব। নিত্য নতুন জগৎ, নিত্য নতুন জন্ম। এক জন্মে হাজার জন্মের স্বাদ নিয়ে তবে মরব।'

বিভাস একটু হাসল, 'বদলানো কি অত সহজ? শুধু কি মুখের কথায় অমন ক'রে জন্মান্তর গ্রহণ সম্ভব হয়?' যে বৈচিত্র্যের কথা বললেন তার স্বাদ কতক্ষণ থাকে? যতক্ষণ জিভের ওপর কথাটুকু থাকে ততক্ষণ; তারপর ফের সব বিস্বাদ হয়ে যায়।'

রুবি অসহিষ্ণু হয়ে বল্‌ল, 'দেখুন অমন ক'রে ভয় দেখাবেন না। পুলিশী আর মাষ্টারী ছাড়া কি আপনি আর কিছু করতে জানেন না? আর্টিস্টের মত কথা বলুন তো? আর্টিস্ট হন তো।'

বিভাস রুবির দিকে তাকাল, 'আমি তো আর্টিস্ট নই। আর্টিস্টের মত কথা আমার মুখ থেকে কি ক'রে বেরুবে বলুন। আর্টিস্ট কি ঠিক হতে চাইলেই হওয়া যায়। আমি তো পারলাম না। সুর বলুন, রং বলুন, ভাষা বলুন—নিজেকে প্রকাশ করবার মত কোন মিডিয়মই তো আমার নেই।'

রুবি বিস্মিত হয়ে বিভাসের মুখের দিকে তাকাল। এ তো ঠিক মাস্টারের ধমক নয়। এযে অবলম্বনহীন কোন বন্দী মূক শিল্পীরই আত্মবিলাপ। এ বিলাপ জাতশিল্পীরও। মাধ্যম ঠিক পেয়েও পাওয়া যায় না, মুঠির ভিতরে এসেও সে বার বার পালায়, বার বার ছেড়ে যায়।

রুবি একটু চুপ ক'রে রইল। তারপর ফের হালকা সুরে বল্‌ল, 'বাঁচা গেছে আপনি আর্টিস্ট হননি। নিজেও বেঁচেছেন, পাড়াপড়শী-দেরও বাঁচিয়েছেন।'

বিভাস বল্‌ল, 'কি রকম?'

রুবি বল্‌ল, 'দেখুন আর্ট-এর ওপর আপনার যেমন শ্রদ্ধা আছে আমার তেমন নেই। এই সব ছোটখাট মেজসেজ আর্টিস্টদের ওপর তো নেইই। আমার কি মনে হয় জানেন? সাধারণ একজন আর্টিস্ট হওয়ার চাইতে সাধারণ একজন সৎ গৃহস্থ হওয়া অনেক ভাল। তার মধ্যে আর কিছু না হোক সুস্থ আত্মস্থ একজন ভদ্রলোককে পাওয়া যায়। সাধারণ আর্টিস্টদের মধ্যে যা মেলে না।'

রুবির মুখে সুস্থ আত্মস্থতার কথা শুনে বিভাস একটু বিস্মিত হোলো। বল্‌ল, 'তা মিলবে না কেন?'

রুবি যেন নিজের মনেই বল্‌ল, 'মিলল তো না।'

বিভাস চুপ করে রইল। অপ্রীতিকর কোন পূর্বঅভিজ্ঞতা যেন রুবির মুখে ছায়া ফেলেছে।

একটু বাদে রুবি ফের মুখ তুলল, 'মেলে না। এই সাধারণ আর্টিস্টের মত এমন অসাধারণ দাম্ভিক হিংসুটে ছোট নীচ প্রকৃতির মানুষ আমি আর দেখিনি। একটু লিখতে পারেন, একটু আঁকতে পারেন, একটু গাইতে পারেন, তবে আর কি, তাই নিয়ে আত্ম-প্রসাদের সীমা নেই, সীমা নেই অহঙ্কারের। একটু সুরে, একটু রঙে,

কি কলমের একটু আঁচড়ে যেন জীবনের সব দোষ ঢাকা পড়ে যায়, সব দুর্বলতা, সব অক্ষমতা চাপা পড়ে।'

বিভাস বল্ল, 'কিন্তু—'

রুবি তাকে বাধা দিয়ে বল্ল, 'কিন্তু তা ঠিক চাপা পড়ে না বিভাস বাবু, অনেক আর্টিস্ট আবার তা চাপতে চানও না। সেই কলঙ্কই যেন সব, সেই অসম্পূর্ণতাই যেন তাঁদের অহঙ্কার, তাঁদের অলঙ্কার। তার ওপরই তাঁরা রং মাখান, তাই নিয়েই তাঁরা ছন্দ গাঁথেন। আশ্চর্য!'

আর্টিস্টদের নিন্দায় বিভাস মনে মনে একটু খুসি না হয়ে পারল না। সেই সঙ্গে একথাও অনুভব করল, রুবির ব্যবহারিক জীবনে যত অমিতাচারই থাক, সুস্থ সম্পূর্ণতার একটা অস্পষ্ট আদর্শ প্রচ্ছন্নভাবে ওর মনের মধ্যেও আছে। আর তার সঙ্গে মিল আছে বিভাসের। সেই তিল প্রমাণ মিলের কল্পনা তার সমস্ত মনকে রঞ্জিত ক'রে তুলল।

এবার বিভাস একটু তরল সুরে বল্ল, 'অথচ এত সব জেনেও আপনি আমাকে আর্টিষ্ট হ'তে বলছিলেন?'

রুবি ভ্রূভঙ্গি ক'রে বল্ল, 'বলছিলাম না কি? ওমা কখন বললাম! কই মনে পড়ছে না তো? এই আমার এক মস্ত দোষ। এক মুহূর্ত্তে যা বলি, পরের মুহূর্তে তা মনে রাখতে পারিনে।'

বিভাস বল্ল, 'আর সেইজন্যেই বার বার নিজের কথা contradict করেন।'

রুবি বল্ল, 'করি নাকি? তা করলামই বা। নিজেকে repeat করার চেয়ে নিজেকে contradict করা ঢের মজার। It is more interesting।'

ধোপার কাপড় মিলিয়ে, ডেয়ারীর সাইকেল আরোহী ছোকরার কাছ থেকে দুধ রেখে, আরো টুক-টাক দু'একটা ঘরের কাজ সেরে উমা দু'দুবার এসে ঘুরে গেছে। রুবির সঙ্গে বিভাসের আলোচনার

শেষই হয় না মোটে। এবার বাজারের পুরোণ থলিটা হাতে ক'রে সোজা স্বামীর সামনে এসে দাঁড়িয়ে উমা রুষ্টভাষায় বলল, 'ছুটির দিন বলে শুধু কি গল্প করলেই পেট ভরবে? বাজার-টাজার করতে হবে না আজ?'

হঠাৎ রসভঙ্গ হওয়ায় বিভাস প্রথমে একটু অসন্তুষ্ট ভঙ্গিতে স্ত্রীর দিকে তাকাল। তারপর তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে হেসে বল্‌ল, 'করতে তো হবেই। কি কি আনতে হবে বল?'

উমা রুবির দিকে তাকিয়ে বল্‌ল, 'কেন, আমি বলব কেন? এতক্ষণ ধ'রে যে এত কথা বলল সে বলতে পারে না?'

রুবি হেসে বল্‌ল, 'খুব যে ভয় দেখাচ্ছিস। পারবে না কেন। সে বুঝি আর ঘরসংসার ক'রে খায় না। কি কি আনতে হবে আমার কাছে শুনুন বিভাস বাবু। তরকারি, পান আর মাছ, মাছটা যেন খুব বড় আর তাজা হয়।'

বিভাস বল্‌ল, 'তা হবে, সেই সঙ্গে আপনার নিমন্ত্রণটাও হয়ে যাক।'

বিভাসের গলায় উল্লাস ফুটে উঠল। কিন্তু রুবি আড়চোখে দেখল উমার মুখে গাম্ভীর্য থমথম করছে। কিসের যেন একটা ছায়া পড়ল রুবির মুখে। বিভাসের দিকে তাকিয়ে বল্‌ল, 'নিমন্ত্রণ থাক বিভাস বাবু। কারো নিমন্ত্রণ আমার সয় না।'

কাউকে আর কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে রুবি উমাদের ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল।

প্রবীণ পরিচালক প্রমথ দত্ত কিছুদিন রুবির সঙ্গে আলাপ করলেন, চা খেলেন, নিজের নির্জন ফ্ল্যাটে একদিন সন্ধ্যাবেলায় চা খাওয়ার নিমন্ত্রণ ক'রে সিনেমা শিল্পের ভবিষ্যৎ নিয়ে রুবির সঙ্গে অনেকক্ষণ ধ'রে আলোচনাও করলেন। তারপর বললেন, 'দেখুন আমার হাতে তো এখন কোন ছবি নেই। পার্টি আসছে আর পিছিয়ে যাচ্ছে। এ লাইনে এত shy হয়েছে capital যে বলবার নয়। ইস্ট পাকিস্তানের মার্কেট বন্ধ হবার পর থেকে ইণ্ডাস্ট্রিটা একেবারে গেছে।'

বেশ সুসজ্জিত ড্রয়িংরুম। মেঝের ওপর গালিচা পাতা। নানা ধরণের চেয়ার সোফা কৌচে সাজানো। দেয়ালে খ্যাতনামা বিদেশী ডিরেক্টার আর অভিনেতা অভিনেত্রীদের ফটো।

রুবি বলল, 'কিন্তু এ ইণ্ডাস্ট্রিকে যেতে দিলে তো চলবে না। একে তো বাঁচিয়ে রাখতে হবে।'

প্রমথবাবু উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'আলবৎ রাখতে হবে। জানেন, এতদিন শুধু কাগজের ওপর সাহিত্য চর্চা চলেছে। কিন্তু এই প্রায়-নিরক্ষর দেশে সেই আক্ষরিক সাহিত্য, সেই আক্ষরিক সংস্কৃতি কজন লোকের কাছে পৌঁছল? এখন থেকে **we shall write on seluloieds.** এই সিনেমাই হবে সত্যিকারের লোক-শিল্প, লোক-সাহিত্য। ওকি, আপনি বেছে বেছে ওই শক্ত চেয়ারটার ওপর বসেছেন কেন। এই সোফাটা নিন না।'

প্রমথ বাবু তাঁর সব চেয়ে কাছের আসনটা দেখিয়ে দিলেন।

রুবি সঙ্গে সঙ্গে উঠে এল না; বলল, 'এই বেশ আছি, আপনি বলুন।'

প্রমথবাবুর মুখে একটু যেন কাঠিন্যের ছাপ লাগল। অপমানের ছোঁয়াচ লাগল মনে। কিন্তু পরক্ষণেই সামলে নিয়ে স্মিতমুখে বললেন, 'হ্যাঁ, কি বলছিলাম—

রুবি বল্‌ল, 'বলছিলেন লোক-সাহিত্যের কথা। কিন্তু লোককে আপনারা দিচ্ছেন কি? সস্তা সেন্টিমেণ্ট আব সেক্স অ্যাপীল—'

প্রমথবাবু বললেন, 'এই ধরতাই বুলিগুলি আপনারও জানা আছে দেখছি। কিন্তু আপনাকে যদি একজন ডিরেক্টরের আসনে বসিয়ে দেওয়া যায় দেখবেন আপনিও এই সবই দিচ্ছেন। এ বড় vicious circle. প্রডিউসারের পয়সাটা যাতে ঘরে আসে সে ব্যবস্থা ছবির মধ্যে আপনাকে রাখতেই হবে। না হ'লে এখানে আপনি টিঁকতেই পারবেন না। You will be kicked out. কোন সুযোগই পাবেন না আপনি, তখন কোথায় থাকবে আপনার উন্নতি প্রগতি আব শিক্ষা সংস্কৃতি। একটু একটু করে দেশের রুচি বদলাতে হবে। কেবল দিলেই তো হবে না, তাদের নিতেও শেখান চাই। তিল থেকে রাতারাতি তাল গাছ বেরুবে না।'

রুবি বল্‌ল, 'আচ্ছা আপনার কি মনে হয় না, এই সস্তা সিনেমা-শিল্প লোকের শিল্পবোধকে নামিয়ে আনছে, উচ্চাঙ্গ সাহিত্যের আদর কমে যাচ্ছে এর জন্যে। আগেকার সাধারণ লেখাপড়া জানা আমাদের মা ঠাকুরমারাও ঘরে বসে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা উপভোগ করতেন। এখন মা ঠাকুরমা তো দূরের কথা, বাপ দাদা ভাই বোনদের মধ্যেই বা কজন বঙ্কিমচন্দ্র পড়েন? একটা অতি বাজে জোলো সিনেমা-সংস্করণ দেখে দুধের সাধ সবাই মিলে ঘোলে মিটিয়ে আসেন।'

প্রমথবাবুকে একটু যেন অসহিষ্ণু দেখাল, সুন্দর সৌখীন এ্যাসট্রের মধ্যে চুরুটের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন, 'আমাদের দেশের ভাল সাহিত্যের যদি ভালো রিপ্রেজেণ্টেশন না হয়ে থাকে সে দোষ তো

আর সিনেমা-শিল্পের নয়। যাঁরা ভালো ক'রে করতে পারলেন না সে দোষ তাঁদের। দেখুন এর মধ্যে অনেক element আছে। প্রচুর টাকা চাই, সময় চাই, experiment করবার সুযোগ চাই, ব্যাপারটা তো একজনের নয়, এ একটা group art. আমার একজন সাহিত্যিক বন্ধুকেও সেদিন এই কথাই বলছিলাম। কেবল সাহিত্য আর সাহিত্য। আরে artএর form হিসাবে সাহিত্য কি চিরকাল ছিল, না, চিরকাল থাকবার বর নিয়েই সে এসেছে? মানুষের যেদিন অক্ষরজ্ঞান ছিল না তখনও মানুষ কাঠ কুঁদে, পাথর কুঁদে মূর্তি গড়েছে; গুহা-গহ্বরের দেওয়ালে ছবি এঁকেছে, তখন সেই সব formই ছিল প্রধান।'

রুবি বল্‌ল, 'সে তো অতি আদিকালের কথা।'

প্রমথবাবু বললেন, 'উত্তরকালেও যে তাই হবে না কে বলতে পারে। হয়ত অক্ষর-শিল্প, ভাষা-শিল্প কালে কালে অপ্রধান এমন কি obsolete হয়ে যাবে। তাতে আক্ষেপের কি আছে; যদি অন্য কোন শিল্প তাকে replace করে?'

রাত হয়ে যাচ্ছিল, রুবি ব্যক্তিগত কথায় ফিরে এল, 'মক্ষীরাণী' নামে যে আপনি একটা নতুন ছবি করছেন, তাতে আমাকে নেবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। সেটার—'

প্রমথবাবু বললেন, 'না, ও ছবিতে সুবিধে হোল না। Casting সব হয়ে গেছে। পরের ছবিতে বরং আপনাকে একটা চান্‌স্ দিতে চেষ্টা করব। অবশ্য ততদিন যদি আপনার আগ্রহ আর উৎসাহ বজায় থাকে তবেই। আসবেন মাঝে মাঝে।'

প্রমথবাবু বিদায় নমস্কার জানালেন।

বেরিয়ে এসে রুবির অনুশোচনা হ'তে লাগল। এমন ক'রে চান্‌সটা হাতছাড়া হবে সে আশঙ্কা করেনি। আগে যদি জানত

গোড়া থেকে না হয় পরিচালকের আর একটু মনস্তুষ্টির চেষ্টা করত। সিনেমার পক্ষ সমর্থন ক'রে কথা বলত। হোল না। রুবির জায়গায় যে চানস্ পেল সেও রুবির মত নতুন। হয়তো রুবির চেয়ে একটু কম বয়সী। মুখখানা কাঁচা কাঁচা। কিন্তু কাজ বাগাবার পক্ষে খুবই পাকা। প্রতিযোগিতায় হেরে গেল রুবি। এই পরাভবের দুঃখ তাকে স্থির থাকতে দিল না।

খোঁজ খবর নিতে নিতে আরো একটা সোর্স বেরিয়ে পড়ল। সদ্য মুক্ত 'মায়ামৃগ' ছবিতে যে প্রতিনায়কের ভূমিকায় নেমে যশস্বী হয়েছে সেই সুবিমল মুখুয্যে রুবির চেনা। স্কটিশে পড়েছে একই সঙ্গে। ঠিকানা যোগাড় ক'রে তাকে চিঠি লিখল রুবি। সুবিমল পরিচয় স্বীকার ক'রে জানাল, 'ষ্টুডিওতে এসো। আমার আর একটা ছবির সুটিং হচ্ছে। ডিরেক্টরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। আরো অনেকের সঙ্গেই আলাপ পরিচয় হবে। এতদিন চুপচাপ কি করছিলে, সিনেমাই তো তোমার লাইন।'

উৎসাহিত হয়ে পরদিনই রুবি টালিগঞ্জের ট্রাম ধরল।

সুবিমলের চেহারার বিশেষ কোন বদল হয়নি। লম্বা ছিপছিপে শরীর। ফর্সা রঙ। ব্যাক ব্রাস করা চুল। চোখ মুখের চাতুর্য আরো যেন বেড়েছে।

সুবিমল রুবিকে আপ্যায়ন ক'রে ভিতরে নিয়ে গিয়ে বলল, 'বয়সটাকে একটা দিনও বাড়তে দাওনি দেখছি।'

রুবি বলল, 'আমিও তো সেই কথাই বলছিলাম।'

প্রৌঢ় ডিরেক্টরও রুবির সঙ্গে আলাপ করে খুব খুসি হলেন, বললেন, 'এ লাইন তো আপনাদের জন্যেই। আপনারা শিক্ষিতা ভদ্র ঘরের মেয়েরা যত এখানে বেশি ক'রে আসবেন, তত এখানকার atmosphere বদলাবে।'

সুবিমল বল্‌ল, 'মিস রায়কে এই ছবিতেই একটা চান্‌স্‌ দিতে হবে মিঃ মল্লিক।'

মিঃ মল্লিক টেকো মাথা চুলকে বললেন, 'এই ছবিতে? কিন্তু সে বড় শক্ত ব্যাপার সুবিমলবাবু। আচ্ছা দেখি প্রডিউসারকে বলে টলে।'

সুবিমলের প্রভাব যথেষ্টই আছে দেখা গেল। সে শুধু ছবির একজন প্রধান অভিনেতা নয়, মিঃ মল্লিকের প্রিয় সহকারীও। একদিন তাঁর গাড়িতে ক'রে সুবিমল আর রুবি গঙ্গার তীর দিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত বেড়িয়ে এল। চা খেল আউটরাম ঘাটের কাফেতে।

দিন কয়েক আলাপ পবিচয়ের পবে কনট্রাক্ট জুটল একটা। টাকা কম। পার্টও খুব ছোট। নিম্ন-মধ্যবিত্ত দরিদ্র কেরাণীর ঘরের সাধ্বী স্ত্রী। গুটি দুই ছেলে মেয়ের লালন পালন, স্বামীর সঙ্গে দৈনন্দিন মিলন কলহের চিত্র।

রুবি ভ্রূ কুঁচকে বল্‌ল, 'বেছে বেছে এই পার্ট দিলে আমাকে?'

সুবিমল হেসে বল্‌ল, 'তাতে কি, উর্বশীরাই গৃহলক্ষ্মীর ভূমিকায় ওস্তাদ বেশি, তা ছাড়া তোমার একেবারে অভিজ্ঞতা না আছে তাতো নয়। বিয়েটিয়ের মত কি যেন একটা ঘটেছিল তোমার।'

আশ্চর্য, খববটা কি সবাই জানে? খবরটা কি কেউ ভোলেনি?

রুবি সংক্ষেপে বল্‌ল, 'সেটা অঘটন।'

পরম উৎসাহে কাজে লেগে গেল রুবি। যেদিন শুটিং বন্ধ থাকে সুবিমলের বাড়িতে যায় রিহার্সেলের জন্য। রাত হয়ে গেলে সুবিমল ওকে পৌঁছে দিতে আসে।

বিভাসের ঘরে আর আলোচনার বৈঠক বসে না। রুবির সময় নেই। উমা একদিন ঠাট্টা ক'রে বল্‌ল 'খাল কেটে কুমীর ঘরে আনলে,

তুমিই তো পরামর্শ দিয়েছিলে সিনেমায় ঢোকার। অবশ্য তুমি নিষেধ করলেও যে খুব বেশি সুবিধে হোত তা নয়।'

বিভাস গম্ভীর হয়ে বল্ল, 'হুঁ।'

রুবি কিন্তু উমার সঙ্গে ফের মেলামেশা সুরু করল। অবসর মত এসে এসে ওর ঘর গৃহস্থালী দেখে। আদর ক'রে কোলে নেয় বাবলুকে। খাওয়ায়, কাজল পরায় চোখে।

উমা অবাক হয়ে বল্ল, 'ব্যাপার কি, আমার বাবলুর কপালে যে এত সুখ। ওদিকে বাবলুর বাবা যে মুখ ভার করে মনেব দুঃখে বনে বনে ফিরছে। একটু ফিরেও দেখতে নেই বুঝি।'

রুবি বল্ল, 'ওরে বাবা, ফিরে দেখলে তুই আমার চোখ কানা ক'রে ফেলবিনে? আমি ঘরকন্না আর মাতৃস্নেহের রিহার্সেল দিচ্ছি উমা। দেখ তো হচ্ছে নাকি?'

উমাকে নিজের ভূমিকার ধরণটি রুবি বুঝিয়ে বল্ল।

উমা হেসে বল্ল, 'ও, রিহার্সেল, তাই বল। তা ছেলে নিয়েই শুধু ঘরকন্না হয় না। ছেলের বাবার সঙ্গেও তো এক আধটু বিহার্সেল দিতে হয়।'

রুবি মাথা নেড়ে বল্ল, 'উঁহু, ভালো মানুষ দেখিয়ে দিলি। রিহার্সেল দেওয়াব যোগ্য লোকই বটে। হয়তো অভিনয়টাকেই সত্যি কিছু একটা ভেবে বসবেন। আর বাবলুর মা আসবে লাঠি নিয়ে, তাব চেয়ে বাবলু সোনাই আমাব ভালো।'

বলে আদর ক'রে বাবলুর ঠোঁটে চুমু খেল রুবি। কিন্তু চুমু খেতে খেতে অভিনয়ের মহড়া বলে যেন মনে হয় না। অদ্ভুত স্বাদ শিশুর তুলতুলে দুটি ঠোঁটের।

বাইরের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ।

বাবলুকে কোলে নিয়েই রুবি নিজের ঘরে ঢুকল। তারপর দরজার খিল খুলে দিল।

ডাক্তার দে। কালো মোটাসোটা ভদ্রলোক। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি।

'ছেলেটি কার?'

লজ্জিত হয়ে বাবলুকে তাড়াতাড়ি কোল থেকে নামিয়ে দিয়ে বলল 'পাশের ঘরের। এস, ভিতরে এস।'

ডাক্তার দে বললেন, 'সত্যি আসব?'

রুবি বলল, 'বাঃ এতদূর এসেছ কি বাইরে থেকে চলে যাবার জন্যে?'

ডাক্তার দে বললেন, 'এখন চলে গেলেই বুঝি ভালো হয়?'

রুবি বলল, 'তা কেন হবে? এস, বসে বিশ্রাম করো।'

ডাক্তার দে ঘরে ঢুকে ঈজিচেয়ারটায় বসলেন। এই চেয়ারে এর আগেও অনেক দিন বসেছেন। কিন্তু আজকের আসনটা মোটেই সুখাসন নয়।

রুবি বলল, 'অত উসখুস করছ কেন? চেয়ারটায় ছারপোকা আছে নাকি?'

ডাক্তার দে বললেন, 'ছারপোকা আছে, চেয়ারে নয়—তোমার জিভে।'

রুবি গম্ভীর মুখে বলল, 'আমার পোকা আমাকেই কুঁড়ে খাবে, তোমার তাতে কি!'

ডাক্তার দে বললেন, 'আজ এই কথা বলছ! কিন্তু ছারপোকার চেয়েও বড় পোকার উপসর্গ যখন ঘটেছিল তখন আমারই কাছে ছুটে গিয়েছিলে—সে উপকারের কথা তুমি ভুলে গেছ?'

রুবির চোখ জলে উঠল, 'উপকার? বিনা ভিজিটে উপকার করেছ তুমি? দুবছর ধ'রে তার শোধ নাওনি?'

রুবির রুদ্রমূর্তি দেখে ডাক্তার দে একটু নরম হলেন, বললেন, 'একেবারে দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ করেছ যে?'

রুবি শান্তভাবে জবাব দিল, 'কি করব বল, সময় হয়ে ওঠে না। একটা সিনেমায় কাজ করছি। তাই নিয়ে খুব ব্যস্ত।'

ডাক্তার দে বললেন, 'তা জানি। সেদিন দেখলাম ফর্সা মত সুন্দর-পানা একটি ছেলের সঙ্গে গাড়িতে ক'রে ঘুরছ। ওইটিই বুঝি তোমার **latest co-actor**?'

রুবি বলল, 'গাড়িতে নিয়ে ঘুরবার সুন্দরপানা ছেলেব তো অভাব নেই। তুমি কোন্‌টির কথা বলছ কি ক'রে বুঝব?'

ডাক্তার দে বললেন, 'বুঝেছ ঠিকই। সুন্দরপানা ছেলেব অভাব নেই তা সত্যি। তোমার এখান থেকেই আরো কটিকে নিরাশ হয়ে আমি ফিরে যেতে দেখেছি। তাদের কেবল মুখই রাঙা নয়, চোখও রাঙা। কিন্তু রাঙা রাঙা ছেলেরা একেক সময় বড় কুৎসিৎ কাজ ক'রে বসে রুবি। এই আজকের কাগজেই দেখলাম ফ্রী স্কুল স্ট্রীটে একটি এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে খুন হয়েছে।'

রুবি মুহূর্তকাল ডাক্তার দের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, তারপর অদ্ভুত হেসে বলল, 'তা খুন হলেও আমাকে তুমি বাঁচিয়ে তুলতে পারবে। যে ধন্বন্তরী ডাক্তার তুমি। সাধারণ সর্দি কাশিতে তাইতো তোমাকে আজকাল ডাকিনে। তোমার জন্যে সেই মারাত্মক দিনের প্রতীক্ষায় আছি। একটু বোসো, চা ক'রে আনি।'

কিন্তু ডাক্তার দে মুখ কালো ক'রে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'না, চা আজ থাক। খুন হলে সত্যিই কিছু আর করতে পারব না। তবে

যত ওছা ডাক্তারই হই জখম টখম হলে খবর দিয়ো, আসব। ভয় নেই, তোমার কাছ থেকে ভিজিট নেওয়ার প্রবৃত্তি আমার গেছে।'

ডাক্তার দে খোলা দোর দিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন।

বালিশ বুকে চেপে বিছানার ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল রুবি।

কেবল ঝগড়া, কেবল কলহ। কারো সঙ্গেই বনিবনা হচ্ছে না। পৃথিবী ভরে কেবল শত্রু বাড়ছে। দিল্লী যাওয়ার আগে দিব্যেন্দুও ঝগড়া ক'রে গেছে। আজ ডাক্তারও গেল। অথচ অনেক অসুখ বিসুখে ডাক্তার রুবিকে দেখেছে! ওষুধ পথ্য জুগিয়েছে। শুশ্রূষার ব্যবস্থা করেছে। সেই উপকারী বন্ধুকেও আজ বলতে হোল 'যাও।' ডাক্তারের এই উৎকট নগ্ন ঈর্ষা, আর এই অপমানকর কথাবার্তা রুবি কি ক'রে সহ্য করবে? মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে গেল ডাক্তার। যেন মৃত্যুকে সে ভয় করে। কাউকে ভয় করে না রুবি। মৃত্যুকেও নয়।

পুরুষদের এই পরস্পারের ঈর্ষার কথা ভেবে রুবি এর আগে ভারি মজা পেত। দুটি পুরুষ যখন তাকে উপলক্ষ ক'রে নিজেদের মধ্যে রেষারেষি করে তখন যেন নিজের মূল্য বাড়ে, গৌরব বাড়ে। রুবির জন্য দুই বন্ধুর বন্ধুত্ব ভেঙেছে, শ্যালক ভগ্নীপতির মধ্যে হাতাহাতি হয়েছে। দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখেছে রুবি, মরুক ওরা। দাঁত আর নখের ব্যবহারে পশুর চেয়েও হিংস্র হয়ে উঠুক ওরা। কিন্তু আজকাল বড় ক্লান্তি লাগে। পুরুষদের এই কাড়াকাড়ি মারামারিটাও যেন বড় একঘেয়ে হয়ে গেছে। রুবির মনের সেই কৌতুক বোধ আর নেই। কৌতুকচ্ছটার মধ্যে দূষিত রক্তের ছিটে লাগে। আর ভালো লাগে না। আর ভালো লাগে না রুবির। সব ফের একঘেয়ে আর গতানুগতিক হয়ে যাচ্ছে। নতুন জগৎ, নতুন জন্ম, সে কোথায়?

পরদিন রুবির দাদা নিরঞ্জন এল সকালে। বলল, 'এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম। তোর খোঁজ নিতে এলাম।'

রুবি বলল, 'বোসো, বউদি ভালো আছে ?'

নিরঞ্জন একটা চেয়ার টেনে গম্ভীর মুখে বলল, 'না ভালো কই। অসুখ বিসুখে ভুগছে। খোঁজখবর তো আর নিবিনে।'

রুবি বলল, 'খোঁজখবর তোমরাই যেন কত নাও।'

খোঁচা খেয়ে নিরঞ্জন রেগে উঠল, 'খোঁজ নেওয়ার কি মুখ রেখেছিস যে নেব ? আবার নাকি কোন একটা সিনেমায় নামছিস ?'

রুবি একটু হাসল, 'এসব খবর তো খুব রাখছ। যদি নেমে থাকি তাতে দোষ কি ?'

নিরঞ্জন বলল, 'না, তোর কিছুতেই দোষ নেই।'

রুবি বলল, 'নেইই তো, কত ভদ্রঘরের মেয়ে এতে কাজ করছে না আজকাল ? এই বেকার সমস্যার দেশে আয়ের একটা নতুন এভেনিউ যদি খুলে যায় সে কি ভালো নয় ?'

নিরঞ্জন বলল, 'হুঁ, কত ভালো যে শেষ পর্যন্ত থাকে তা জানতে আর বাকি নেই। যাক কথাটা তাহলে সত্যি ?'

রুবি বলল, 'হুঁ।'

নিরঞ্জন বলল, 'মা বিশ্বাস করতে চাইছিলেন না। তাঁর কাছে তো মেয়ের কোন দোষও নেই, কোন অপরাধও নেই। লোকে কেবল তাঁর মেয়ের বিরুদ্ধে বানিয়ে বানিয়ে বলে। কিন্তু সিনেমার কথাটা অন্তত বানানো নয়।'

রুবি বলল, 'না, সত্যি।'

নিরঞ্জন ব্যঙ্গের ভঙ্গিতে বলল, 'শুনে খুসি হলাম। ছবি released হলে একটা complimentary card টার্ড পাঠাস। গিয়ে দেখে আসব।'

কিন্তু ছবি released হবার তর সইল না। সপ্তাহ খানেকের মধ্যে এক কাণ্ড ঘটে গেল। অন্য দিনের মত আজও বিকালে ষ্টুডিওর

ড্রেসিং রুমে নিজের সিল্কের শাড়িটা বদলে নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরে বউয়ের উপযুক্ত আটপৌরে আধ ময়লা একখানা পুরোণো শাড়ি পরেছে, হাতে শাঁখা, আর সিঁথিতে সিঁদুর পরে ষ্টুডিওর তৈরী স্বামীর ঘরে ঢুকবার জন্য সবে পা বাড়িয়েছে, সুবিমল এসে বলল 'থাক, আর দরকার নেই, শাড়ি পালটে নাও রুবি, আজ স্যুটিং বন্ধ।'

রুবি বিস্মিত হয়ে বলল, 'সে কি, অন্য আর্টিষ্টরা সব এসে গেছেন, আজ নাকি তোমাদের দুটো সট নেওয়া হবে; স্যুটিং বন্ধ মানে?'

সুবিমল গম্ভীর মুখে বলল, 'এসো, বলছি।'

তারপর সুবিমল যা বলল সে বড নৈরাশ্যকর ব্যাপার। এ ছবির স্যুটিং যে শুধু আজই বন্ধ রইল তা নয়, কোন দিন যে আবার সুরু হবে তেমন আশাও কম। তিনজন অংশীদার মিলে নতুন কোম্পানী খুলেছিলেন। একজন টাকা দিয়েছেন। সর্তমত আর দুজন দিচ্ছেন না, কেবলই গড়িমসি করছিলেন। এই নিয়ে অংশীদারদের মধ্যে কদিন থেকেই মনোমালিন্য চলছিল, আজ চূড়ান্ত বিরোধের ফলে একেবারে যবনিকা পড়ল। ডিরেক্টর মল্লিক যথেষ্ট চেষ্টা করেছিলেন মিটমাটের। কিন্তু কাজ হয়নি। একজন অংশীদারের কোন পাত্তাই নেই। আর একজন অসুস্থতার অজুহাতে ঘরের বার হচ্ছেন না। এদিকে কোম্পানীর ব্যাঙ্ক ব্যালান্স্ একেবারে শূন্যে এসে ঠেকেছে। মিঃ মল্লিক তবু আজকের স্যুটিংটা শেষ করবার জন্য প্রডিউসারকে অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু তিনি চটে গিয়ে বলেছেন 'না, মশাই, আর একটি পয়সাও না। একটি পয়সাও আর ব্যয় করবার শক্তি নেই আমার।'

আজ আর গাড়ি কি ট্যাকসীর ব্যবস্থাও হোল না। ট্রামেই উঠতে হোল সুবিমলের সঙ্গে।

ওর পাশে বসে হতাশ ভঙ্গিতে রুবি বলল, 'তাহলে এ ছবির আর কোন আশাই নেই ?'

সুবিমল সিগারেট ধরাতে ধরাতে বলল, 'বলা শক্ত। যদি আর কারো কাছে বেচে দেওয়া যায়, যদি নতুন কোন ফাইন্যানসিয়ার জোটে। সবই সুদূর সম্ভাবনা। এখনকার মত তো সাত বাঁও জলের নিচে পড়ল।'

ধর্মতলার মোড়ে নামল দুজনে।

সুবিমল রুবির মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'তুমি যে একেবারে মুষড়ে পড়লে দেখছি। চল একটু চা খেয়ে চাঙা হয়ে নেবে।'

রুবি বলল, 'না, এখন আর চা খাব না। কিছু ভালো লাগছে না সুবিমল।

সুবিমল বলল, 'ভালো কি আমারই লাগছে ? এই ছবিটার ওপর কত ব্যাঙ্ক করেছিলাম আমি জানো ? এই কনট্রাক্টের দোহাই পেড়ে পেড়ে কত যে ধার করেছি তুমি শুনলে শিউরে উঠবে। তোমার আর কি। দু'তিন দিনের সুটিং কটা টাকাই বা পেতে। আমার যা হোল—'

রুবি বলল, 'তা তো ঠিকই। আমি এবার যাই।'

সুবিমল বলল, 'যাবে মানে ? একটু চা টা না খেয়ে কি যাওয়া যায় নাকি ? আরে লোকসান তো সবারই হোল। সেই লোকসান ভুলে থাকবার জন্যেও তো কিছু একটা চাই। চল একটু ঠোঁট ভিজিয়ে নেবে। এর পর কবে আবার দেখা সাক্ষাৎ হবে, কে কোথায় ছিটকে পড়ব—'

রুবি ক্লান্ত, একটু বা বিরক্ত হয়ে বলল, 'না সুবিমল। আজ আর কিছু ভালো লাগছে না আমার।'

হাতটা ছাড়িয়ে নিল রুবি।

সুবিমল একটুকাল রুবির দিকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'হুঁ, আচ্ছা যাও। কিন্তু যদি উন্নতির আশা থাকে শুধু নগদ বিদায়ের দিকেই চোখ রেখনা। ভবিষ্যৎ বলেও একটা জিনিস আছে। তা ছাড়া চা টা তোমার আমার কাছে এমন কিছু নতুন পানীয় নয়। ওটা ভালো লাগলেও খেতে হয় না লাগলেও খেতে হয়, এই দস্তুর।'

রুবি বলল, 'তোমার অনুরোধটা রাখতে পারলাম না, কিন্তু উপদেশটা মনে রাখব সুবিমল। আচ্ছা, আজ চলি।'

চলন্ত বাসটা থামিয়ে রুবি হাতল ধরবার জন্য হাত বাড়াল।

পৌষের মাঝামাঝি থেকেই সহরে ব্যাপকভাবে বসন্ত সুরু হয়েছিল। সমস্ত মাঘ মাসটায় তার প্রকোপ আর প্রসার দুই-ই বাড়ল। বিভাসদের বাড়িটা এপর্যন্ত বাদ ছিল। কিন্তু এবার আর রেহাই পেল না। প্রথমে সুরবালাকে নিয়ে সুরু হোল। বিভাস তাঁকে আলাদা ঘরে মশারীর আড়ালে সতর্ক ভাবে থাকবার ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে বল্‌ল 'খবরদার পিসীমা, নড়া চড়া ক'রে অনুগ্রহটা আর বেশি ছড়িয়ো না।'

সুরবালা বললেন, 'না রে না। আমি রাতদিন মাকে ডাকছি, মা আমাকে তুমি একটান দিয়ে নিয়ে যাও, কিন্তু ওদের যেন কারো কিছু না হয়।'

বিভাস মশারীর বাইরে দাঁড়িয়ে একটু হেসে বলল, 'তুমি ভয় পেলে না কি পিসিমা? এতে টানাটানির কিছু নেই। সাধারণ চিকেন পক্‌স্‌। দিন কয়েক শুইয়ে রাখবে এই মাত্র। কোন ভয় নেই তোমার।'

সুরবালা বললেন, 'আমার আবার ভয় কিসের রে! তোদের সামনে যদি চোখ বুজতে পারি সে তো আমার—

কিন্তু সুরবালার গলার স্বর শুনেই বিভাস আর উমা দুজনে বুঝতে পারল তিনি ভয় পেয়েছেন। পাড়ায় স্মল পক্সে কালও একটি লোক মারা গেছে।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা আর স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে স্ত্রীকে প্রায় মিনিট পনের উপদেশ দিয়ে বিভাস অফিসে চলে গেল। পিসিমার জন্যে ফল টল নিয়ে একটু সকাল সকাল ফিরে এসে দেখল, উমা নড়ে চড়ে বিকালের কাজ সারছে বটে কিন্তু ওব চোখ মুখের অবস্থা মোটেই ভালো না। কেমন যেন ছলছল ছলছল কবছে।

বিভাস একটু উদ্বিগ্ন ভাবে স্ত্রীকে কাছে ডেকে বলল 'তোমাব বকম সকম তো সুবিধে মনে হচ্ছে না, এসো দেখি এদিকে।'

উমা একটু এগুলো, কিন্তু একেবারে কাছে গেল না, মৃদু হেসে বলল, 'থাক, তোমার আব ছুঁয়ে দবকার নেই। তারপর গলায় একটু সুর মেশাল, ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না বঁধু ওইখানে থাকো। আমারও দুটি একটি বেবিয়েছে।'

বিভাস ধমকের সুবে বলল, 'বেরিয়েছে তো, ওইগুলি নিয়ে ফের হাঁটা চলা কবছ কেন? যাও এক্ষুণি শুয়ে পড। তুমি একটা কাণ্ড না বাঁধিয়ে ছাড়বে না।'

স্বামীর আন্তরিক উদ্বেগে উমা ভারি খুসি হোল। অন্য সময় যতই রূঢ আব উদাসীন ব্যবহার করুকনা, উমার সামান্য একটু অসুখ বিসুখ হলেও বিভাস একেবারে অস্থির হয়ে ওঠে। সেই অস্থিরতাটুকু মনে মনে খুব উপভোগ করে উমা। বেশ লাগে নিজের জন্য আর একজনের ব্যাকুলতা।

বিভাসের কথার জবাবে উমা বলল, 'শুয়ে পড়লে কাজ কর্ম কে করবে শুনি। পিসীমাকে পথ্য দিতে হবে না! বাবুলকে খাওয়াতে হবে না? তাছাড়া রান্নাবান্না না করলে তুমিই বা খাবে কি রাত্রে?

যতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি ততক্ষণ তো করি, তারপর না হয় তোমার ডাক্তারী উপদেশ শুয়ে শুয়ে শুনব।'

কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকা উমার পক্ষে বেশিক্ষণ সম্ভব হোল না। একদিকে স্বামীর ধমক, আর একদিকে জ্বরের প্রকোপ দুইয়ের মাত্রাই সমান ভাবে বেড়ে চলল। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই বিছানা নিতে বাধ্য হোল উমা।

সুরবালা বললেন, 'যা ভয় করেছিলাম। এখন তোর ভাত জল চলবে কি ক'রে? তোর শ্বশুরকে একটা খবর দে। বেয়ানকে পাঠাক দিন কয়েকের জন্যে।'

উমা মশারীর ভিতর থেকে বল্‌ল, 'মা কি ক'রে আসবে! এই তো তার মাস। কবে না কবে হাসপাতালে যায় তার ঠিক নেই। তোমাকে ফোন ক'রে খবর নিতে বলেছিলাম। ক'রেছিলে?

বিভাস বল্‌ল, 'না ফোন করবার আমার সময় হয় নি। তোমাদের ভাবনা নেই, আমি যতক্ষণ না পড়ছি, তোমাদের কারো পথ্য বন্ধ হবে না।'

উমা অবিশ্বাসের সুরে বল্‌ল, 'তুমি জোগাবে পথ্য জল! তাহলেই হয়েছে।'

স্ত্রীর সঙ্গে বাজি রেখে রান্না ঘরের দিকে এগিয়ে গেল বিভাস। কিন্তু বাজি রাখা য›› সহজ কাজে হাত দেওয়া তত সহজ নয়। ফিরে এসে অপটুর মত দু একটা প্রশ্ন করতেই উমা বলল, 'শোন, এক কাজ কর। আমাদের ঠিকে ঝিটিকে ডেকে নিয়ে এসো। ঠিকানা দিচ্ছি। বেশি দূরে নয়। সে এসে আজকের মত তোমার ডাল ভাতের ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে যাবে। তারপর কালকের ব্যবস্থা কাল।'

বিভাস বলল, 'হুঁ এই রাত্রে আবার যাব, ঝি খুঁজতে! তার চেয়ে নিজে যা পারি তাই করব।'

নতুন উদ্যমে ফের রান্না ঘরে গেল বিভাস। উনানে কয়লা সাজাল। সকালের গোটা খবরের কাগজটা আর আধ বোতল কেরোসিন তেল শেষ হোল, কিন্তু উনান আর ধরেনা। এদিকে ক্ষিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে।

উনান ধরাবার তৃতীয়বার উদ্যোগ করছে বিভাস সদর দরজার কড়া নড়ে উঠল।

বিরক্ত হয়ে কয়লা মাখা হাতে বিভাস দরজার হুড়কো খুলে দিল। রুবি। কালো রঙের একখানা শাড়ি সর্বাঙ্গে সাপের খোলসের মত জড়ানো। গালে মুখে পাউডারেব সেই অতি স্পষ্ট প্রলেপ।

অন্যদিন দোর খুলে দিলে রুবি দু' একটা কথা বলে, কি সৌজন্য দেখিয়ে মৃদু একটু হাসে, কিন্তু আজ তাব মুখ গম্ভীর, আজ সে বড়ই অন্যমনস্ক। এই খানিকক্ষণ আগে সুবিমলেব কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসেছে সে। এত পরিশ্রম, এত ঘোরাঘুবি সব বৃথা হোল। অর্ধপথে বন্ধ হোল স্যুটিং। টাকার অঙ্ক অবশ্য বেশি নয়। কিন্তু রুবি কি শুধু টাকাটারই হিসাব করেছিল? পর্দায় নিজেব মুখ কেমন দেখায়, নিজের গলা কেমন শোনায়, কেমন লাগে নিজের অঙ্গ ভঙ্গি তা দেখবার, দশজনকে তা দেখাবারও কি প্রত্যাশা ছিল না? কিন্তু সব নষ্ট হোল। একটার পব একটা কেবল আশা ভঙ্গ, কেবল নৈরাশ্য। প্রতিকূল ভাগ্যের পরিহাস। ভাগ্য! শেষ পর্যন্ত কি ভাগ্যকেও বিশ্বাস করবে নাকি রুবি! না কাউকে বিশ্বাস নেই, কিছুতে বিশ্বাস নেই। অবিশ্বাস আর অবহেলা এই তার অমোঘ অস্ত্র।

কোন দিকে না তাকিয়ে রুবি সোজা নিজের ঘবে গিয়ে ঢুকল। এই অশিষ্ট স্বার্থপব মেয়েটির দিকে একবার রুষ্ট দৃষ্টিতে চেয়ে বিভাস ফের এসে বসল উনানের সামনে।

রুবিরও ক্ষুধা পেয়েছে। ক্ষুধার চেয়ে তৃষ্ণা বেশি। সুবিমলের

চায়ের অফারটা রিফিউজ না করলেই ভালো ছিল। কি আর এমন হোত। এখন ষ্টোভ জেলে চা করবে কে। অনিচ্ছা, আলস্য আর ক্লান্তি যেন একসঙ্গে জড়ো হয়েছে। কিন্তু যেমন ক'রেই হোক একটু চা খেতেই হবে। কেটলীতে জল ভ'রে উমার উনানে গরম করতে এল রুবি।

কিন্তু বিভাসের-উনান তখনো ধরেনি।

রুবি এবার অবাক হয়ে বলল, 'একি আপনি যে! উমা কই?'

বিভাস নীরসকণ্ঠে বলল, 'তার পক্স্ হয়েছে।'

রুবি বিরক্ত হয়ে বলল, 'সর্বনাশ, তারও পক্স্? রোগটা কি আপনারা বাড়ি ভরে ছড়াবেন বলে চক্রান্ত করেছেন না কি?'

বিভাস গম্ভীরভাবে বলল, 'হুঁ, ইচ্ছাটা সেইরকমই আমাদের।'

রুবি বলল, 'সেইরকম ছাড়া কি। টীকা-ঠিকা নিয়েছিলেন?'

বিভাস বলল, 'নেওয়া হয়েছিল বলেই তো জানি।'

রুবি বলল, 'আমি তো দু' দুবার নিয়েছি। কিন্তু আপনাদের জ্বালায় রক্ষে পাব বলে মনে হয় না। কালই বাড়ি ছেড়ে পালাতে হবে। সরুন, আমার চায়ের জল গরম করে নি।'

বিভাস রুক্ষ স্বরে বলল, 'নিজের ষ্টোভ জেলে গরম করুন গিয়ে। আমার উনান এখনো ধরে নি।'

রুবি একটুকাল দাঁড়িয়ে থেকে অবস্থাটা দেখে নিয়ে মৃদু হেসে বলল, 'আপনার উনান আজ সারা রাতেও জ্বলবে বলে মনে হচ্ছে না সরুন, আমি জেলে দিচ্ছি।'

আটপৌরে আধময়লা শাড়ি পরে রুবি এসে বিভাসদের রান্নাঘরে ঢুকল। হাঁপ ছেড়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল বিভাস।

খানিক বাদে রুবি উমার খোঁজ নিতে এসে কোথায় কি আছে না আছে কে কি খাবে না খাবে সব খোঁজ নিয়ে জেনে গেল।

রুবি বিভাসের দিকে তাকিয়ে বলল, 'উহু, অমন চুপচাপ বসে বসে শুধু বই পড়লে হবে না। আমার রান্নার জোগান দিন এসে। ভালো লোককে পাঠিয়েছিলি উমা। আমি সময়মত না এসে পড়লে ঘরদোর জ্বালিয়ে দিত। পুড়ে মরতিস।'

উমা বলল, 'তোর কথাই ভাবছিলাম। কিন্তু তুই যে এ রাতে ফিরবি ভরসা ছিল না। সিনেমা সিনেমা ক'রে যা অস্থির হয়ে উঠেছিস তুই। ভালো কথা, তোর স্যুটিং এর কি হোল।'

রুবি একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, 'কি আবার হবে। স্যুটিং চলছে। কদিন হয়তো বন্ধ থাকবে। ভালো ক'রে রিহার্সেল দিয়ে নিতে হবে আবার।'

উমা বলল, 'হ্যাঁ, রিহার্সেলটা ভালো ক'রে দিয়ে নেওয়াই উচিত। বিনা রিহার্সেলে অভিনয়-টভিনয় যা হচ্ছে আজকাল।'

ঘণ্টা দুই বাদে রান্নাঘরে ডাক পড়ল বিভাসের। ঠাঁই ক'রে ভাত বেড়েছে রুবি। পাতের সামনে দু-তিনটি মাছ তরকারির বাটি সাজানো।

রুবি বলল, 'কই রান্না কেমন হয়েছে, বললেন না তো।'

বিভাস বলল, 'সে কথা, মুখে বলতে গেলে ফর্মাল হবে না কি? আপনি তো ফর্মালিটি পছন্দ করেন না।'

রুবি হেসে বলল, 'আপনি বুঝি সেদিনের সেই কথা মনে ক'রে রেখেছেন। আশ্চর্য আপনার স্মরণশক্তি। ফর্মালিটি পছন্দ করিনে, কিন্তু কেউ আমার রান্নার প্রশংসা করলে খুব পছন্দ করি। সে প্রশংসা যদি ফর্মাল প্রশংসা হয় তবুও। আসলে উমার তুলনায় আমার রান্নাটা এতই খারাপ যে ফর্মালিও তাকে প্রশংসা করা যায় না, কি বলুন?'

বিভাস রুবির দিকে তাকাল, 'কারো সঙ্গে তুলনার কথা আমার মনে হয়নি।'

'কেন, আমি কি তুলনায় এতই অযোগ্য ?'

'আপনি অতুলনীয় এমনও তো হ'তে পারে।'

রুবির মুখ এবার আরক্ত দেখাল। এ ধরণের ফ্লার্টিংএ সে অভ্যস্ত। কিন্তু বিভাসের গলায় অভ্যস্ততার যেন আভাস মাত্র নেই।

খাওয়ার পর রুবির হাত থেকে পানের খিলি নিয়ে বিভাস ঘরে এসে সিগারেট ধরাল।

খাওয়া দাওয়ার পাট চুকিয়ে, রোগীদের আর একবার খোঁজখবর নিয়ে রুবি নিজের ঘরে এসে খিল দিল, নিবিয়ে দিল আলো। ঘর অন্ধকার। কিন্তু আকাশে এক চিলতে চাঁদ এখনো আছে। শিকের ফাঁকে ফাঁকে গুটিকত তারা। জানলা থেকে চোখ ফিরিয়ে পাশ ফিরল রুবি। রিহার্সেল। রিহার্সেলই বটে। এক ষ্টুডিও থেকে আর এক ষ্টুডিও। কিন্তু এ ছবি কি শেষ পর্যন্ত উঠবে ? শেষ হবে স্যুটিং ? না কি সুবিমলদের ছবির মতই অংশীদারী গোলমাল সুরু হবে। তারপর কোথায় এর শেষ, কোথায় এর পরিণতি। কিন্তু কি আবোলতাবোল যা তা ভাবছে রুবি। কালই তাকে এখান থেকে কিছুদিনের জন্য পালাতে হবে। চিকেন পক্স বড় ছোঁয়াচে। আর বড় ভোগায়। রুবির ভুগলে চলবে না। সে শুয়ে থাকলে তাকে কে দেখবে? স্ত্রীর পথে,র জন্ম বিভাস খুব উদ্বেগ প্রকাশ করছিল। মশারির তলা দিয়ে হাত গলিয়ে জ্বর পরীক্ষা করছিল বারে বারে। নিজে তেমন সেবাশুশ্রূষা হয়তো জানে না। কিন্তু ওর চিন্তা ভাবনাটা আন্তরিক। মন্দ লাগে না কেউ যদি সত্যিই অমন উদ্বিগ্ন হয়, চিন্তিত হয়, কেউ যদি সত্যিই কারো জন্মে ভেবে মরে। কিন্তু কি যা তা ভাবছে রুবি। তার চেয়ে ঘুমোন ভাল। সত্যি সত্যিই ঘুমোবার চেষ্টা করল রুবি। কিন্তু ঘুমোবার আগে আর একবার তার মনে

পড়ল, 'কারো সঙ্গে তুলনার কথা আমার মনে হয়নি। আপনি অতুলনীয়।'

অতুলনীয়। কথাটিতে আতিশয্য ছাড়া আর কিছুই নেই, তবু শুনতে বেশ লাগে। আর যা দেখতে ভালো লাগে, শুনতে ভালো লাগে, তাই ভালো, তাই সত্যি। তা ছাড়া এক হিসাবে কথাটা তো ঠিকই, কারো সঙ্গে কি কারো তুলনা হয়?

রুবি আবার পাশ ফিরল। আজ কি তার ঘুম আসবে না?

কড়া নাড়ার শব্দে পরদিন ঘুম ভাঙল রুবির। এত সকালে উঠবার ওর অভ্যাস নেই। রাত্রে ঘুম আসে বেশ দেরি ক'রে, সকালে আটটার আগে সেই ঘুমের আবেশ কাটতে চায় না। ঘুম ভাঙবার পরেও চুপ ক'রে পড়ে থাকতে ভালো লাগে। সর্বাঙ্গ লেপে ঢেকে বড় মধুর এই আলস্য যাপন। এতে যে বাধা দেয় সে পরম শত্রু।

লেপের ভিতর থেকেই রুক্ষ গলায় রুবি সাড়া দিল, 'কে?'

বিভাস বলল, 'আমি।'

'কি ব্যাপার?'

রুবির গলা তখনো অপ্রসন্ন।

বিভাস বলল, 'দেখুন, বেলা সাড়ে ছটা বেজে গেল, এখনো ঝি এলনা। ওর আবার আজ কি হয়েছে, কে জানে? এদিকে বাবলু কাঁদতে সুরু করেছে।'

রুবি জবাব দিল, 'ঝি আসেনি, আমি তার কি করব। আমাকে কি ঝি ডেকে আনতে বলেন নাকি, না এই সাত সকালে উঠে আপনার এক রাশ বাসন মাজতে বসি তাই ইচ্ছে আপনাদের? আচ্ছা ফ্যাসাদ হয়েছে যা হোক!'

বিভাস জবাব দিল 'না, আপনাকে কিছু করতে হবে না। আমারই ভুল হয়ে গেছে। অন্যায় হয়ে গেছে, মাফ করবেন।'

ভোরের আলস্য-মধুর আচ্ছন্নতা যে কড়া নেড়ে ভাঙে তার অপরাধের কোন মার্জনা নেই। আর একবার পাশ ফিরে চোখ বুজবার চেষ্টা করল রুবি। কিন্তু ভালো লাগল না। অসময়ে ঘুম ভেঙে যাওয়ার পর শুয়ে থাকাও বড় বিরক্তিকর। লেপটা ঠেলে ফেলে রুবি নেমে পড়ল তক্তপোষ থেকে। দোর খুলল।

হাত মুখ ধুয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে রুবি দেখল কলের কাছে বিভাস নিজেই বাসন মাজতে বসেছে।

একটুকাল দাঁড়িয়ে থেকে রুবি বলল, 'একি অন্যায় জেদ আপনার! ঝিটাকে ডেকে আনতে পারলেন না?'

বিভাস কোন জবাব না দিয়ে নিজের কাজ ক'রে যেতে লাগল

রুবি আরো চটে উঠে বলল, 'ভদ্রতা বলেও তো একটা জিনিস আছে। কথা জিজ্ঞেস করলে কি তার জবাব দিতে নেই?'

এবার ভদ্রতার দাবী পুরণ ক'রে বিভাস জানাল যে ঝিকে সে সত্যিই খুঁজতে বেরিয়েছিল। কিন্তু মাঝপথে খবর পেয়েছে তার ছেলেরও পক্স্। অবস্থা খারাপ। সে কাজে আসতে পারবে না।

রুবি বলল, 'তা সে নাই বা এল। কলকাতা সহরে আর কি ঝি চাকর নেই? তাদেব একটাকে ধ'রে আনতে পারলেন না? না, তাতে পয়সা বেশি লাগবে? উমা যে আপনাকে কৃপণ কৃপণ করে তা মিথ্যে নয়। বেশ, সখ হয়েছে, বসে বসে মাজুন বাসন।'

বলে রুবি নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। কিন্তু একটু বাদেই ফের এল বেরিয়ে, বলল, 'যান, উনান ধরান গিয়ে আপনি। এসব আমি দেখছি।'

বিভাস নড়ল না, বলল, 'আপনি যান, আপনার তো এসব অভ্যেস নেই।'

রুবি বলল, 'আমার অভ্যেস নেই, আপনার বুঝি খুব আছে। নিন, সরুন।'

তারপর একটু হেসে বলল, 'আরও অনেক কাজ তো পড়ে আছে? যান সেগুলি করুন গিয়ে। এক কাজ নিয়ে কাড়াকাড়ি ক'রে লাভ কি। কেউ দেখলে ভাববে কাজটা ছল, কাড়াকাড়িটাই আসল উদ্দেশ্য।'

বলে বিভাসের একেবারে গা ঘেঁষে বসে পড়ল রুবি। ফলে বিভাসকে উঠে দাঁড়াতে হোল।

কিন্তু সৌজন্য শিষ্টাচার এক কথা। আর হাতে কলমে কাজ আর এক জিনিস। বহুকাল পরের বাসন মাজে না রুবি। কেমন যেন একটু 'ঘেন্না ঘেন্না' করতে লাগল। নিজের জন্যে অবশ্য আলাদা ঝি নেই ওর। উমাদের ঝি কুমুদিনীই ওর কাজ কর্ম ক'রে দেয়। কাজ তো রুবির বেশি নয়। খান দুই চীনে মাটির প্লেট একটা গ্লাস কি বাটি। তার জন্যেই পাঁচ টাকা করে নেয় কুমুদিনী। টাকা দিতে চড় চড় করে রুবির গা। তবু দিতে হয়। কিন্তু উমার কাছ থেকে কুমুদিনী বেশি টাকা নিলেও রুবিরই সে বাধ্য বেশি। একটু পাউডার দুটো চুলের কাঁটা কি পুরোণ একটা রঙীন ব্লাউস দিয়ে কুমুদিনীকে সে বশ ক'রে ফেলেছে। তাছাড়া অল্প বয়সী এই বিধবা ঝিটির সঙ্গে রঙ্গ রস করতে পারে রুবি। ফলে পাঁচ টাকায় সে পনের টাকার কাজ উশুল করে নেয়। উমা তা দেখে হিংসায় মরে। আজ কিন্তু উমাই জিতেছে। গোটা কয়েক চিকেন পক্স্ উঠেছে কি না উঠেছে, সে গিয়ে বিছানা নিয়েছে। আর এই শীতের মধ্যে তার এঁটো বাসন মাজতে হচ্ছে রুবিকে। শুধু আঙুলগুলি নয় নিজের মূর্খতার জন্য মনটাও জলে যেতে লাগল রুবির। বিভাসের সংসারের এঁটো বাসন না হয় বিভাসই মাজত। পাড়াপড়শী হিসাবে একটু মৌখিক ভদ্রতা ক'রে একটু দুঃখ জানিয়েই তো কাজ সারতে পারত রুবি। কেন সত্যি সত্যি সে বোকার মত এক রাশ বাসন মাজতে বসল। নিজের আঙুলগুলির দিকে আজ আর রুবি তাকাতে পারবে না। রুবির আঙুলে তার অনেক বন্ধুর যে আঙটি পরাতে সাধ হয়েছে সে তো আর সাধে নয়,—আঙুলগুলি সত্যিই সুন্দর বলে, আঙুলগুলিকে সত্যিই যত্ন ক'রে রেখেছে বলে। দেহ আর দেহের সৌন্দর্য। একে পরম যত্নে পরম

সাবধানে ধ'রে রাখতে হয়। একটু অমনোযোগী হলেই পুরুষের মনোযোগে ভাঁটা পড়বে। নিজের দেহ সম্বন্ধে অন্যমনস্ক নয় রুবি। সারা দিন রাত সে দেহের পরিচর্যা করে। প্রত্যেকটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দিকে সজ্ঞান দৃষ্টি রাখে। শোয়ার আগে হাতে মুখে হলুদ মেখে শোয়। তাতে নাকি রঙ মসৃণ আর চামড়া নরম থাকে। কিন্তু এত যত্ন ক'রে রাখা দু'খানি করপল্লব ছাই-মাটিতে কি কুশ্রী হয়েছে দেখতে! ভারি খারাপ লাগতে লাগল রুবির। এর কি দরকার ছিল! এতখানি বাড়াবাড়ি না করলেও তো হোত।

কিন্তু হাত ধুয়ে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই রুবি দেখলে কেটলীতে ক'রে গরম চা—আর এক ঠোঙা সিঙ্গাড়া নিয়ে এসে ঢুকেছে বিভাস, 'ও সব থাক। তাড়াতাড়ি আসুন চা খেয়ে নিন।'

সামান্য একটি কি দুটি কথা। কিন্তু অদ্ভুত কৃতজ্ঞতা আর দরদ যেন ওর গলায়। সে কথা যেন স্নিগ্ধ স্পর্শের মত। সর্বাঙ্গে তাকে অনুভব করা যায়। এতক্ষণের আঙুলের জ্বালা মনের জ্বালা কোথায় গেল রুবির। বিভাসের দিকে চেয়ে বলল, 'ওগুলি আবার কেন আনতে গেলেন।' বলতে যাচ্ছিল, 'বাইরের ওসব তেলে ভাজা সিঙ্গাড়া খাবে কে।' কিন্তু সে কথা চেপে গিয়ে বলল, 'চা দোকান থেকে আনতে গেলেন কেন? বাড়িতে কি করতে পারতাম না? না কি আপনার বউ ছাড়া চা আর কেউ করতে পারে না ভেবেছেন?'

বিভাস বলল, 'বেশ তো ধীরে সুস্থে চা আবার করবেন ভালো ক'রে। এখনকার মত এক কাপ খেয়ে নিন।'

হাত মুখ ধুয়ে উমা মশারির বাইরে এসে বসেছিল, ঝাঁঝাল গলায় বলল, 'খুব তো চা খাওয়া খাওয়ি করছ। এদিকে ছেলেটা যে কেঁদে মরছে। ওকে একটু দুধটুধ গরম ক'রে দিতে হবে না কি?'

এবার লজ্জিত হওয়ার পালা বিভাসের। সত্যি শিশু আর রোগীদের জন্যে এখনও কোন ব্যবস্থা হয়নি।

কিন্তু বিভাস কিছু বলবার আগে রুবি বলল, 'বাবলুর জন্যে ভাবিসনে। ওকে আমি এক্ষুনি ওভালটিন ক'রে দিচ্ছি।'

উমা কোন জবাব দিল না। ভাবনা তো বাবলুর জন্যে নয়, ভাবনা বাবলুর বাবার জন্যেই।

বেলা দশটায় খাওয়া দাওয়া সেরে বিভাস অফিসে বেরুবার উদ্যোগ করছে, রুবি বলল, 'ওকি, রোগীদের ফেলে আপনি বেরুচ্ছেন যে! আপনার সংসার কে দেখবে? আমাকেও তো বেরুতে হবে।'

বিভাস অপ্রস্তুত হোল। এতক্ষণ সংসার রুবিই দেখছিল। রোগীদের পথ্য দেওয়া, বাবলুকে নাওয়ানো খাওয়ানো, বিভাসের অফিসের রান্না সবই শেষ করেছে রুবি। অন্যদিন এর অনেক আগেই রুবি অফিসে চলে যায়। যেদিন সময় থাকে সেদিন রাঁধে, যেদিন সময় পায়না, ইচ্ছা করে না, হোটেল থেকে খেয়ে নেয়। রোজ রোজ রান্নার ঝামেলা বড় একঘেয়ে, তাতে খাওয়ার আনন্দ নষ্ট হয়ে যায়। রুবি একবেলা বরং না খেয়ে থাকতে রাজী আছে যদি রান্নার দায় থেকে বাঁচে। কিন্তু আজ ওর রকম-সকম দেখে মনে হচ্ছিল না যে ও অফিসে যাবে। বিভাসও স্পষ্ট করে কিছু জিজ্ঞেস করে নি।

• কিন্তু রুবিই ব্যাপারটা স্পষ্ট করে তোলায় বিভাস একটু ইতস্তত ক'রে বলল, 'আজ আমার বড় জরুরী কাজ ছিল অফিসে। আজই অবশ্য কোয়ারেন্টাইন লীভ নিয়ে আসব। আজকের দিনটা যদি আপনি কোন রকমে চালিয়ে নিতে পারতেন—।'

রুবি বলল, 'বাঃ মজা মন্দ নয়। রোগ হবে আপনার বাড়ির, আর অফিস কামাই করব বুঝি আমি? যদি ছুটি মঞ্জুর না হয়, যদি মাইনে কাটা যায় তার ক্ষতিপূরণ দিতে পারবেন?'

বলে রুবি বিভাসের দিকে তাকাল।

বিভাসও তাকাল ওর দিকে। কিন্তু কোন জবাব দিলনা। একটু বাদে রুবি বলল, 'আচ্ছা যান আপনি। তবে তাড়াতাড়ি আসবেন কিন্তু। অফিসে না গেলেও বিকালে আমাকে অবশ্যই একটু বেরুতে হবে।'

বিভাসের মুখ একটু গম্ভীর হল। বিকালে বেরুতে হবে। সে বেরুনোর মানে বিভাস জানে। এতক্ষণের এত স্বাচ্ছন্দ্য এতক্ষণের ঘনিষ্ঠতা সব যেন হঠাৎ ওর কাছে অত্যন্ত বিস্বাদ লাগল, একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, 'বেশ তো, আপনি ইচ্ছা করলে এখনো বেরুতে পারেন। উমাদের জন্যে ভাববেন না। ওরা বেশ একা থাকতে পারবে।'

রুবিও রুক্ষ গলায় জবাব দিল 'পারলেই ভালো।'

দুপুরের পর সত্যিই ভারি হাঁসফাঁস করতে লাগল রুবির মন। ভালো লাগেনা, মোটেই ভালো লাগেনা। রোগীর সেবা আর এই নিরামিষ ঘর-গৃহস্থালী তার জন্য নয়। এতে আরাম আছে কিন্তু উত্তেজনা নেই, বৈচিত্র্য নেই, এর চেয়ে অফিস যেন ভালো ছিল। সেখানে দেখা যেত পুরুষের অনেকগুলি উন্মুখ মুখ। এই নিঃসঙ্গতা দুঃসহ। অদ্ভুত এই মন আর অদ্ভুত তার আসক্তি। পুরুষের লোভ, স্পর্শ সুখের জন্য তার কাঙালপণা রুবির বেশির ভাগ সময়ই বড় বিরক্তিকর লাগে। কিন্তু ওদের সান্নিধ্য ছাড়াও যেন থাকবার জো নেই, টিঁকবার জো নেই। একটা নেশার মত, অভ্যাসের মত। সুবিমল ঠিকই বলেছে। 'ভালো লাগলেও খেতে হয় না লাগলেও খেতে হয়, এই দস্তুর।'

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল রুবি। ঘরে তালা চাবি দিয়ে ঢুকল পূর্ণিমা প্রেসে। প্রেস ম্যানেজার পরম সৌজন্যে উঠে দাঁড়ালেন, 'কি চাই বলুন?' রুবি হেসে বলল, 'একটা ফোন করতে চাই।'

ম্যানেজার যেন একটু নিরাশ হলেন। মাত্র এই সামান্য প্রার্থনা। স্মিত মুখে বললেন, 'বেশ তো করুন।' রুবি ফের একটু হাসল, 'কিছু মনে করবেন না, ফোনটা একটু প্রাইভেট।' ম্যানেজার বললেন, 'আচ্ছা আপনি পাশের ঘরে যান তা হ'লে। ও ঘরেও ফোন আছে। কোন লোক নেই।'

কার সঙ্গে বিবাদটা আগে মিটানো যায়। রুবি মনে মনে ভাবল। প্রথমে মনে করল সুবিমলের কথা। কিন্তু ষ্টুডিয়োর কাজ তো বন্ধ। সেখানে কি ওকে আর পাওয়া যাবে। আর কে আর কে। কষ্মে দেবায়। ডাক্তার সেদিন বড় চটে গেছে। তাকেই ডাকা যাক। বড় উপকারী বন্ধু।

ফোনে পাওয়া গেল ডাক্তারকে।

'হ্যালো ডাক্তার। আমি রুবি।'

ফোনের ওপার থেকে নীরস গম্ভীর গলা শোনা গেল, 'ও! কি ব্যাপার।'

রুবি বলল, 'তুমি যা অনুমান করেছিলে ঠিক তাই। খুন হয়ে গেছি। শিগগির এস, বুকে ছোরা, পিঠে গুলি। তুলে না ফেললে, এক মিনিটও আর বাঁচব না। এসো শিগগির।'

'ইয়ার্কি দিচ্ছ?'

•'সর্বনাশ। ডাক্তারের সঙ্গে রোগীর কি ইয়ার্কির সম্পর্ক নাকি?'

'ফোন ছেড়ে দিচ্ছি রুবি। আমার কাজ আছে।'

'না না না। লক্ষ্মীটি ছেড় না। ভয়ঙ্কর বিপদের মধ্যে পড়েছি। বাড়ি ভরে পকস। নিজেরও কেমন জ্বর জ্বর লাগছে। বড় ভয় হচ্ছে। যত তাড়াতাড়ি পার একবার এসো।'

'আচ্ছা দেখব চেষ্টা ক'রে।'

ঘণ্টা দেড়েক বাদেই দেখা গেল ডাক্তারের চেষ্টা সফল হয়েছে। রুবিদের গলিতে এসে দাঁড়িয়েছে ডাক্তারের গাড়ি।

রুবির ঘরে ঢুকে ডাক্তার দে একটা চেয়ার টেনে বসলেন। বললেন, 'সত্যিই জ্বর হয়েছে নাকি? দাও তো থার্মোমিটারটা।'

ডাক্তার দে অন্যান্য বারের মত নিজে রুবির বগলে থার্মোমিটার লাগালেন না, দূর থেকে থার্মোমিটার বাড়িয়ে ধরলেন।

রুবি সেটা লক্ষ্য করল। মনে মনে হেসে আরও একটু এগিয়ে গা ঘেঁষে দাঁড়াল ডাক্তারের। এ অভিমান কতক্ষণের। দেহের সামান্য উত্তাপে গলে জল হয়ে যাবে।

রুবি বলল, 'রেখে দাও তোমার থার্মোমিটার। আমার জ্বরের মাত্রা কাঁচের থার্মোমিটারে ওঠে না, তা কি জানো না? বরং নাড়ী ধ'রে দেখ। তাতে হয়ত খানিকটা টের পাবে।' রুবির চোখে আর ঠোঁটে অভ্যস্ত হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠল।

কিন্তু আজ কি হয়েছে ডাক্তারের। রুবির নাড়ী পরীক্ষা করবার মোটেই আজ তাঁর উৎসাহ দেখা গেল না। বললেন, 'নাড়ী দেখবার দরকার নেই রুবি। তুমি ভালোই আছ। অমনিতেই বুঝতে পারছি।'

রুবি বলল, 'বুঝতে তো তুমি আগেও পারতে। তবু তো নাড়ী না দেখলে চলত না। আজ তোমার কী হয়েছে বলতো।'

ডাক্তার দে রুবির দিকে একটুকাল তাকিয়ে রইলেন, তারপর বললেন, 'কিছু যদি হয়ে থাকে তা শেষও হয়েছে। ডাক্তার হয়েও এতদিন তোমার কাছে আমি রোগীর মত ছিলাম রুবি। তুমি ইচ্ছা মত আমাকে চালিয়েছ, ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছ। কিন্তু সব রোগেরই একটা duration থাকে। সেটা শেষ হলে—'

রুবি বলল, 'এসব তুমি কি বলছ! সেদিনকার তামাসাটা তুমি আজও বুঝি ভুলতে পারোনি?'

ডাক্তার দে বললেন, 'না পারিনি। তামাসাটা শুধু সেদিনেরই তো নয়, তামাসাটা চিরদিনেরই। তুমি আজও ফোনে ছোরা আর গুলির কথা তুলে হাসছিলে। সেই ছোরা আর গুলি আমার বুকে পিঠে যে কতদিন কতবার বিঁধেছে তার ঠিক নেই। যে মৃত্যুর ভয় আমি তোমাকে দেখিয়েছিলাম সেই মৃত্যুতে আমি নিজে হাজার বার মরেছি। কিন্তু সব যন্ত্রণার সব দুঃখেরই শেষ আছে রুবি। আর যাই হোক, নিজের রোগ যখন একবার চিনতে পেরেছি, চিকিৎসাটাও হয়ত করতে পারব।'

রুবি জবাব দিল না। ডাক্তারের এই স্তব্ধ গম্ভীর রূপ এর আগে সে আর দেখেনি। কিন্তু ডাক্তারের সঙ্গে থাকতে থাকতে রুবিরও সব কিছুর মূলে রোগের বীজ সন্ধান করবার অভ্যেস হয়ে গেছে। ঈর্ষা, ডাক্তারের এই বিষাদ করুণ স্তব্ধতার মূলেও আছে ঈর্ষা। আশ্চর্য এই ঈর্ষার রূপ। তা যেমন আগুনের মত জ্বালায় তেমনি বরফের মত শক্ত আর ঠাণ্ডা করে ফেলে। কিন্তু রুবির হৃদয়ও তো বরফ হয়ে গেছে। তা কি ডাক্তার জানে না! সে হৃদয়ও সামান্য দুঃখে গলে না, সামান্য স্পর্শে জ্বলে না। হৃদয়! হৃদয় বলে যে কিছু নেই তা কি এই ডাক্তারেরাই তাকে শেখায়নি। এই ডাক্তারই কি একদিন তার বিপদের সুযোগ নেয় নি। বিপদ থেকে মুক্ত করেও মুক্তি দিতে অস্বীকার করেছে। অথচ সেই বিপদকে সম্পদে পরিণত করবার শক্তি এই ডাক্তারেরই সেদিন ছিল। মুখ ফুটে অবশ্য রুবি সেদিন তা চায়নি, চাইতে সাহস পায়নি। উল্টোটার জন্যই পীড়াপীড়ি করেছে। কিন্তু ডাক্তার কি সেদিন আর কিছুর দিকে তাকিয়েছিল? তার সেই লজ্জা আর ভয়ের আড়ালে আর কিছু আবিষ্কার করবার চেষ্টা করেছিল?

তা যখন করেনি তখন ডাক্তারই বা এমন হাহাকার করে কেন? কেন যা পায় তাই নিয়ে খুসি হয় না, তাই নিয়ে তৃপ্ত থাকে না?

ব্যাগ থেকে গোটা কয়েক ট্যাবলেট বার করলেন ডাক্তার দে। বললেন, 'Pox-এর Preventive-এর কথা বলেছিলে। এইগুলি ব্যবহার কোরো। হয় তো উপকার হবে। আর অসুখ-বিসুখে যখন দরকার হয় ডেকো। কোন সঙ্কোচ কোরোনা।'

ডাক্তার দে উঠে দাঁড়ালেন।

রুবি আর একবার ডাক্তারের হাত ধরতে গেল, 'শোন, বোসো।'

কিন্তু ডাক্তার দে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন, 'না রুবি, জরুরী কেস আছে হাতে। আজ চলি।'

ডাক্তার বেরিয়ে গেলেন। রুবি মনে মনে ভাবল আশ্চর্য এই পুরুষ। এদের স্পৃহাটা বোঝা যায় কিন্তু বীতস্পৃহা বোঝা বড় শক্ত।

হঠাৎ মনে পড়ল উমাদের একবার দেখালে হোত। উমা তাড়াতাড়ি সেরে না উঠলে বিভাসের সংসার নিয়ে রুবির বিড়ম্বনার শেষ হবে না। রুবি আর দেরি না করে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল ডাক্তারকে ধরবার জন্য। কিন্তু রুবি খানিক এগুতে না এগুতেই ডাক্তার দে ষ্টার্ট দিলেন গাড়িতে আর বিভাস এসে বাড়ির ভিতরে ঢুকল। তার হাতে ছোট বড় গোটা দুয়েক ঠোঙা। মুখ গম্ভীর, ভ্রূ কুঞ্চিত।

রুবি বিভাসের সঙ্গে সঙ্গে ওদের ঘরে ঢুকল। তারপর একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, 'এই যে কথা রেখেছেন। সকাল সকালই ফিরে এসেছেন দেখছি।'

বিভাস ঠোঙাগুলি টেবিলের উপর নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল, 'হুঁ।'

রুবি বলল, 'আপনি তো চলে গেলেন, এদিকে রোগীদের

ছটফটানির জ্বালায় আমি অস্থির। আপনার মত তো নেচারের উপর নির্ভর করে থাকবার সাহস নেই। তাই ডাক্তার দে কে একবার ডাকলুম। তিনি বললেন ভয়ের কোন কারণ নেই।'

উমা মশারির ভিতর থেকে বলল, 'ডাক্তার দে এসেছিলেন নাকি রুবি?'

রুবি কোন কথা বলবার আগেই বিভাস তার দিকে তাকিয়ে তীব্র কণ্ঠে বলল, 'আপনার আর কিছু বলবার দরকার নেই মিস রায়, যা বলবেন তাইতো মিথ্যে বলবেন। মিথ্যাচারকে আমরা ঘৃণা করি, বড় ঘৃণা করি।'

উমা মশারির ভিতর থেকে তার বসন্তের গুটি ওঠা মুখ বার করে বিস্মিত ভঙ্গিতে বলল, 'হঠাৎ কি হোল তোমার, কি হয়েছে রে রুবি।'

একটু কাল স্তব্ধ হয়ে থেকে রুবি বলল, 'কিছু হয়নি।'

তারপর বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

অপমানে ওর সমস্ত অন্তর জ্বলে যাচ্ছে।

উমা এবার স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে? কি বলছিল ও?'

বিভাস একটু কাল চুপ ক'রে থেকে বলল, 'বলছিল তোমাদের চিকিৎসার জন্যেই ডাক্তার দে-কে ও ডেকে এনেছে।'

উমা একটু হেসে বলল, 'ওমা তাই নাকি! কিন্তু তুমিই বা অমন ক'রে প্রতিবাদ করতে গেলে কেন, মুখের ওপর কি কেউ কাউকে মিথ্যেবাদী বলে, বলতে হয়?'

বিভাস বলল, 'হ্যাঁ, বলা দরকার। সত্য মিথ্যা বুঝবার ক্ষমতা যে কারো কারো আছে সে কথা ওকে বুঝিয়ে দেওয়া ভালো।'

উমা বলল, 'সত্যি, একেবারে চোখে মুখে মিথ্যা কথা বলে। অতটা আবার ভালো নয়।'

বিভাস বলল, 'যাক, আজ কেমন আছ বলো। পিসীমা কেমন আছেন?' হঠাৎ বিভাসের খেয়াল হোল দু'দিনের মধ্যে সুরবালার আর কোন খোঁজই নেয়নি।

লজ্জিত হয়ে সে সুরবালার ঘরে গিয়ে মশারি খানিকটা উঁচু ক'রে বলল, 'কেমন আছ পিসীমা?'

রোগের প্রথম উগ্রমটা কমে গিয়েছিল সুরবালার। কিন্তু দুর্বলতা যায়নি। তিনি বললেন, 'আমি ভালোই আছি'। তুই আবার এ ঘরে এলি কেন বিভু?'

বিভাস একটু হেসে বলল, 'এখন এ ঘর ও ঘর সব সমান হয়ে গেছে পিসীমা।'

সুরবালা বললেন, 'হুঁ, উমা আছে কেমন?'

'ভালোই আছে। ওর খুব বেশি ওঠেনি। দু'চার দিনের মধ্যেই ও বোধ হয় সেরে উঠবে।'

সুরবালা বললেন, 'তাই বুঝি ভেবেছ? কাজকর্ম ক'রে খেতে অন্তত একটি মাস। এক কাজ কর, যেগ্নান তো আসতে পারবেন না শুনলুম, বেলেঘাটা থেকে তোর বউদিকে নিয়ে আয় গিয়ে। খুব দূরের তো নয়, আপন মাসতুতো ভাইয়েরই তো স্ত্রী। যাতায়াত খোঁজখবর নেই বলেই এমন পরপর ভাব হয়েছে। তাই যা, আ-হা-হা ছেলেটার কত কষ্ট হচ্ছে।

বিভাস বলল, 'কাউকেই আনতে হবেনা পিসীমা, আমি অফিস থেকে ছুটি নিয়ে এসেছি। সবাইরই দেখাশুনো করতে পারব, কাল থেকে ঝিও আসবে। খবর নিয়েছিলাম।'

পাশের ঘর থেকে উমা ডেকে বলল, 'এদিকে এসো, রুবি তোমার জন্যে চা ক'রে নিয়ে এসেছে।'

বিভাস বলল, 'চায়ের আর দরকার নেই আমার।'

কিন্তু পরক্ষণেই উঠে এল।

শুধু বিভাসের জন্যই নয়, উমা আর সুরবালার জন্যও এক কাপ ক'রে চা নিয়ে এসেছে।

উমা হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপ নিল। কিন্তু বিভাস নিল না।

রুবি বিভাসের সঙ্গে কোন কথা না বলে উমাকে জিজ্ঞেস করল, 'আজ রাত্রে কি খাবি? কাল তো দুধ সাবু খেয়েছিলি, আজ লুচি ক'রে দিই।'

উমা খুসি হয়ে বলল, 'দে, সাবু আমি কোনদিন খেতে পারিনে বাপু।' তারপর স্বামীর দিকে ফিরে তাকাল উমা, একটু হেসে বলল, 'ও কি, তোমার চা'টা যে জল হয়ে গেল। কাপটা নাও, রুবির কথার মধ্যেই না হয় একটু আধটু ভেজাল আছে। তাই ব'লে চায়ে তো আর ভেজাল দিয়ে আনে নি, নাও।'

এরপর যেন স্ত্রীর অনুরোধ রক্ষার জন্যই চায়ের কাপটা তুলে নিল বিভাস।

রাগে রুবির গা জ্বলে যাচ্ছিল। মুখের ওপর তাকে এমন ক'রে অপমান করতে কেউ আর সাহস পায়নি। খানিকক্ষণ আগে ডাক্তারও তাকে যা নয় তাই বলে গেছে। তবু তার সঙ্গে অনেকদিনের সম্পর্ক, অনেকদিনের জানাশোনা। তার মান অভিমানের হেতু বোঝা যায়। •কিন্তু বিভাস তাকে অপমান ক'রতে আসে কোন সাহসে? এর শোধ রুবিকে নিতেই হবে, এর শোধ না নিয়ে সে পারবে না। রুবি একবার ভাবল, বিভাসের ঘরসংসার সব ফেলে রেখে এখনই বেরিয়ে পড়ে। বেরিয়ে বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে অনেক রাত পর্যন্ত গল্প গুজব ক'রে আসে। দু দুজন রোগী আর বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে বিভাস কি করে একবার দেখে। কিন্তু ট্রাঙ্ক থেকে শাড়ী বের ক'রেও পরতে ইচ্ছা করল না রুবির, বেরুতে গিয়েও বেরুতে পারল না। মনটা

জলে যাচ্ছে। না, ওর চোখের আড়ালে গেলে চলবে না, চোখের সামনে থেকেই ওর অপমানের শোধ নিতে হবে। সবাইকে আঘাত করবার, সবাইকে অপমান করবার কৌশল তো ঠিক একরকমের নয়। বিভাসকে কোন্ অস্ত্রে বিঁধতে হবে তা রুবি বুঝে নিয়েছে।

তাই অন্য দিনের মত রুবি আজ সাজ-সজ্জা ক'রে বেরিয়ে গেল না। পরিমিত রকমের সান্ধ্য-প্রসাধন অবশ্য করল। চুল বাঁধল, স্নিগ্ধ ধানী রঙের শাড়ি পরল, মুখে আলতো ক'রে বুলাল পাউডারের পাফ, তারপর ঘুরে ঘুরে উমার সংসারের কাজ-কর্ম করতে লাগল। এটা ওটা উপলক্ষ্য ক'রে বার বার আসতে লাগল সুরবালার ঘরে, উমার ঘরে। তাদের সঙ্গেই কথাবার্তা বলতে লাগল। বিভাস বলে যে কেউ আছে, বিভাস বলে যে কাউকে রুবি চেনে তার হাব ভাবে বোঝা গেল না।

বিভাস এক ফাঁকে বলল, 'আপনার অত কষ্ট ক'রে দরকার নেই, আপনার কাজ থাকে আপনি ঘুরে আসুন না। আমি যেমন ক'রেই হোক ব্যবস্থা ক'রে নেব।'

কিন্তু রুবি বধিরা, রুবি মূক।

রাত নটায় বিভাসের খাওয়ার ডাক পড়ল। রুবি নিজে ডাকল না, উমাকে খবর দিয়ে গেল।

রান্নাবান্না সবই কালকের মত, তবু সেই কালকের মাধুর্য আর নেই। আজ আর রুবি হেসে জিজ্ঞেস করল না—কেমন হয়েছে রান্না, বিনয় করল না নিজের অদক্ষতা নিয়ে। নিঃশব্দে পরিবেশন করে যেতে লাগল।

বিভাস একবার ভাবল নিজের তখনকার আচরণের জন্য একটু আনুষ্ঠানিক ক্ষমা প্রার্থনা করে। কিন্তু কোন কথা বলবার সুযোগই পেল না। অবস্থা বিপাকে এই মেয়েটির সেবা পরিচর্যা যে তাকে গ্রহণ

করতে হচ্ছে তার জন্য বিভাসের নিজেরও ভারি খারাপ লাগছিল। সাধারণ গার্হস্থ্য কাজে নিজের অপটুতা অনভ্যস্ততার জন্য নিজের ওপর এবার বিরক্তও হোল বিভাস। কাল ভোরে উঠেই বেলেঘাটায় গিয়ে বউদিকে নিয়ে আসবে, মনে মনে সে ঠিক ক'রে ফেলল।

খেয়ে-দেয়ে মুখ ধুয়ে নিজের ঘরে চলে আসছে বিভাস হঠাৎ একটা শব্দ শুনে চোখ ফেরাল। রান্নাঘরে শিকল টানার শব্দ। তারপর আরও একটু বৃহত্তর শব্দ হোল। খিল পড়ল রুবির ঘরে।

বিভাস একটুকাল স্থির হয়ে থেকে রুবির রুদ্ধ দ্বারের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, তারপর একটু ইতস্তত ক'রে বলল, 'ও কি, আপনি না খেয়েই শুতে গেলেন যে।'

একটু চুপ ক'রে থেকে রুবি ঘরের ভিতর থেকে জবাব দিল, 'আমি খাব না, আমার ক্ষিদে নেই।'

বিভাস মনে মনে একটু হাসল। যত রাগ, যত মান অভিমান মেয়েদের খাওয়ার ওপর। এ ব্যাপারে সব মেয়েই সমান। ঝগড়া ক'রে উমাও মাঝে মাঝে এমন না খেয়ে রয়েছে। অনেক রাত্রে বিভাস সেধে সেধে খাইয়েছে তাকে।

বিভাস বলল, 'এবার আর একটা মিথ্যে কথা বললেন। ক্ষিদে খুবই আছে, আসুন।'

রুবি জবাব না দেওয়ায় বিভাস দোরের কড়া ধরে নাড়া দিল। ভিতর থেকে দোরের কাছে এসে দাঁড়াল রুবি, একটু রুক্ষস্বরে বলল, 'কড়া নাড়ছেন যে ?'

'দোর খুলুন।'

'কেন, এ ঘরে আপনার কি কোন দরকার আছে ?'

'আছে।'

রুবি দোর খুলে ভিতরে চলে গেল।

বিভাস একটু ইতস্তত করল। আগেও একদিন সেই বিবাহ-বার্ষিকীর নিমন্ত্রণের দিন রুবি না খেয়ে ছিল। আজও নিজের হাতে সব করে কেটে রেঁধে বেড়ে রুবি নিজে উপোস ক'রে থাকবে এ কথা ভাবতে বিভাসের ভালো লাগল না। আর একবার অনুরোধ করবার জন্যে বিভাস রুবির ঘরে গিয়ে ঢুকল।

রুবি বিছানায় শুয়ে পড়েনি, ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে একখানা বই হাতে নিয়ে রয়েছে। শেডের আড়ালে আলো জ্বলছে টেবিলের ওপর। রুবির বেশবাস একটু শিথিল, একটু বা অসম্বৃত। ঊর্ধ্বমুখী সুপুষ্ট সুন্দর স্তনযুগ মৃদু নিঃশ্বাসে স্পন্দিত হচ্ছে।

বিভাস হঠাৎ থেমে দাঁড়ালো। একবার ভাবল ফিরে যায় কিন্তু সেটা দুজনের পক্ষেই লজ্জাকর হবে ভেবে গেল না। বিভাসকে দেখে রুবি তাড়াতাড়ি উঠে বসবার ভঙ্গি করে বলল, 'এই যে। এঘরে যে আপনার সত্যিই দরকার আছে আমি তা ভাবিনি, বসুন।'

সামনের আর একটা সোফা দেখিয়ে দিল রুবি।

বিভাস বলল, 'না, বসব না, আপনিই বরং উঠে আসুন, খাবেন চলুন।'

রুবি বলল, 'না বিভাসবাবু, আমি খাব না।'

বিভাস বলল, 'কেন, না খাওয়ার কি হয়েছে?'

রুবি বলল, 'কি আবার হবে। ঘৃণা লজ্জাটা শুধু আপনারই একচেটে নয় বিভাসবাবু, ও জিনিস আরো অনেকের শরীরেই আছে। আপনি যান বিশ্রাম করুন গিয়ে।'

বিভাস বলল, 'কিন্তু আপনি যদি না খান সত্যিই আমি আজ বিশ্রাম করতে পারব না।'

রুবি চমকে উঠল। এমন স্পষ্ট ভাষায়, এমন সত্য ভাষায় বিভাস কি ক'রে কথা বলতে পারে। এ কি শুধু শিষ্টাচার, শুধু সৌজন্য?

ওর বলবার ভঙ্গিতে তা তো মনে হয় না। একজনের অনশনের আশঙ্কায় আর একজনের উদ্বেগ আর বেদনাবোধই ওর ভাষায় ভঙ্গিতে ব্যক্ত। কিন্তু তা কি ক'রে সম্ভব? বিকাল বেলায় বিভাসের সেই ঘৃণায় আবিল চোখ, বিদ্বেষ বিকৃত কণ্ঠ তাও তো ভুলবার নয়। তবু সেই একই অসত্যভাষিণী, মিথ্যাচারিণীর ওপর বিভাসের এই দরদ আর মমতার হেতুটা কি? রুবির রূপ, তার মুহূর্তকাল পূর্বের লীলায়িত দেহভঙ্গি? কেন যেন এই মুহূর্তে তা রুবির ভাবতে ইচ্ছা করল না! তার চেয়ে ভাবতে ভালো লাগল তার চেয়ে দেখতে ভালো লাগল সামনে দাঁড়ান সহানুভূতিতে কোমল একখানি বেদনাপ্লুত মুখ। রুবির মনে হোল এমন মুখের সঙ্গে মুখোমুখি জীবনে যেন এই প্রথম। একজনের ব্যথিত দৃষ্টির সঙ্গে যেন এই প্রথম শুভদৃষ্টি।

রুবি বলল, 'আপনি সত্যি বলছেন আমি না খেলে আপনি ঘুমুতে পারবেন না!'

বলেই একটু যেন লজ্জাবোধ করল রুবি। ও কথার সত্যতা কি কি অমন স্পষ্ট ভাষায় যাচাই করা চলে?

বিভাস বলল, 'সত্যি বলছি।' তারপর একটু থেমে বলল, 'একটু আগে আপনি বলছিলেন ঘৃণা সকলের দেহেই আছে। কথাটা ঠিক, আমার ঘৃণা নিয়ে আমি মাঝে মাঝে বড় বিব্রত বোধ করি। ঘৃণা তো কাউকে সত্যিই শাস্তি দেয় না, দেহকে অসুস্থ করে, মনের ভার-সাম্য নষ্ট ক'রে তাকে অস্বস্তিতে ভরে দেয়। আমরা ভাবি যাকে ঘৃণা করলাম তাকে বুঝি দূরে ঠেলে রাখতে পারলাম। ভুল, পরম ভুল।'

একটু চুপ ক'রে থেকে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রুবি, 'চলুন, যাই ও ঘরে। আপনি যখন ছাড়বেনই না।'

রান্নাঘরে এসে রুবি বলল, 'আপনার পালাবার দরকার নেই। অন্ত

কারো সামনে খাওয়া আমার অভ্যাস আছে। বরং একা একা খেতেই খুব খারাপ লাগে। ওই টুলটা টেনে বসুন। খেতে খেতে তর্ক করি।'

বিভাস তবু একটু ইতস্তত করছে দেখে রুবি বলল, 'বাঃ, এতক্ষণ আপনাকে এত রেঁধে বেড়ে খাওয়ালুম, আর আমাকে একটু জলটা নুনটা এগিয়ে দেবেন না বুঝি?' তারপর একটু হাসল রুবি, 'ভয় নেই, আপনি নিশ্চিন্তে বসুন, সত্যি সত্যি আপনাকে জলের ঘটি এগিয়ে দিতে বলব না। তাতে যে পুরুষের মানহানি হয় সে জ্ঞান আমার আছে। আপনারা ভারি স্বার্থপর জাত, শুধু সেবা নিতেই জানেন সেবা করতে গেলে জাত যায় আপনাদের।'

বিভাস টুলের ওপর বসে পড়ে বলল, 'কেবল কি তাই। ও সব কাজ নিয়ে আমরা কাড়াকাড়ি করলে, কেবল আমাদের জাত নয়, সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের ভাতও মারা যায় যে।'

থালায় ভাত তরকারি বেড়ে নিয়ে খেতে বসল রুবি। একটু বাদে বলল, 'হুঁ, আপনাদের তো ওই এক দোহাই আছে। আমরা দিন রাত আপনাদের সেবা না করলে আমাদের ভাত মারা যায়, হৃদয়ের কোমলতা নষ্ট হয়—আরো যেন কি কি, বলুন না। আসলে আপনারা হৃদয়বাদী নন, সুবিধাবাদী।'

বিভাস একটুকাল চুপ ক'রে কি যেন ভাবল, তারপর বলল, 'সুবিধাবাদ তো বটেই, কিন্তু সে সুবিধা নারী-পুরুষ দুজনের জন্যেই। কাজের এই বিভাগ ছাড়া, পারস্পরিক দান প্রতিদান ছাড়া দাম্পত্য জীবন সুখের হয় না।'

রুবি বিভাসের দিকে চোখ তুলে তাকাল, 'দাম্পত্য-জীবন? দাম্পত্য জীবন ছাড়া আর বুঝি কোন জীবনের কথা আপনি ভাবতে পারেন না?'

বিভাস একটু যেন থমকে গেল। কি ভেবে কথাটা বলল রুবি। ওর আসল জিজ্ঞাস্যটা কি।

বিভাস বলল, 'সমাজ জীবনের কথা ভাবতে হ'লে দাম্পত্য জীবনের কথা ভাবতেই হয়। কারণ দাম্পত্য জীবনই সমাজ জীবনের ভিত্তি।'

রুবি একটু হাসল, 'ভিত্তি। কিন্তু বড় নড়বড়ে ভিত্তি বিভাস বাবু, সব সময় টলমল টলমল করে। সব সময় একটা না একটা ঠেক্‌না দিয়ে রাখতে হয়। হয় পুলিস না হয় পুরোহিত, কিংবা দুইই।'

বিভাস বলল, 'তা হোক। ক্রমে ক্রমে পাহারার প্রয়োজন একদিন শেষ হবে। তাছাড়া ভালো জিনিস দরকারী জিনিস একেবারে না রাখতে পারার চেয়ে পাহারা দিয়ে রাখলেই বা ক্ষতি কি।'

রুবি একটু উত্তেজিতভাবে বলল, 'ক্ষতি নিশ্চয়ই আছে। যা মানুষের প্রকৃতির বিরুদ্ধে প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে, কল্যাণের নামে তা জোর ক'রে কারো ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ায় ক্ষতি নেই? সে ক্ষতির বোঝা বাইরে থেকে চোখে পড়ে না, ভিতরে ভিতরে সারা জীবন তার বিকৃতি বয়ে বেড়াতে হয়।'

বিভাস হঠাৎ বলে ফেলল, 'শুধু ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা সম্বল ক'রে অমন জেনারালাইজ করা কি ভালো?'

রুবি স্থির দৃষ্টিতে বিভাসের দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বলল, 'ভালো মন্দ জানিনে, সবাই তাই করে, বিভাসবাবু। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা দিয়েই সবাই জীবনটাকে যাচাই করে বুঝে নিতে চায়। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত জীবনের আপনি কি জেনেছেন শুনি?'

বিভাস রুবির দিকে তাকাল, 'না, কিছুই এখনো জানি নি। কিন্তু জানবার ইচ্ছে আছে।'

রুবি পরিহাসের ভঙ্গিতে বলল, 'সত্যি? আমি ভেবেছিলাম আপনি একেবারে পাথর দিয়ে গড়া। কোন ইচ্ছা-টিচ্ছা আপনার

মধ্যে নেই। এখন দেখছি সবই একটু একটু আছে। আমার অতীত জীবন সম্বন্ধে আপনারও কৌতূহল আছে তাহলে?'

বিভাস শান্তভাবে বলল, 'আছে। কিন্তু অন্যের মুখের শোনা কথায় সে কৌতূহল আমি মেটাব না। যা শুনবার আমি আপনার কাছ থেকেই শুনব।'

রুবি একটুকাল চুপ ক'রে রইল। ঠিক এমন স্পষ্ট ভাষায় অথচ এত আন্তরিক আগ্রহের সঙ্গে এর আগে কেউ যেন তার জীবনকাহিনী জিজ্ঞাসা করে নি। অন্যের এ ধরণের প্রশ্নে অশোভন কৌতূহল প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু জানবার আগে থেকেই ব্যাপারটাকে সে যে উপভোগ করছে তা তার কথার ভঙ্গিতে চাপা থাকে নি। কিন্তু বিভাসের ধরনধারণ যেন আলাদা। রুবির জীবন-বৃত্তান্ত জানবার তার যেন একটা বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। সে উদ্দেশ্য শুধু কৌতূহল নিবৃত্তিতেই যেন শেষ হবে না।

খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। এবার এঁটো থালা হাতে রুবি উঠে দাঁড়াল। তারপর বিভাসের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল, 'বেশ তো শুনবেন। কিন্তু সে যে এক মহাভারত। আর মহাভারতের কথা অমৃত সমান। সে পুণ্যকাহিনী এঁটো মুখে বলা উচিত হবে না। তার চেয়ে আমি মুখটুকু ধুয়ে একটু হরতুকি মুখে দিয়ে আসি, আর আপনি ততক্ষণ দূর্বা হাতে ব্রতকথা শুনবার জন্যে আমার ঘরে গিয়ে অপেক্ষা করুন। যান, বসুন গিয়ে আমার ঘরে। আমি এক্ষুণি আসছি।'

রুবির বলবার ভঙ্গিতে আধা অনুনয়, আধা আদেশ। বিভাস এক মুহূর্ত কি একটু ভাবল। এত রাত্রে রুবির ঘরে বসে গল্প করা ঠিক রীতি আর রুচিসম্মত হবে কিনা। কিন্তু পরক্ষণেই নিজের শঙ্কা আর সংকোচের কথা ভেবে নিজেই হাসল। নিজেকে সে জানে।

নিজের ওপর তার আস্থার অভাব নেই। বরং প্রসঙ্গ যখন উঠেছে, সুযোগটা নেওয়াই ভালো। শোনাই যাক না রুবির অতীত কাহিনী। সব কথা হয়তো সত্য বলবে না রুবি। ক'জনই বা বলতে পারে। তবু সত্য আর মিথ্যার ভেজাল থেকে মোটামুটি তথ্যটা বিভাস ছেঁকে তুলতে পারবে।

বিভাস রুবির ঘরে এসে ইজিচেয়ারটায় বসল। টেবিলে শেড ঢাকা নরম নীল আলো জ্বলছে। একখানা বই টেবিলের ওপর থেকে বিভাস তুলে নিতে যাচ্ছিল রুবি এসে ঘরে ঢুকল, 'ওকি, আবার বই কেন?'

বিভাস বলল, 'বইটা আলাপের ভূমিকা। মুখবন্ধ।'

রুবি সামনের সোফাটায় বসে পড়ে বলল, 'মুখতো আপনি আগেও বন্ধ ক'রে রয়েছেন, পরেও থাকবেন। বই দিয়ে এখন মুখ ঢাকছেন, পরে চোখ ঢাকবেন। দরকার কি, তার চেয়ে আলোটা—'বলেই রুবি একটু হাসল, 'ভয় নেই নিবিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করছিনে, একটু সরিয়ে রাখতে চাইছি। আপনার আপত্তি নেই তো?'

বিভাস বলল, 'আপত্তি কিসের।'

রুবি উঠে গিয়ে সত্যিই আলোটা সরিয়ে রাখল। তারপর এসে বসল নিজের জায়গায়, মুখোমুখি। কিন্তু ভাল ক'রে মুখ দেখা যায় না। মাঝখানে আবছা অন্ধকারের পাতলা পর্দা।

মিনিট কয়েক চুপচাপ কাটল।

তারপর বিভাস বলল, 'এবার বলুন।'

রুবি বলল, 'ভাবছি সত্যি বলব না মিথ্যে বলব। ভয়ে না নির্ভয়ে।'

বিভাস বলল, 'সত্যি যদি বলতে পারেন নির্ভয়ে বলুন, আর মিথ্যে বললে ধরা পড়বার ভয় থেকেই যাবে।'

রুবি বলল, 'দেখুন সত্যি কথা শুধু নির্ভয়ে বলতে পারলেই হয় না, নির্ভয়ে শুনতে পারে এমন লোকও থাকা চাই। আমি তো এ পর্যন্ত তেমন শ্রোতা পেলাম না। সেই ভীরু দুর্বল শ্রোতাদের জন্যেই আমি মিথ্যাবাদিনী, মিথ্যাচারিণী। আপনি আমাকে একটু আগে যা বলে গাল দিয়েছিলেন। কিন্তু এই মিথ্যাচারে আমাকে বাধ্য করেছে কে? আপনাদের মিথ্যে সমাজ।'

বিভাস বলল, 'দেখুন, নিজের দোষ পরের ওপর চাপাতে যাওয়াতেও কম মিথ্যাচার নেই। সমাজ তো আপনাকে আমাকে নিয়েই। আমরা নিজেরা যদি পদে পদে মিথ্যা কথা বলি আমাদের সমাজ কি ক'রে সত্যবাদীর সমাজ হবে? কিন্তু আজ আর আপনার সঙ্গে তর্ক করব না, আপনার কথা শুনব।'

'কোত্থেকে বলব বলুন তো?'

বিভাস বলল, 'যেখান থেকে আপনার সুবিধে হয়। একেবারে গোড়া থেকেই সুরু করুন না।'

রুবি একটু হাসল, 'ও বাবা, আপনার সখ তো কম নয়। গোড়া থেকে সুরু করলে রাত যে শেষ হয়ে যাবে সে খেয়াল আছে? আর সে কি একটি দুটি রাত। সহস্র আরব্য রজনী। না বিভাসবাবু, গোড়া থেকে না, মাঝখান থেকেই শুনুন। গোড়ার কথা আমার মন থেকে সব মুছে গেছে; কেবল কুলেই কালি দিইনি, সে স্মৃতির ওপরেও দোয়াত উপুড় ক'রে ধরেছি।'

'কোন কালে ছিলে নাকি বালিকা বয়সী?'

'না ছিলাম না। বিয়ের বয়সী হয়েই আমি জন্মেছিলাম। যতদূর মনে পড়ছে ঠাকুরমা আমার এগার বছর বয়স থেকে বাবাকে বিয়ের জন্যে তাগিদ দিচ্ছিলেন। বছর দু' তিন বাদে ঠাকুরমা মারা গেলেন তো মা ধরলেন সেই বুলি।'

আধো অন্ধকারে রুবির মৃদুকণ্ঠ শোনা যেতে লাগল। বলতে বলতে খানিকক্ষণ বাদে তার মনে হোল সে নিজেও যেন শ্রোতা। আর একটি মেয়ের অতীত জীবনের ইতিবৃত্ত ধীরে ধীরে উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে। সে কাহিনীতে বিভাসের মত রুবিও যেন সমান আগ্রহশীল।

মা বার বার বলতে লাগলেন, 'মেয়ের এবাব বিয়ে দাও।'

কারণ মেয়ের মতি অস্থির, গতি চঞ্চল আর গড়ন বাড়ন্ত।

কিন্তু অধ্যাপক প্রিয়গোপাল স্ত্রীর অনুরোধ শুনলেন না। বিদূষী স্ত্রী পান নি, সেজন্যে ক্ষোভ রয়েছে মনে। কন্যাকে বিদ্যাবতী ক'রে আফশোষ মেটাবেন স্থির করলেন। মফঃস্বল স্কুলের চৌকাঠ ডিঙিয়ে রুবি কলকাতার কলেজে এসে ভর্তি হোল। সে কলেজে সহশিক্ষা প্রচলিত। ক্লাসের ছেলেদের কান অধ্যাপকের বক্তৃতায় কতখানি থাকত বলা যায় না, কিন্তু চোখগুলি নানাছলে রুবিদের বেঞ্চ নিরীক্ষণ করত। দু' চারজন তরুণ অধ্যাপকও বাদ যেতেন না। অল্পদিনের মধ্যেই রুবি সহপাঠিনীদের ঈর্ষার পাত্রী আর সহপাঠীদের উৎসাহ-দাত্রী হ'য়ে উঠল। রুবি লাইব্রেরী রুমে গেলে সেখানে পাঠানু-রাগীদের ভিড় বেড়ে যায়, ডিবেটিং ক্লাবে মূক ছাত্র বাচাল হ'য়ে ওঠে। নিজের গুরুত্ব আর মর্যাদা সম্বন্ধে ক্রমেই সচেতন হয়ে উঠল রুবি। অহঙ্কার আর আত্মপ্রত্যয়ের সীমা রইল না। কিন্তু তখনো প্রেম তো দূরের কথা কোন ছেলের সঙ্গে ভালো ক'রে আলাপ পর্যন্ত করে না রুবি। কারো দিকে চোখ তুলে কথা বলতে সংকোচ হয়। কিন্তু এতেও বিপদ কম হোল না। অহঙ্কারী বলে অপবাদ রটতে লাগল ক্লাসে। রুবি গ্রাহ্য করল না। নিজের দু' তিনজন বান্ধবী আর বইপত্র নিয়ে রুবি একান্তে সরে থাকতে চেষ্টা করল। কিন্তু সব চেষ্টা সব

সময় সফল হয় না। রুবির এত ঔদাসীন্যেও কয়েকটি ছেলের উৎসাহ কিছুতেই কমবার লক্ষণ দেখা গেল না। তাদের মধ্যে সবাইকে ছাড়িয়ে গেল হিরন্ময় ঘোষাল। বার দুয়েক বি, এ, ফেল করবার পরে সে কলেজ ছাড়ল, কিন্তু ছাত্রীদের সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা একেবারে ছাড়ল না। তাব নামে আরো অনেক কাহিনী প্রচলিত ছিল। কোন মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হ'তে তার ক'দিন বা ক সপ্তাহ লাগবে তাই নিয়ে বন্ধুদেব সঙ্গে সে বাজি রাখত। আর বাজিতে হিরন্ময় নাকি কোন দিন হারত না। বড় লোকের ছেলে, দেখতে শুনতেও মোটামুটি সুপুরুষই বলা চলে। তবু হিবন্ময়কে দেখে রুবির মন বিতৃষ্ণায় ভরে উঠত। কিসের একটা অভদ্র, ইতর কুরুচির ছাপ আছে হিরন্ময়ের চেহারায়। ওর চোখের দৃষ্টিতে হাসির ভঙ্গিতে তা ফুটে বেরুত। রুবির জন্যে হিরন্ময় বন্ধুদের সঙ্গে কতদিনের চুক্তি করেছিল তা জানা যায় না কিন্তু মাসের পর মাস কাটল, বি, এ, ক্লাসের দুটো বছর শেষ হয়ে এল তবু হিরন্ময় কোন সুযোগ সুবিধা পেল না।

সিমলা স্ট্রিটে মেয়েদের একটি প্রাইভেট হস্টেলে রুবি থাকত। রুবির জ্যেঠামশাইও ছিলেন বউ বাজারে। বাবার খুড়তুতো ভাই, একটু গোঁড়া রক্ষণশীল প্রকৃতির মানুষ। মেয়েদের খুব বেশি লেখাপড়া শেখানো তিনি পছন্দ করতেন না। রুবিদের চালচলনও তাঁর তেমন মনঃপুত ছিল না, প্রথমে কথা হয়েছিল রুবি সেই জ্যেঠামশাইর বাসায় থেকেই পড়বে। কিন্তু নানা কথা ভেবে রুবি নিজেই রাজী হয়নি। বাবা তাকে একটা সস্তা হস্টেল ঠিক করে দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু হস্টেলেও তেমন যেন মন টিঁকতনা রুবির। কেমন একটা কৃত্রিম ধরণ ধারণের মধ্যে প্রাণ হাঁপিয়ে উঠত। সব চেয়ে বেশি খারাপ লাগত লেডী সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিসেস করগুপ্তকে। ভদ্রমহিলা নাকি অল্প বয়সে বিধবা হয়েছিলেন। কোন এক রাজনৈতিক উপদলের সঙ্গেও গোড়ায়

কিছু কিছু যোগাযোগ ছিল। কিন্তু হস্টেলে যখন এলেন তখন একেবারে শুচিধর্মী যোগিনীমূর্তি। তাঁর শাসন অনুশাসনে অতিষ্ঠ হয়েছিল সবাই।

তাই সুযোগ পেলেই সহপাঠিনী বান্ধবীদের বাড়িতে যেত রুবি। যতক্ষণ পারত সেই পারিবারিক আবহাওয়ায় কাটিয়ে আসত। বন্ধুরাও তাকে সহজে ছাড়তে চাইত না।

সেদিন শ্যামবাজারে সেবা দত্তদের বাসা থেকে ফিরতে ফিরতে বেশ একটু রাত হয়ে গেল। ট্রামে উঠে একটা লেডীজ সীটে বসেছে, পাশে এসে বসল হিরন্ময় ঘোষাল; হেসে বলল, 'এই যে ভালো আছেন মিস রায়?'

সামান্য পরিচয় সামান্য মুখ চেনাচেনি। তাতে হিরন্ময় যে এমন পাশে এসে বসতে পারে রুবি ভাবতে পারেনি। ওর সাহস দেখে রুবি অবাক হয়ে গেল। প্রথমে ভাবল কণ্ডাকটরকে ডেকে ওকে তুলে দেয়। কিন্তু কেলেঙ্কারীর ভয়ে চুপ ক'রে গেল। বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল জানলা দিয়ে। হিরন্ময় তাতে দমল না। তার গুঞ্জন সমানে চলতে লাগল। মাঝে মাঝে স্পর্শ লোভেরও পরিচয় মিলল তার। রুবি রইল কাঠ হয়ে। ভাবল আর কয়েক মিনিট, তারপর নেমে গেলেই আপদ যাবে। কিন্তু আপদ অত সহজে গেল না। বিবেকানন্দ রোডের মোড়ে রুবি ট্রাম থেকে নামল। আপদ আসতে লাগল পিছনে পিছনে। আসতে আসতে একেবারে হস্টেলের কাছে এসে থামল।

হিরন্ময় বলল, 'আপনি যাবেন কি ক'রে? দরজা দেখি বন্ধ হয়ে গেছে।'

দুর্ভাবনাটা রুবিরও হয়েছিল, কিন্তু সে কথা প্রকাশ না ক'রে বলল, 'সে জন্যে আপনাকে ভাবতে হবে না, আপনি যান।'

হিরন্ময় বলল, 'ক্ষেপেছেন? আপনাকে এমনভাবে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে রেখে আমি যেতে পারি? দারোয়ান কোথায়?'

রুবি বলল, 'আমি জানিনে।'

হিরন্ময় একটু হাসল, 'এ সব জানতে হয়। আচ্ছা দাঁড়ান, আমি খুঁজে দেখছি।'

খুঁজতে হোল না। একটু দূরেই হিন্দুস্থানী দারোয়ান ভজন সিং বসে বসে খৈনী টিপছিল। হিরন্ময় তার কাছে গিয়ে বলল, 'দোর খুলে দাও দারোয়ানজী।'

দারোয়ান মাথা নেড়ে জানাল মাইজীর হুকুম নেই। হিরন্ময় হেসে পকেট থেকে পাঁচ টাকার একখানা নোট বার করল। ভজন সিং নেবে কিনা ইতস্ততঃ করছে দোতলার বারান্দা থেকে হঠাৎ লেডী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের বজ্রকণ্ঠ শোনা গেল, 'ভজন! ভজন সিং।'

নোটখানা হাত থেকে মাটিতে খসে পড়ল ভজন সিংএর। হিরন্ময় আর দাঁড়াল না।

লেডী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট স্যাণ্ডাল পায়ে নিচে নেমে এলেন। খানিক বাদে দোর খুলে গেল হস্টেলের। তিনি বললেন, 'এসো, তোমার মত মেয়েকে আজ থেকেই তাড়িয়ে দেওয়া উচিত ছিল। নেহাৎ রাত হয়েছে তাই—।'

রুবি বিবর্ণমুখে মৃদুস্বরে বলল, 'আপনি সব না শুনে—'

লেডী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাধা দিয়ে বললেন 'শুনব আবার কি? সবই তো দেখলাম।'

দেশে রুবির বাবার কাছে চিঠি দিলেন লেডী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। এমন মেয়েকে রেখে তিনি হস্টেলের শুচিতা নষ্ট করতে পারেন না। বিশ্বাস ক'রে আরো অনেক ভদ্রলোক তাঁদের মেয়েদের মিসেস কর-গুপ্তের হাতে সঁপে দিয়ে গেছেন। সে দায়িত্ব পালন করতে তিনি

ধর্মতঃ বাধ্য। সামাজিক মঙ্গলের দিকে প্রিয়গোপালেরও তাকান উচিৎ। একটি পচা আপেল ঝুড়ির পঞ্চাশটি ভালো আপেল নষ্ট করে। উপসংহারে উপদেশ দিয়েছেন মিসেস করগুপ্ত রুবির মত মেয়েকে শুধু হস্টেল থেকে নয়, কলকাতা থেকে সরিয়ে নেওয়াই ভালো। সময় মত বিয়ে টিয়ে দিলে স্বভাব এখনো শোধরাবার আশা আছে।

চিঠিখানা মেয়েকে পড়তে দিলেন প্রিয়গোপাল। রুবি বাবার কোলে মুখ গুঁজে কেঁদে উঠল, 'এর কোন কথা সত্যি নয় বাবা। তুমি কিছু বিশ্বাস কোরো না।'

প্রিয়গোপাল বললেন, 'বিশ্বাস আমি করিনে। কিন্তু এখন থেকে সাবধান হওয়াও উচিৎ। আমাদের সময়-বড় খারাপ যাচ্ছে মা।'

সময় খারাপ যাচ্ছিল ঠিকই। কলেজ কমিটির সঙ্গে ঝগড়া ক'রে প্রিয়গোপাল চাকরি ছেড়ে দিয়ে একজন বন্ধুর সঙ্গে অংশীদারীতে ছোট এক হোসিয়ারী খুলেছিলেন। বছর দুয়েক যেতে না যেতে কারবারই শুধু যায়নি, সমস্ত সম্বলই গেছে প্রিয়গোপালের। ওদিকে বেনামীতে বন্ধুর ভিন্ন কারবার জমে উঠেছে। নদীর এক পাড় ভাঙে আর এক পাড়ে চর পড়ে।

সাবধান হবার জন্যে প্রিয়গোপাল মেয়েকে এনে তুললেন সেই জ্ঞাতি ভাইয়ের বাসায়। দাদার কাছে একেবারে মিথ্যে কথাটা বলতে প্রিয়-গোপালের·বাধল। ইসারা আভাসে প্রায় সবই তাঁকে বললেন। কিন্তু রুবির অপবাদটা যে মিথ্যা সেকথাও জানালেন। প্রিয়গোপালের দাদা শেষ কথাটি বিশ্বাস করলেন না। জ্যোঠামশাইর কাছ থেকে জেঠিমা শুনলেন বিবরণ। জেঠিমার মুখ থেকে নানা বর্ণে রঞ্জিত হয়ে কাহিনীটা ক্রমেই ছড়াতে লাগল। তবে জেঠিমা প্রত্যেককেই নিষেধ ক'রে দিলেন যে কথাটা যেন আর কেউ না শোনে। শত হলেও বংশের মেয়ে। তার ভবিষ্যৎ ভালো মন্দের কথা সকলকেই ভাবতে হয়।

সামনেই পরীক্ষা। একদিকে রুবি তার জন্যে তৈরী হ'তে লাগল আর একদিকে সবাই মিলে তার ভবিষ্যতের কথা ভাবতে লাগলেন। ভবিষ্যতের ভাবনা মানে বিয়ের ভাবনা।

বি. এ. পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে রুবি বলল, 'বিয়ে আমি করব না।'

জ্যেঠামশাই হেসে বললেন, 'পাগলী মেয়ের কথা শোন। বিয়ে তুমি করবে কি, বিয়ে তোমার আমরা দেব। তোমার সেজন্যে ভাবতে হবে না'

জ্যেঠামশাই রাশভারী লোক। তাঁর সঙ্গে তর্ক করা যায় না, তর্ক করার ইচ্ছাও রুবির ছিলনা। প্রিয়গোপালকে একান্তে পেয়ে বলল, 'বাবা এক্ষুণি তোমরা এসব কি সুরু করেছ! বি. এ-র ফলটা বের হোক। পাশ করলে এম. এ-টা পড়তে পারি কি না দেখি। তা না, তোমরা আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে—'

বাবা বললেন, 'তোর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কে কি করবে।'

রুচিতে মিল নেই, স্বভাব চরিত্রে মিল নেই, তবু বাবার ইচ্ছাটা কি ক'রে যে জ্যেঠামশাইর ইচ্ছার সঙ্গে মিলে গেল তা রুবি বুঝতে পারল না। আসলে পুরুষের ব্যক্তিত্বটাই সব। সেই ব্যক্তিত্বেরই ঘাটতি আছে প্রিয়গোপালের মধ্যে। দাদা তাকে বোঝালেন যে নিজের বুদ্ধিমত চলতে গিয়েই প্রিয়গোপাল সর্বস্ব খুইয়েছে। একবার দাদার বুদ্ধি নিয়ে চলুক আবার তার সব হবে। জ্যেঠিমা বললেন, 'তাই করো ঠাকুরপো। এত লোক এত জায়গা থেকে এসে তোমার দাদার বুদ্ধি নেয়, আর তুমি কি না—'

বিষয় আর বিষয়বুদ্ধি দুইয়েতেই কৃষ্ণগোপাল খ্যাতিমান। প্রিয়-গোপাল দাদার অনুরোধ এড়াতে পারলেন না।

দিন কয়েক বাদে বরপক্ষ এসে রুবিকে দেখে গেল। আরো

কয়েকদিন বাদে সবান্ধবে বর নিজেই এল দেখতে। উৎপল চন্দ। জেঠীমারই এক পিসতুতো বোনের ছেলে। বিদ্যায় খাট নয়। এম. এ. বি. এল। কিন্তু চাকরির দিকে যায়নি, ওকালতির দিকেও নয়। পৈতৃক আবগারী দোকান আছে। তাই দেখা শোনা করে। কিছু কিছু জমিজমাও আছে উত্তরবঙ্গে।

বাবা বললেন, 'কিন্তু দেখতে যেন একটু কেমন কেমন। চেহারাটা তেমন যেন—'

জেঠা মশাই ধমকে উঠলেন, 'বলিস কি তুই, কেবল রাশ রাশ বইই পড়েছিস আসলে বুদ্ধি শুদ্ধি কিছু হয়নি। পুরুষের আবার চেহারা কি, স্বাস্থ্যটা ভালো থাকলেই হোল। পুরুষের আসল রূপ তার বিদ্যায় বুদ্ধিতে অর্থে সামর্থ্যে। পুরুষের রূপ তার গুণে। মেয়েদের বেলায় বরং উল্টো কথা বলা চলে। তাদের পক্ষে রূপই একটা প্রধান গুন। ঘরে যখন বউ আনব, তখন খোঁপা খুলে তার মাথার চুল পরীক্ষা করব। কিন্তু জামাই আনবার সময় উপরের চুল নয় ভিতরের মগজটাই যাচাই ক'রে দেখব। এই প্রিন্সিপল্ নিয়ে আমি দুটি তিনটি মেয়ে পার করেছি। কই কোথাও ঠকেছি তো কেউ বলতে পারেনি।'

জেঠীমা বললেন, 'অত কথায় দরকার কি, ঠাকুরপোর, যদি পছন্দ না হয়—

জেঠামশাই বললেন, 'তুমি থাম। এটা মান অভিমানের ব্যাপার নয়। মেয়ের বিয়ে, যাকে বলে কন্যাদায়। চেহারা চেহারা করছিস, আমরা নিজেরাই বা এমন কোন কন্দর্পকান্তি শুনি। তাই বলে কি আমরা বউএর সেবা যত্ন পাইনি, না কোন বউ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেছে?'

জেঠীমা মুখ টিপে হেসে বললেন 'ছোট বউকে নিয়ে বোধ হয় এখনো ঠাকুরপোর আশঙ্কা আছে।'

প্রিয়গোপালের মনে যেটুকু সংশয় ছিল বউদির হাসি পরিহাসে তা একেবারেই কেটে গেল। তোড় জোড় আরম্ভ হোল বিয়ের। উৎপল অবিবেচক নয়, পণ যৌতুক নিয়ে কোন দাবী জানায় নি সে। সবই মাসীমা মেসোমশাইর হাতে ছেড়ে দিয়েছে।

কৃষ্ণগোপাল বললেন, 'এমন ছেলে আজকাল কদাচিৎ মেলে।'

রুবির মা মন্দাকিনীও ভাবী জামাইয়ের মহানুভবতায় অভিভূত হলেন। বললেন, 'ছেলেটি সত্যিই ভালো, এ সম্বন্ধ হাত ছাড়া করে কাজ নেই। ভালোয় ভালোয় এখন সব মিটে যায় তা হ'লেই বাঁচি।'

রুবির মন তবু দ্বিধায় দুলতে লাগল। ভালো করে আলাপ পরিচয় হোল না, দীর্ঘকাল ধ'রে জানা শোনা হোল না এ কেমন বিয়ে। এমন বিয়ের কথা তো সে ভাবেনি। কল্পনা করেছে বহুদিন ধরে মন জানাজানির পালা চলবে তারপরে দুজনের মিল হবে বাসর-ঘরে। কিন্তু সেই ভাবনা কল্পনার কথা মন খুলে কাউকে বলতেও পারল না। কেমন যেন লজ্জা করতে লাগল। তাছাড়া, এই চার বছর ধ'রে তো দূর থেকে কত ছেলেকেই দেখল, কই কারো সঙ্গে তো তেমন আলাপ পরিচয় হোল না, মেলামেশার সুযোগ ঘটল না। তাহ'লে ও সব কথা কি বানানো, কেবল নভেলের গল্প। সেই ভালোবাসাবাসির আশায় থেকে রুবি কি চিরকাল আইবুড়ো হয়ে থাকবে। কোন দিন বিয়ে হবে না, বর জুটবে না? এ কল্পনাও ভালো লাগল না রুবির। তার চেয়ে ওঁরা যা করতে চাইছেন করুন, যা ঘটতে যাচ্ছে তা ঘটুক। তাতে কোন বাধা দেবে না রুবি।

উৎপল রূপবান পুরুষ নয় তা ঠিক। কিন্তু কি হবে রূপ দিয়ে। ঠাকুরমা ঠিকই বলতেন রূপ একটা অভিশাপ। নিজের বেলায় তো রুবি তাই দেখল। হস্টেলে এত মেয়ে থাকতে অপবাদ রটল কিনা

তার নামে যেহেতু তার রূপ আছে। কলেজে এত মেয়ে থাকতে হিরন্ময়ের মত বদমাস আর গুণ্ডা ধরণের ছেলে বেছে বেছে লাগল তারই পিছনে যে হেতু তার রূপ আছে। রূপ মেয়েদের একটা বড় বালাই, পুরুষদের পক্ষেও সেটা কোন কাজের জিনিস নয়। রুবি লক্ষ্য করেছে নিজেদের গাঁয়ের রূপবান ছেলেগুলিই সবচেয়ে আগে বকাটে হয়েছে। তাদের স্থান হয়েছে যাত্রার দলে। স্কুল কলেজেও তাই, বেশির ভাগ সুশ্রী ছেলেই মাকাল ফল। পুরুষের বেলায় রূপের সঙ্গে গুণের কোথায় যেন একটা অবনিবনাও আছে। পৃথিবীর বেশির ভাগ মহাপুরুষই কুপুরুষ।

মন স্থির ক'রে ফেলল রুবি।

প্রিয়গোপাল যখন জিজ্ঞেস করলেন, 'যে যাই বলুক, আমি তোর নিজের মুখের কথা না শুনে কিছু করব না মা। আমাকে সত্যি ক'রে বল এ বিয়েতে তোর মত আছে তো?'

বাবা তার মুখ থেকে কি শুনতে চান তা রুবি জানে। কথাবার্তা প্রায় পাকাপাকি হয়ে গেছে। কেনা কাটাও প্রায় শেষ হয়ে এল তবু বাবা বলছেন তোর মত না হলে কিছু করব না। বাবার মনে মনে ইচ্ছা শিক্ষিতা বয়ঃপ্রাপ্তা মেয়েকে সব ব্যাপারে স্বাধীনতা দেওয়া, তাঁর শিক্ষা, আদর্শ আর রুচি সেই কথাই বলে। কিন্তু বাস্তব পরিবেশ সে কথায় সায় দেয় না। এই অসহায় বাবার জন্যে হঠাৎ ভারি মমতা বোধ করল রুবি। ভালো চাকরি নেই, ব্যবসায়ে ভরা-ডুবি হয়েছে, উপযুক্ত ছেলে বেকার, সংসার সম্বন্ধে উদাসীন। এদিকে ছোট ছোট আরো চার পাঁচটি ছেলে মেয়েকে মানুষ ক'রে তোলবার দায় রয়েছে ঘাড়ে। বিয়ে তো রুবিকে একদিন করতেই হবে, কিন্তু বাবাকে সুখী করবার সুযোগ বুঝি কোনদিন আর জুটবে না।

রুবি বলল, 'বাবা, তোমার মতেই আমার মত।'

প্রিয়গোপাল বললেন, 'না, আমি তোর নিজের মত শুনতে চাই।'

রুবি মুখ নামিয়ে বলল, 'আমার মত আছে।'

'মত আছে।' প্রিয়গোপাল উল্লসিত হয়ে মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন, 'মত আছে? সত্যি বলছিস?'

রুবি এবার চোখ তুলে দেখল বাবাকে। প্রিয়গোপালের চেহারা সুন্দর নয়, বরং কুশ্রীই বলা যায়। বং অত্যন্ত কালো, নাক মোটা, ঠোঁট পুরু, চোখ দুটি ছোট ছোট। কিন্তু রুবির মনে হোল কি অপূর্ব সুন্দরই না দেখাচ্ছে বাবাকে। রূপ কারো মুখে নয়, রূপ কারো চোখে নয়, রূপ কি তাহলে শুধু খুসি হওয়ায় আর খুসি করায়? সুখই কি সৌন্দর্য?

কিন্তু শুভ দৃষ্টির সময় যখন এক পলকের জন্যে উৎপলের চোখে চোখ রাখল রুবি, মনে হোল কিসের একটা কাঁটা যেন এসে বিঁধল। সে কাঁটা কি চোখে বিঁধল না হৃদয়ে, সে কাঁটা কি একটি না এক সহস্র?

উৎপলের মুখ প্রিয়গোপালের চেয়েও যেন বেশি কুশ্রী। দৃষ্টি-পীড়াদায়ক। রুবি সেই মুহূর্তেবুঝতে পারল, ভুল করেছে। পরম ভুল করেছে। বাপের মুখের সঙ্গে স্বামীর মুখের তুলনা চলে না। জন্মাবধি দেখে দেখে বাবার মুখের কুশ্রীতা চোখে সয়ে যায়, কিন্তু স্বামীর এই শ্রীহীন মুখ সারাজীবন ধরে রুবি সইবে কি ক'রে? মুহূর্তের ভাবালুতায় একি সর্বনাশ ক বে বসল সে, নিজেকে কেন এমন ক'রে ঠকালে? বাবার অসৌন্দর্যে তার কোন হাত ছিল না, তাতে তার কিছু এসে যায় না, কিন্তু ইচ্ছা করলেই তো, অপেক্ষা করলেই তো সে রূপবান স্বামী খুঁজে নিতে পারত।

পুরোণ সহপাঠিনীদের মধ্যে নিমন্ত্রণ খেতে এসেছিল সেবা দত্ত

আর সবিতা ব্যানার্জী। কিছুদিন আগে সবিতা বিয়ে করেছে। কেউ তাকে সম্প্রদান করেনি, নিজেই স্বয়ম্বরা হয়েছে সবিতা। দেখে শুনে স্বামী মনোনয়ন করেছে। স্ত্রীর সঙ্গে সুপ্রিয়ও এসেছে বিয়েতে। পরম সুদর্শন, শক্তিমান যুবক। একবার তার স্মিত মুখের দিকে তাকিয়েই রুবি তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিল। পাছে তার চোখের ক্ষোভ আর নৈরাশ্য আর কারো চোখে পড়ে যায়। এমন তো তারও হ'তে পারত। রূপবান পুরুষের ওপর তার দাবীও তো বেশি ছাড়া কম ছিল না।

বিয়ের মিষ্টি খেয়ে খুব মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে গেল বান্ধবীরা। সেবা বলল, 'বেশ বর হয়েছে রুবি।'

সবিতা বলল, 'হ্যাঁ, বেশ ভদ্রলোক।'

রুবি গম্ভীর ভাবে বলল, 'হুঁ।'

'বেশ' কথাটি যে আসলে ওদের ঠাট্টা আর পরিহাসেরই ছদ্মবেশ তা তার বুঝতে বাকি রইল না।

ফুলশয্যা হোল নীলফামারিতে। শ্বশুর বাড়ির অবস্থা ভালো। সহরের ওপর দোতলা পাকা বাড়ি। দক্ষিণ খোলা ঘরে ইলা আর নীলা দুই ননদ দামী পালঙ্ক ফুলের রাশে ঢেকে ফেলেছে। প্রৌঢ়া বিধবা শাশুড়ী এঘর থেকে ওঘর ছুটোছুটি করছেন। অনেক রাত্রে আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবের দল বিদায় নিলে উৎপল এসে ঘরে ঢুকল। এতক্ষণ অন্যমনস্ক হয়েছিল রুবি, আত্মীয় স্বজনের ভিড়ে নিজেকে বেশ মিশিয়ে দিয়েছিল; উৎপলকে চোখেও পড়েনি, মনেও পড়েনি। কিন্তু এবার সশরীরে উৎপল এসে সামনে দাঁড়াল। রুবির মনে হোল এর চেয়ে স্বামীর অশরীরী হওয়াই যেন ভালো ছিল। সে থাকত ভাবরূপে। তাহ'লে তার রূপের অভাব এমন ক'রে চোখকে পীড়া দিত না।

রুবি স্বামীর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়েএকটা বইয়ের আড়ালে মুখ ঢাকল।

উৎপল খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল চুপ ক'রে। তারপর আস্তে আস্তে এসে হাত ধরল স্ত্রীর, 'রাত একটা বাজে। এসো, এবার শোবে এসো।'

রুবির গাটা শির শির ক'রে উঠল। আনন্দে নয়, বিতৃষ্ণায়। এই প্রথম পুরুষ স্পর্শ, কিন্তু প্রেমের স্পর্শ কই।

রুবি বলব, 'তুমি যাও শোও গিয়ে। আমি এখন শোব না।'

'শোবেনা তো কি করবে?'

'কি আর করব, বসে থাকব।'

উৎপল বলল, 'কেন?'

রুবি বলল, 'কেন আবার, অমনিই।'

উৎপল বলল, 'ও।'

তারপর আর একটা চেয়ার টেনে নিয়ে রুবির সামনে এসে বসল, 'তুমি কি ভাবছ বলতো?'

রুবি বলল, 'ভাবছি, আমাদের এই বিয়ের ধরণটা কি অদ্ভুত।'

উৎপল বলল, 'কেন?'

রুবি বলল, 'অদ্ভুত নয়? দুদিন আগে আমাদের পরিচয়ও ছিল না। এখনো মাত্র সামান্যই আলাপ হয়েছে। একজন আর একজনকে কতটুকুই বা চিনি জানি। কিন্তু তুমি কত সহজে কত অসঙ্কোচে এসে আমার হাত ধরেছ, তোমার বিছানায় শুতে যাওয়ার জন্যে ডাকছ।'

উৎপল এবার রুবির হাত ছেড়ে দিল। একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, 'তাতে কি হয়েছে। সবাই তো তাই ক'রে। তাছাড়া তুমি আমার স্ত্রী। আমাদের মেলামেশায় সামাজিক অনুমোদন রয়েছে।'

রুবি বলল, 'কিন্তু সামাজিক অনুমোদনটাই কি সব?'

উৎপল বলল, 'কে বলছে সব? তুমি আমি যতক্ষণ না তাকে মেনে নিচ্ছি, স্বীকার করছি ততক্ষণ তার কোন মূল্য নেই। আইনই বল আর আচারই বল ততক্ষণ তা আমাদের বাঁধতে পারবে না। কিন্তু একবার স্বীকার ক'রে নিলে—

রুবির মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে গেল, 'আর বুঝি অস্বীকার করার জো থাকেনা?'

বলেই রুবি লজ্জিত হয়ে পড়ল। এতবড় কঠিন কথাটা তার বলবার ইচ্ছা ছিল না। অন্ততঃ এত তাড়াতাড়ি নয়।

মুহূর্তের জন্যে উৎপলের মুখ আরো কালো আর শক্ত দেখাল। একটু সময় লাগল আত্মসংবরণ করতে। তারপর বলল, 'অন্ততঃ আমাদের সমাজে তো নেই।'

আবো কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল তারপর উৎপল রুবির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে একটা কথা সত্যি ক'রে বলবে? তুমি কি বিয়ের আগে কাউকে ভালোবাসতে?'

ছোট ছোট দুটি কটা চোখের তীক্ষ্ণদৃষ্টি রুবির গভীর অন্তরলোক যেন খানাতল্লাসী ক'রে বেড়াতে লাগল।

রুবি প্রথমটায় আরক্ত হয়ে মুখ নিচু করল। তারপর ফের মুখ তুলে তাকাল স্বামীর দিকে। অদ্ভুত একটু হেসে বলল, 'বিয়ের আগে যখন সে খোঁজ নাওনি বিয়ের পরে সে কথা জিজ্ঞেস ক'রে লাভ কি!'

উৎপল বলল, 'না লাভ কিছু নেই। কিন্তু তুমি তখন বললেই পারতে। তখন কেন চুপ ক'রে ছিলে, তখন কেন সব কথা গোপন ক'রে রেখে ছিলে?'

উৎপল অস্থির হয়ে উঠল, অস্থির হয়ে উঠে দাঁড়াল। রুবি একবার

ভাবল বলে, 'তুমি যা ভাবছ সব ভুল। একজনকে ভালো না বাসতে হ'লে আর একজনকে ভালোবাসার দরকার হয় না।'

কিন্তু কোন কথা বলল না।

উৎপল সিগারেট ধরিয়ে একবার গিয়ে দাঁড়াল জানলার কাছে, কিন্তু পরক্ষণেই জলন্ত সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে নেটের মশারির ভিতরে ঢুকল।

রুবি মনে মনে হাসল। এই একটু আগে কত আগ্রহে কত পুরোণ পরিচিত আত্মীয়ের মত উৎপল তাকে বিছানায় শোয়ার জন্য ডেকে নিচ্ছিল, আর এখন একটুমাত্র সন্দেহে কত দূরত্ব আর অপরিচয়ের ব্যবধানই না সৃষ্টি হয়েছে। যদি হয়ে থাকে হোক। সারা রাত ধ'রে রুবি এই চেয়ারে আজ একা একা বসে থাকবে। বসে বসে চুপ ক'রে ভাববে। আগাগোড়া উলটে পালটে দেখবে ব্যাপারটাকে। নিজের মনকে তৈরী ক'রে নেবে।

কিন্তু বেশীক্ষণ বসে থাকতে হোলনা, মিনিট দশেক কাটতে না কাটতেই উৎপল বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে এল নিচে। দুহাতে জোর ক'রে স্ত্রীকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধ'রে বলল, 'আমি ওসব গ্রাহ্য করিনে। অমন এক আধটু দোষ কার না থাকে। তাতে কিছু এসে যায় না। তুমি এসো।'

রুবি বিব্রতভাবে বলল, 'কথা শোন আগে। ছাড়ো একটু। ছেড়ে দাও।'

কিন্তু উৎপল ছাড়ল না। পর পর কয়েকবার ঠোঁটে গালে চুমু খেল রুবিকে। তারপর জোর ক'রে ধ'রে নিয়ে গেল বিছানায়। গভীর আবেগে বলল, 'আমি ক্ষমা করলাম, আমি তোমার সব দোষ ক্ষমা করলাম।'

কিন্তু রুবি ক্ষমা করতে পারল কই? নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে রুচি

প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সেই প্রথম দেহমিলনের অভিজ্ঞতা ঘটল মিথ্যাচারে, ব্যাভিচারে স্বামীর কাছেই প্রথম হাতে খড়ি হোল রুবির।

দিনের বেলায় উৎপল নিজের কাজ কর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকে। আবগারী দোকানে গিয়ে বসে। রুবির সঙ্গে কথাবার্তা খুব কমই হয়। রাত্রির অন্ধকারে যখন দেখা হয় দুজনের উৎপল স্ত্রীকে ঘন আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে দু' এক কথার পরই জিজ্ঞেস করে, 'তার নামটা শুধু বল।'

রুবি বলে, 'কার নাম?'

উৎপল বলে, 'যাকে তুমি প্রথম ভালোবেসেছ?'

রুবি বলে, 'তার কোন নাম নেই। কিংবা নাম যদি তার দিতেই চাও বলতে পারো সৌন্দর্য।'

উৎপল বলে, 'বুঝেছি।'

রুবি বলে, 'কি বুঝেছ?'

'তুমি বলতে চাও না।'

রুবি বলে, 'আমার এর চেয়ে বেশি আর বলবার নেই।'

কিন্তু উৎপল তাকে দিয়ে বলিয়ে ছাড়ল।

সাধারণ ভাবে দেখতে গেলে উৎপলের চালচলনে কোন অস্বাভাবিকতা নেই। সকলের সঙ্গেই কথাবার্তা বলে, হাসে, গল্প করে, মেশে। কিন্তু রুবির সঙ্গে তার সম্পর্কটা কিছুতেই যেন স্বাভাবিক হয়ে উঠল না। উৎপলের আদর রুবির সবচেয়ে বেশি অসহ্য লাগতে লাগল। কারণ তার টের পেতে বাকি রইল না। এ আদরের মধ্যে শুধু দেহের বিকৃত কামনাই রয়েছে, অন্তরের ভালোবাসা নেই।

কিন্তু উৎপলের দেহ তো মুগ্ধ হবার মত কিছু নয়। তার দেহের প্রত্যেকটি অভ্যাস রুবির খারাপ লাগতে লাগল। তার হাসার ভঙ্গি, তার চলার ঢং, তার গলার স্বর সব বিশ্রী সব কুৎসিৎ। রুবির মনে

হোল এখানে এমন ক'রে তার পক্ষে টিকে থাকা আর সম্ভব নয়। অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য বাইরে থেকে ঘুরে আসবে।

বাবাকে চিঠি লিখে দিল রুবি, 'আমাকে নিয়ে যাও। দিন কয়েক আমি মার কাছে গিয়ে থাকব। আমার কিছু আর ভালো লাগছে না।'

রুবির চিঠি পেয়ে প্রিয়গোপাল নিতে এলেন মেয়েকে। কিন্তু উৎপল বলল, 'এখন তো এর যাওয়া হতে পারে না।'

প্রিয়গোপাল বললেন, 'কেন?'

দূর সম্পর্কের এক জ্ঞাতি ভাইয়ের বিয়ের অজুহাত দিল উৎপল।

উৎপলের মা মন্দাকিনীও বললেন, 'হ্যাঁ বিয়ের পর যাবে। এখন কি করে যায়।'

প্রিয়গোপাল আর আপত্তি করলেন না। পরের গাড়িতেই ফিরে গেলেন।

রুবির বাবা নিঃশব্দে ফিরে গেলেও রুবি চুপ ক'রে থাকবার মেয়ে নয়। সে স্বামীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে যেতে দিলে না কেন?'

উৎপল বলল, 'কারণ তো শুনলেই।'

রুবি বলল, 'ও তো একটা মিথ্যে ছল। আসলে তুমি আমাকে সারাজীবনের জন্যে এখানে বন্দী করে রাখতে চাও।'

উৎপল বলল, 'যদি বলি তাই।'

রুবি বলল, 'তা তুমি পারবে না, আমাকে তেমন মেয়ে পাওনি যে আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমাকে আটকে রাখতে পার।'

উৎপল বলল, 'তোমার ইচ্ছেটা অসৎ ইচ্ছা, তার বিরুদ্ধে বাধা আমাকে দিতেই হবে। তাতে যদি জো'র করে আটকে রাখতে হয় তাও রাখতে হবে আমাকে।'

রুবি বলল, 'আচ্ছা আমিও দেখে নেব তোমার কেমন ক্ষমতা,' বলে রুবি নিজের ট্রাঙ্ক স্যুটকেশ গুছাতে লাগল।

ক্রুদ্ধ উৎপল কিছুক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল, তারপর ছোঁ মেরে রুবির ছোট্ট গয়নার বাকসটা সরিয়ে নিয়ে গিয়ে বলল, 'তুমি এর কিছু নিয়ে যেতে পারবে না, সব আমার। যেতে যদি হয়ই একবস্ত্রে এবাড়ি থেকে বিদায় হবে, এখানে আর কোনদিন ফিরে আসতে পারবে না।' বলে গয়নার বাকসটা বগলদাবা করে নিজের দোকানে চলে গেল উৎপল। ওর হয়ত আশা ছিল যে গয়নার মায়া কিছুতেই রুবি ত্যাগ করতে পারবে না।

কিন্তু রুবি সত্যিই ত্যাগ করতে পারল। গয়নার বাকস শুদ্ধ স্বামীর ঘর সে সেই দিনই ছেড়ে এল।

স্বামীর এই রকম ব্যবহারের পর রুবির মনে হোতে লাগল সে মরে যাবে। এই এক বদ্ধ পিঞ্জরের মধ্যে আর এক মুহূর্ত থাকতে গেলে সে দম বন্ধ হয়ে মরবে। আজ উৎপল তার গয়না কেড়ে নিয়েছে, কাল হয়তো জীবনটা শুদ্ধ কেড়ে নিয়ে যাবে। তার চেয়ে পালাও, যেদিকে চোখ যায় চলে যাও। কি একটা অদ্ভুত ভয়ার্ততা সেদিন পেয়ে বসেছিল রুবিকে তা সে ভাবলে আজও অবাক হয়ে যায়।

শাশুড়ী যখন ঘুমে, ননদেরা স্কুলে, পা টিপে টিপে বাড়ির সদর দরজা খুলে বেরিয়ে এল। এসে পৌঁছল একেবারে স্টেশনে। স্বামীর আদেশ সে অমান্য করেনি। একবস্ত্রেই সে বেরিয়ে এসেছে। নিজের কাছে যে কটা টাকা ছিল তাতে পথ খরচ কুলিয়ে গেল।

বাবা মা দেখে অবাক হয় গেলেন, 'একি, তুই কি করে এলি? উৎপল কোথায়?'

রুবি বলল, 'সে আসেনি, আমি একাই চলে এসেছি।' বলে চলে আসার কারণটা রুবি সবিস্তারে বিবৃত করল।

কিন্তু মা মোটেই খুশি হলেন না, বিশ্বাস করলেন না।

স্বামীকে বললেন 'মেয়েকে এক্ষুনি রেখে এস।'

প্রিয়গোপাল অতটা করতে পারলেন না, চিঠি লিখে দিলেন জামাইকে: রুবি এখানে সময়মত পৌঁচেছে। উৎপল যেন দু' একদিনের মধ্যে তাকে নিয়ে যায়।

কিন্তু উৎপলের বদলে তার মাই জবাব দিলেন, যে বউ অমন ক'রে স্বামীর ঘর ছেড়ে একা একা চলে আসতে পারে, তাকে ফিরিয়ে নেওয়ার ইচ্ছা আর তাঁদের নেই, তিনি ছেলের আবার ফের বিয়ে দেবেন।

রুবির মা বললেন, 'এখনও মেয়েকে দিয়ে এস, যাও।'

প্রিয়গোপাল বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আমি যেতে পারব না। ও যেমন একা এসেছে তেমন একাই যাক।'

প্রিয়গোপালের মনের অবস্থা তখন ভালো নয়। অস্থায়ী চাকরী একটা জুটেছে। কিন্তু মনিবের সঙ্গে মনের মিল হচ্ছে না।

এদিকে বাড়িতে মার গঞ্জনাও রুবির কাছে অসহ্য হয়ে উঠল। তাছাড়া সে তো ঠিক চুপচাপ করে বসে থাকবার জন্যেই স্বামীর ঘর ছাড়েনি। স্বাধীন হবার জন্যে, স্বাধীনভাবে চলবার জন্যেই বেরিয়েছে। তাই মার খোঁটাও সে বেশিদিন সহ্য করল না। সোজা কলকাতায় চলে এল। এসে ভর্তি হোল পোস্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসে।

প্রিয়গোপাল শুনে বললেন, 'আচ্ছা সে বরং ভালো, যদি মন দিয়ে পড়াশুনা করিস, আমি যেভাবেই পারি তোর খরচ চালাব।'

রুবি বলল, 'তোমার খরচ চালাতে হবে না। আমি নিজের খরচ নিজে জুটিয়ে নিতে পারব।'

সহপাঠিনীদের সহায়তায় একটা হাই স্কুলে সকাল বেলায় মাস্টারী জুটেও গেল রুবির। আর জুটল সেই হিরণ্ময়। সেই স্কুলের সেক্রেটারীর ভাই।

রুবি কাহিনীতে একটু ছেদ টানল।

বিভাস বলল, 'কিন্তু তাকে তো আপনি স্বরুতে পছন্দ করেননি।'

রুবি একটু হাসল, 'শেষেও যে পছন্দ করেছি তা নয়, তবে এক একজনের এক তরফা পছন্দ মাঝে মাঝে সয়ে যায়, সয়ে নিতে হয়।'

প্রথম প্রথম ধরাছোঁয়া দেয়নি রুবি। এড়িয়ে এড়িয়ে চলেছে। কিন্তু বেশিদিন তার তা চলল না। ততদিনে রুবিও মরীয়া হয়ে উঠেছে। কিছুতেই কিছু আর এসে যায় না। যেমন ক'রে হোক এক রকমভাবে চললেই হোল।

পরিচিত স্বজন বন্ধুদের মধ্যে তার বদনাম ততদিনে ছড়িয়ে পড়েছে। ছড়াবার লোকের অভাব ছিল না, জেঠীমা ছিলেন, শাশুড়ী ছিলেন। রুবি বুঝতে পেরেছিল কোথাও আর তার ফেরবার যো নেই। ফেরবার যে ইচ্ছে আছে তাও নয়। তাহ'লে হিরণ্ময়ই বা নয় কেন? ওর যত দোষই থাক রূপ আছে। আর রূপটা গুণবাচক বিশেষ্য।

বিভাস একটু কাল আহত ভাবে চুপ ক'রে রইল। তারপর বলল, 'সেই হিরণ্ময়ের সঙ্গেই কেন বিবাহিত জীবন যাপন করলেন না?'

রুবি হেসে উঠল, 'হঠাৎ সংস্কৃত ভাষা স্বরু করলেন যে। আপনার প্রশ্ন বড় অদ্ভুত। বিবাহ হোল একজনের সঙ্গে, আর একজনের সঙ্গে বিবাহিত জীবন যাপন করতে যাব কোন দুঃখে। শুধু কিছুদিনের জন্যে জীবন যাপন করেছিলাম।'

বিভাস আরও কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলল, 'তারপর?'

রুবি বলল, 'এর পরও শুনবার আপনার প্রবৃত্তি আছে?'

বিভাস বলল, 'আছে। শেষ পর্যন্ত শুনি।'

রুবি বলল, 'কি করে শুনবেন? মৃত্যুর আগে কি জীবন-

আখ্যানের শেষ হয়? তবে কোন কোন উপাখ্যান হঠাৎ মাঝে মাঝে থেমে যায় বটে। হিরণ্ময়ের উপাখ্যানও একদিন আকস্মিক ভাবে থামল। সুরু হোল ডাক্তারের উপাখ্যান।'

বিভাস বলল, 'ডাক্তার মানে, ডকটর দে?' ওর সঙ্গে আলাপ হোল কি করে?'

রুবি বলল, 'হিরণ্ময়ই নিজের গরজে আলাপ করিয়ে দিল। মিথ্যে বলব না, খরচপত্রও দিয়েছিল।'

বিভাস যন্ত্রচালিতের মত বলল, 'তারপর?'

রুবি বলল, 'তারপর ডাক্তারের ক্লিনিক থেকে একদিন ছাড়া পেলাম। কিন্তু ডাক্তার ছাড়লেন না। তিনি ততদিনে ধরা পড়ে গেছেন। আমার মত এমন সাহসিনীর সাক্ষাৎ তিনি না কি আজ পর্যন্ত পান নি।'

বিভাস আস্তে আস্তে বলল, 'কথাটি ঠিক।'

রুবি একটু বিস্মিত হয়ে বলল, 'ঠিক? আপনিও তাই বলছেন?'

বিভাস বলল, হ্যাঁ। সাহস আপনার আছে। কিন্তু যদি সৎকাজে লাগত—'

রুবি বলল, 'আবার বুঝি আপনার সেই Sermon সুরু হোল। কিন্তু Sermonএর মাহাত্ম্যও আজ একটু স্বীকার না ক'রে পারছিনে।'

বিভাস বলল, 'কি রকম?'

রুবি বলল, 'আপনার মত আরো অনেক কৌতূহলী শ্রোতার দেখা এর আগে পেয়েছি। কিন্তু কারো কাছেই পুরোপুরি সত্যটা সাহস ক'রে বলতে পারিনি। অনেক রেখে ঢেকে অনেক বানিয়ে টানিয়ে বলতে হয়েছে। সত্য কথা বলতে গিয়ে নিজেরও গলা আটকে গেছে, শ্রোতাদেরও মুখ দেখে ভরসা পাইনি। কিন্তু আপনার কাছে এতখানি সাহস পেলাম কি ক'রে? ভাববেন না যে এ পাদ্রীর কাছে পাপাত্মার

কনফেশন। পাপকে আমি স্বীকার করিনে, প্রায়শ্চিত্তের থিয়োরীকে আরও অস্বীকার করি।'

বিভাস বলল, 'তবে কেন বললেন?'

রুবি বলল, 'বলতে ভালো লাগল। মুখ বদলে নিলাম। মিথ্যে বলতে বলতে বড একঘেয়ে হয়ে আসছিল। তাতে আর যেন কোন মজা ছিল না। এখন দেখছি সত্যটা মিথ্যের চেয়েও মাঝে মাঝে বেশ মজাদার হয়।'

'মাঝে মাঝে নয়, সব সময়।' বলে বিভাস উঠে দাঁডাল।

রুবি তেমনি বসেই রইল। উঠল না, আলো জ্বালল না।

বিভাস একাই এসে ভেজান দোর খুলে ফেলল। খুলেই চমকে উঠল। উমা বাইবে দরজাব সামনে দাঁড়িয়ে। তার গা ভরা বসন্ত, মুখ ভরা বসন্ত, চোখ ভরা আগুন।

বিভাস বলল, 'উমা তুমি এখানে।'

উমা সে কথার কোন জবাব না দিয়ে বলল, 'বেরুলে কেন। এখন তো রাত সবে দুটো, আরো তো অনেক রাত বাকি ছিল। কাবার ক'রে এলেই পারতে।'

বিভাস বলল, 'ছিঃ, কি যা তা বলছ। চল ঘরে চল।' এগিয়ে এসে স্ত্রীর হাত ধবল বিভাস।

উমা জোর ক'রে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'খবরদার, তুমি আমাকে ছুঁয়ো না। আমাকে ছোঁয়ার কোন অধিকার তোমার নেই। লম্পট বদমাস কোথাকার।'

'উমা, কি সব বাজে কথা বলছ! যাও ঘরে যাও।'

রুবি কখন উঠে এসে দোরের সামনে দাঁড়িয়েছে কেউ লক্ষ্য করেনি।

উমা ওর গলার স্বর শুনে আরো জ্বলে উঠল, 'খবরদার, তুমি

আমার সঙ্গে কথা বলতে এসো না, বেহদ্দ বদমাস মেয়েমানুষ কোথাকার!'

নিজেকে সংবরণ করতে একটু সময় নিল রুবি, তারপর ফের শান্ত স্বরে বলল, 'যাও, ঘরে যাও উমা। এ সময় তোমার ঠাণ্ডা লাগানো ঠিক না। তাতে অসুখ আরো বাড়বে।'

উমা বলল, 'থাক থাক আর ঢং করতে হবে না। আমার অসুখ বাড়ে বাড়বে তাতে তোমার কি। নির্লজ্জ কোথাকার! কালই এ বাড়ি ছেড়ে তোমাকে উঠে যেতে হবে। আমি অনেক সহ্য করেছি, আর না। এ কেলেঙ্কারি আমি আর কিছুতেই সহ্য করব না। তোমাকে উঠতে হবে, উঠতে হবে, উঠতে হবে। বদমাস বেশ্যা কোথাকার!'

রুবি এবার উত্তেজিত হয়ে উঠল, 'মুখ সামলে কথা বলো উমা। আমিও এতক্ষণ ধরে যথেষ্ট সহ্য করেছি, কিন্তু সব কিছুরই একটা সীমা আছে।'

বিভাস জোর ক'রে স্ত্রীকে টেনে নিয়ে ঘরে চলে গেল।

রুবি খানিকক্ষণ জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে থেকে সশব্দে দোর বন্ধ করে দিল।

ঘরে এসে উমা কাঁদ কাঁদ স্বরে বলল, 'তুমি যে এমন হবে আমি ধারণাও করতে পারিনি। আমি মরছি রোগে ভুগে আর তুমি সেই সুযোগ নিয়ে একটা দুশ্চরিত্রা বদমাস মেয়েমানুষের সঙ্গে—ছি ছি ছি!'

রুগ্না স্ত্রীকে এতক্ষণ ধরে একলা ফেলে রাখায় বিভাস নিজেও লজ্জিত হয়েছিল, কিন্তু তার জন্যে উমা এতক্ষণ ধ'রে যে কাণ্ড করল, তাদের দুজনের নামে যে মিথ্যা অপবাদ দিল, আর যে অকথ্য ভাষায় তা সে প্রকাশ করল, তাতে নিজের কাজের জন্যে লজ্জা আর

অনুশোচনার চেয়ে স্ত্রীর ওপরই তার একধরনের রাগ আর বিদ্বেষ তীব্র হয়ে উঠল। রুগ্ন বলে স্ত্রীকে সে ক্ষমা করতে পারল না। ঈর্ষা হিংসা আর অবিশ্বাসের এই কুৎসিত প্রকাশ বিভাসের কাছে অসহ্য লাগতে লাগল।

দিন কয়েকের মধ্যে সুরবালা সুস্থ হয়ে উঠলেন। উমারও সুস্থ হ'তে বেশি দেরি লাগল না। কিন্তু সুস্থ হওয়ার পরেও তার সেই জেদ গেল না। অসুখের মধ্যেও যেমন বলেছে সুস্থ হয়েও তেমনি স্বামীর কাছে সে দাবী করতে লাগল, 'ওকে তুলে দিতে হবে।'

বিভাস গম্ভীর ভাবে বলল, 'বাড়িও আমার নয়, তুলে দেওয়ার মালিকও আমি নই। ও নিজের ঘরে নিজে ভাড়া দিয়ে থাকবে, তাতে আমার আপত্তি করবার কি আছে।'

উমা বলল, 'তা জানি। তোমার এখন কোন কিছুতেই আর আপত্তি করবার নেই। আপত্তি কেন থাকবে, সেখানে যে তুমি মধুর খোঁজ পেয়েছ।'

বিভাস বিরক্ত হয়ে বলল, 'দেখ, তোমার এ ধরণের কথা আমি অনেক সহ্য করেছি। কিন্তু সব কিছুরই একটা সীমা আছে উমা।'

উমা বলল, 'মানুষের ভণ্ডামিরই শুধু কোন সীমা নেই। তুমি বাড়িওয়ালা শ্রীবিলাসবাবুকে ডেকে ওকে তুলে দিতে বলবে কিনা তাই বল।'

বিভাস বলল, 'অসম্ভব।'

উমা বলল, 'বেশ, আমি তা সম্ভব ক'রে তুলব। তুমি না বলতে পার, আমি বলব।'

সেই রাত্রের পর থেকে বিভাস আর রুবিকে উমা কোন আলাপ করতে দেখেনি। রুবি উমাদের ঘরে আর আসেনি। বিভাসও

যায়নি ওর ঘরে। কিন্তু মুখে ওরা কথা না বললে কি হবে, ওরা যে পরস্পরের দিকে তাকায় তাতেই যেন ওদের অনেক কথা বলা হয়ে যায়। রুবিকে স্বামীর চোখের আড়ালে নিয়ে ওদের এই চোখে চোখে কথা বলা উমা চিরদিনের জন্যে বন্ধ করবে।

বিভাস যখন আফিসে বেরিয়ে গেল উমা পাশের বাড়ির স্কুলের ছেলেটিকে ডেকে বলল, 'মাধব, তোমাকে আমার একটা কাজ করে দিতে হবে ভাই।'

মাধব ফার্স্ট ক্লাসে পড়ে। প্যাণ্ট ছেড়ে বছরখানেক হোল ধুতি ধরেছে। উমার কাছ থেকে অনেক গল্প উপন্যাস চেয়ে নিয়ে পড়ে আর তার বদলে উমাব নানাবকম ফাই-ফবমায়েস খাটে।

উমাব ডাকে সাডা দিয়ে মাধব বলল, 'কি কাজ বউদি।'

উমা বলল, 'বাডিওয়ালা শ্রীবিলাসবাবুকে তুমি চেন?'

মাধব বলল, 'বাঃ চিনব না কেন? ওই তো এগার নম্বব বাড়িটায় থাকেন।'

উমা বলল, 'হ্যাঁ এগার নম্বরেই। তাঁকে একটু ডেকে দিতে হবে ভাই। আমাব কথা বলবে। বলবে তাঁর সঙ্গে আমার একটু জরুরী দরকার আছে। আজই যেন বিকেলে দয়া করে একবার আসেন।

মাধব বলল, 'আচ্ছা বউদি। স্কুলে যাওয়ার সময় ওঁকে খবর দিয়ে যাব। এই কাজ! আমি ভেবেছিলাম কি শক্ত কাজের কথাই না যেন আপনি বলবেন।'

উমা হেসে বলল, 'আগে সহজ সহজ কাজ করে হাত পাকাও, তারপরে শক্ত কাজ দেব। শক্ত কাজের অভাব কি।'

বিকেলের দিকে সত্যিই শ্রীবিলাসবাবু এসে উপস্থিত হলেন। বেশ মোটাসোটা নাদুসনুদুস মাঝবয়সী ভদ্রলোক। উমা তাঁকে নিজের

ঘরে ডেকে নিয়ে যত্ন ক'রে বসাল। চা জলখাবার ক'রে আনল, দুটি পান শুদ্ধু পানের ডিবাটি এগিয়ে দিল সামনে।

শ্রীবিলাসবাবু বললেন, 'ব্যাপার কি বলুন তো ?'

উমা সুরবালার দিকে তাকিয়ে বলল, 'পিসীমা, আপনিই বলুন।'

সুরবালা বললেন, 'অত কথা আমি গুছিয়ে বলতে পারব না বাপু। ওসব কথা আমার মুখে আসবেও না, যা বলবার তুমিই বল।'

শ্রীবিলাসবাবু পান মুখে দিয়ে বললেন, 'ব্যাপারটা কি, আমার কাছে কোন সংকোচ করবেন না আপনারা।'

উমা বলল, 'কিন্তু বিষয়টা যে সত্যিই বড় সংকোচের শ্রীবিলাসবাবু। একজনের নামে নিন্দেমন্দ করা আমি পছন্দ করিনে। কিন্তু আজ বাধ্য হয়েই করতে হচ্ছে। এ বাড়িতে আপনার আর এক ঘর ভাড়াটের কথা বলছিলাম।'

শ্রীবিলাসবাবু বললেন, 'বুঝেছি। মিস বায়েব কথা তো? তাঁর আবার নতুন কি হোল ?'

নতুন যা হয়েছে তাতো অন্যের কাছে বলা যায় না। তাতে স্বামীর নামে কলঙ্ক পড়ায় নিজেরও মান থাকে না। তাই উমা একটু রেখে ঢেকে বেশ সাবধানেই বলল, 'নতুন কিছু হয়নি। তার পুরোণ স্বভাবেরই বাড়াবাড়ি চলছে। এক বাড়িতে এভাবে তো আর বাস করা যায় না, আপনি হয় আমাদের একটা ব্যবস্থা করুন আর না হয় ওকে অন্য বাড়ি ঠিক ক'রে দিন।'

সুরবালা বললেন, 'হ্যাঁ তাই করুন। বাড়ির মধ্যে সাপ নিয়ে কি মানুষ বাস করতে পারে, কোন সময় কোন সর্বনাশ হয়ে যাবে তার ঠিক কি। আমার তো ভাবতেই গা শিউরে উঠছে। জীবনে তো কম দেখলাম শুনলাম না।'

উমা চোখের ইসারায় সুরবালাকে থামিয়ে দিল। ঘরের কথা পরকে জানিয়ে লাভ নেই।

সুরবালা নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'কখন আসে কখন যায় তার কিছু ঠিক নেই, আর নিত্য নতুন লোক ওর ঘরে আসছে তো আসছেই, সে আসারও কি সময় অসময় আছে? আর কোন মেয়ে মানুষের যে এত পুরুষের সঙ্গে জানাশোনা থাকতে পারে তা আর আমি এর আগে দেখিনি। আপনি বাড়িওয়ালা, এখানকার গণ্যমান্য লোক। আপনি এর একটা ব্যবস্থা করুন।'

শ্রীবিলাসবাবু বললেন, 'বুঝেছি। আর কিছু বলতে হবে না আপনাদের। আমি কিন্তু বিভাসবাবুকে তখনই বলেছিলাম। মেয়েটির চালচলন ভাল ঠেকছে না। নানা জনে নানা কথা বলছে, ওকে তুলে দিই। অন্য ভাড়াটেও তখন আমার হাতে ছিল। কিন্তু বিভাসবাবু কিছুতেই তা' হতে দিলেন না।'

উমা বলল, 'উনি ওই রকমই, চোখের উপর সব দেখছেন শুনছেন তবু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারছেন না। পাছে অভদ্রতা হয়। কিন্তু এর পরে লোকে আমাদেরই নিন্দে করবে। করবে কি না বলুন?'

শ্রীবিলাসবাবু দ্বিতীয় পানটি মুখে দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, 'তা তো ঠিকই—আচ্ছা, আপনারা কিছু ভাববেন না। আমি শিগ্‌গিরই এর একটা ব্যবস্থা করব।'

উমাদের ঘর থেকে বেরিয়ে শ্রীবিলাসবাবু খানিকটা পথ কেবল এগিয়েছেন, রুবির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। অফিস থেকে আজ একটু সকাল সকালই ফিরে আসছে রুবি। শ্রীবিলাসবাবু মুখে অনেকখানি হাসি টেনে বললেন, 'এই যে মিস রায়, ভালো আছেন?'

রুবি গম্ভীর ভাবে বলল, 'হুঁ ভালোই। কোনদিকে গিয়েছিলেন?'

শ্রীবিলাসবাবু বললেন, 'এই আপনাদের বাড়িতেই। আপনাদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের জন্যেই এসেছিলাম।'

কাদের সঙ্গে দেখা করতে যে শ্রীবিলাসবাবু এসেছিলেন তা রুবির বুঝতে বাকি রইল না। ভ্রূ কুঞ্চিত করে সে পাশ কাটিয়ে চলে আসছিল, শ্রীবিলাসবাবু বাধা দিয়ে বললেন, 'শুনুন মিস রায়, আপনার সঙ্গে একটা জরুরী কথা আছে। আবার কবে দেখা সাক্ষাৎ হবে, আসুন কথাটা সেরেই নিই। চলুন আপনাব ঘরে।'

শ্রীবিলাসবাবুর ওপর গোড়া থেকেই রুবির রাগ ছিল। বিভাসের কাছে তিনিই প্রথমে তার স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে আপত্তিকর কথা বলেছিলেন, তা রুবি ভুলে যায়নি। আজও ওঁর ভণিতা দেখে সেই রকমই কিছু একটা বলবেন বলে রুবি আন্দাজ করতে পারল। আরও বিতৃষ্ণ আরও বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠল ওর মন। শ্রীবিলাসবাবুর দিকে তাকিয়ে রুবি বলল, 'মাপ করুন আজ আমার সময় নেই। আজ আমাকে এক্ষুণি আবার বেরুতে হবে। এ মাসের ভাডা তো আপনি পেয়ে গেছেন। আর কি কথা থাকতে পারে আমার সঙ্গে!'

রুবির কথা বলবার ভঙ্গিতে মনে মনে চটে উঠলেন শ্রীবিলাসবাবু, ভারি অপমান বোধ করলেন, রূঢ স্বরে বললেন, 'ভাড়া পাওয়া না পাওয়াটাই তো একমাত্র কথা নয়, আরো কথা আছে।'

রুবি ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, 'বেশ তো বলুন।'

শ্রীবিলাসবাবু বললেন, 'কথাটা একটু গোপন। চলুন আপনার ঘরে।'

রুবি বলল, 'আপনার সঙ্গে কোন গোপন কথাই আমার থাকতে পারে না। যা বলবার এখানেই বলুন।'

শ্রীবিলাসবাবুর মুখ লাল হয়ে উঠল, বললেন, 'বেশ তা হলে শুনুন। আপনার চালচলন সম্বন্ধে আমি ফের আপত্তিকর রিপোর্ট পাচ্ছি।

এমন করলে তো আপনাকে আমি এ বাড়িতে আর রাখতে পারব না মিস রায়। আপনাকে অন্যত্র উঠে যেতে হবে।'

রুবি বলল, 'বটে! আমি যদি না উঠি?'

শ্রীবিলাসবাবু বললেন, 'কোর্টের সাহায্য নিতে হবে আমাকে।'

রুবি বলল, 'বেশ, তাহলে তাই নেবেন।'

বলে রুবি আর দাঁড়াল না। তাড়াতাড়ি চলে এসে তালা খুলে নিজের ঘরে ঢুকবার আগে উমার ঘরেব দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে মনে মনে বলল, 'এই অপমানের শোধ আমি তুলবই। যেমন করে পারি তুলবই। আমি দেখে নেব, তুমি কেমন মেয়ে। কত বড় সতী সাধ্বী তুমি, কতখানি তোমাব জোর।'

ঘরে এসে সাড়ি টারি না ছেড়েই বিছানার ওপর শুয়ে পড়ল রুবি। শ্রীবিলাসের অপমানটা তার গায়ে যেন এখনো বিঁধছে। বাগে সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে।

একটু বাদে ঠাণ্ডা হয়ে মাথা ঠিক ক'রে ভাবতে চেষ্টা করল রুবি। বাড়িওয়ালার সঙ্গে চটাচটি ক'রে কাজটা কি সে ভাল করল। যদি সত্যিই হাঙ্গামা সুরু করে। নোটিশ ফোটিশ দিয়ে বসে। ওদের হাতে টাকা অনেক, অনেক শক্তি। কিন্তু এই সব শক্তিধরকে কাবু করার মন্ত্র তো রুবির অজানা নেই। পুরুষের মুঠ থেকে টাকা বার করার কৌশল সে জানে। প্রচণ্ড বদরাগী পুরুষকেও অনুরাগী ক'রে তুলতে রুবির দু'দিনের বেশী সময় লাগবে না। তবু কেন সে শ্রীবিলাসবাবুর সঙ্গে অমন ঝগড়া করতে গেল। তার চেয়ে ওই ভুঁড়িওয়ালা ভদ্রলোকটিকে নিজের ঘরে ডেকে আনলেই হোত। ভুঁড়িতে হাত বুলাতে হোত না একটু আঙুল ছোঁয়ালেই চলত। সব রাগ জল হয়ে যেত বাড়িওয়ালার। বলত, 'তুমি যতদিন খুসি থাক, তোমার স্বভাব চরিত্র খারাপ একথা কে বলে, আমার স্পর্শে তুমি সোনা হয়ে গেছ।'

এখনও সময় আছে। এখনও ঠাণ্ডা করার শাস্ত করার সময় আছে বাড়িওয়ালাকে। কিন্তু রুবির ইচ্ছে নেই, প্রবৃত্তি নেই। বাড়িওয়ালার সঙ্গে শত্রুতা করবে মামলা মোকদ্দমা করবে সেও ভালো কিন্তু ওই ভুঁড়ির কাছে সে নতজানু হবে না। এবাড়ি তাকে যদি শেষ পর্যন্ত ছেড়ে যেতেই হয়, রুবি একা যাবে না, উমার ওই সাধের স্বামী বিভাসকেও টেনে নিয়ে যাবে।

কথাটা ভাবতেই হাসি পেল রুবির। বিভাস! বিভাসকে নিয়ে সে কি করবে। অমন একটি শান্ত শিষ্ট ভদ্রলোক গোছের মানুষকে দিয়ে কোন্ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে তার! যে কেবল কথায় কথায় বচন আওড়াবে আর নীতি উপদেশ দেবে। এই পাদ্রীজাতীয় পুরুষটি তার কোন্ কাজে লাগবে। মন্দ কি, এর আগে ডাক্তার পুষেছে, উকিল পুষেছে, অভিনেতা পুষেছে এখন না হয় দিন কয়েক একজন পাদ্রীকেই পুষবে। বাইবেলের ভাষায় শুনবে প্রেম নিবেদন। তারপর বিদায় করবে, না হয় বেয়ারা খানসামা করে রাখবে। কিন্তু তবু উমাকে জব্দ করা তার চাইই। শোধ নেওয়া চাই তার অপমানের। জ্বলে পুড়ে মরুক উমা, ওর ঘর জ্বলুক, ওর সর্বাঙ্গ মন জ্বলে যাক। ও হাড়ে হাড়ে টের পাক রুবি রায়কে অপমান করার অর্থটা কি।

না, বিভাসের ওপর তার কিছুমাত্র মোহ নেই। শুধু বিভাস কেন; কোন পুরুষই এখন আর তার মন আকর্ষণ করে না। তারা শুধু তার দেহ নিয়ে টানাটানি করে। করুক তাতে রুবির আর কিছু এসে যায় না। মাঝে মাঝে রুবির মনে হয় এ দেহ যেন তার নয়, খুব যেন নিবিড় সম্পর্ক এর সঙ্গে নেই। এ শুধু পরের জন্যে। পরের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যে। শত্রুকে আঘাত করার জন্যেই এই মারাত্মক অস্ত্রে দিনের পর দিন সে শান দিচ্ছে। এবার এই অস্ত্রের পরীক্ষা চলবে বিভাসের ওপর দিয়ে। বিভাস ভারি নিরীহ জীব।

কিন্তু সে উমার মত অত্যন্ত দজ্জাল মেয়েব স্বামী। তাকে ক্ষমা নেই, না কাউকে ক্ষমা নেই।

অফিসের সাজসজ্জা ছেড়ে রুবি বাথরুমে গিয়ে ঢুকলো। চৌবাচ্চা থেকে মগ ভবে ভবে জল ঢালতে লাগল মাথায়। দেহ ঠাণ্ডা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মনটা যদি একটু জুড়োয়, জ্বলুনি যদি একটু থামে। অনেক সময় নিজেব আক্রোশে নিজেই ছটফট কবতে থাকে রুবি। নিজের বাগ নিজেব জ্বালা নিজেব মধ্যে যেন আব ধবে বাখা যায় না। কিন্তু অত অস্থিব অত অধীব হলে চলবে না। ধীবে ধীবে এগুতে হবে।

গভীব মনোযোগে বিজ্ঞাপনের কপি দেখায় বিভাস ব্যস্ত ছিল, হলঘবেব পুব-দক্ষিণ কোন থেকে অপাবেটর বিসিভাবটা উঁচু কবে দেখিয়ে বলল, 'আপনার ফোন বিভাস বাবু।'

বিভাস উঠে গিয়ে ফোন ধবে বলল, 'হ্যালো, কে ?'

'কার গলা বলে মনে হচ্ছে ?'

বিভাস বলল, 'রুবি দেবী।'

'যাক চিনতে পেরেছেন। কিন্তু আবাব একটা দেবী দিচ্ছেন কেন ?'

বিভাস বলল, 'কিছু একটা তো দিতেই হয়। সে যাকগে, ব্যাপার কি বলুন তো।'

রুবি বলল, 'ব্যাপার আছে বলেই আপনাকে একটু বিরক্ত করলাম। ছুটির পর আপনাব সঙ্গে দেখা করা আমাব একান্ত দরকার। আপনিই আসবেন না আমি যাব।'

'খুবই কি দবকার ?'

'জরুরী। আপনি অপেক্ষা করবেন আমাব জন্যে। ছুটির পর আমি আপনাদেব অফিসের গেটের কাছে যাব।'

বিভাস একটু বিব্রত হয়ে বলল, 'না না তার দরকার নেই, আমিই যাচ্ছি।'

রুবি বলল, 'ধন্যবাদ, গরজ যখন আমার আমারই যাওয়া উচিৎ ছিল। কিন্তু—।'

'একই কথা' বলে বিভাস ফোন ছেড়ে দিল।

একটি বড় ব্যবসায়ীর রঙের বিজ্ঞাপন লিখতে লিখতে বার বার কাটা ছেঁড়া হ'তে লাগল বিভাসের। কি জন্যে ডেকেছে রুবি, তার এমন কি দরকার থাকতে পারে, যাওয়া সঙ্গত হবে কি হবে না এই সব এলোমেলো টুকরো টুকরো চিন্তা তার কাজে বার বার ব্যাঘাত ঘটাল। কিন্তু কাজ ছেড়ে উঠে পড়বার লোক বিভাস নয়। নিজেকে কঠিন চেষ্টায় সংযত করে সে ফের কাজে মন দিল। কপিটা শেষ করতে করতে এনগেজমেন্টের সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেল। কিন্তু কাজটা শেষ পর্যন্ত করতে পেরে খানিকটা সন্তুষ্টি আর আত্মপ্রত্যয় এল বিভাসের মনে। ম্যাঙ্গো লেন থেকে বেরিয়ে ও বেণ্টিক স্ট্রীটের রুবিদের পাঁচতলা অফিস বাড়িটির সামনে এসে দাঁড়াল।

রুবি গেটের কাছে অধীর ভাবে অপেক্ষা করছিল। বিভাসকে দেখে এগিয়ে এসে বলল, 'এই যে, আমি ভাবলাম আপনি বুঝি এলেনই না।'

বিভাস ঘড়িটা একটু দেখে নিয়ে লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, 'হাতে কপি ছিল তাই একটু দেরি হয়ে পড়ল।'

রুবি একটু হেসে বলল, 'আপনি যে কাজের মানুষ তা নতুন করে না জানালেও হোত, কিন্তু কথা দিয়ে সময় মত কথা রাখাটাও তো একটা কাজ।'

বিভাস বলল, 'আপনার কথাটা আগে বলুন।'

রুবি বলল, 'সে কথা এই রাস্তায় দাঁড়িয়ে বলবার মত নয়। চলুন এগোই।'

পাঁচটার পরে ধর্মতলা। লোকজন যানবাহনের স্রোতে তীব্র। বেশ খানিকটা সময় লাগল রাস্তা পেরুতে।

বিভাস বলল, 'ওদিকে কোথায় চললেন?'

রুবি মুখ ফিরিয়ে একটু হাসল, 'ভয় নেই, কোন অজায়গায় নিয়ে যাচ্ছিনে, গঙ্গার দিকেই যাচ্ছি। আপনার কি কোন আপত্তি আছে?'

বিভাস বলল, 'না আপত্তি আর কি, চলুন।'

আউটরাম ঘাটের দোতলায় মুখোমুখি বসল দুজনে। গঙ্গার ওপারে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। সূর্যের উদয় অস্তের সঙ্গে বহুদিন সম্পর্ক নেই বিভাসের। আজ যেন নতুন ক'রে দেখল অস্ত সূর্যের রঙ। সে রঙের খানিকটা রুবির মুখেও লেগেছে।

মুখ নিচু ক'রে চায়ের কাপের মধ্যে ছোট্ট চামচটি নাড়তে নাড়তে রুবি বলল, 'আমি ভেবেছিলাম সেই রাত্রির পর থেকে আপনি আমাকে ঘৃণা করতে সুরু করেছেন। তাই কথা বলেন না, এড়িয়ে এড়িয়ে চলেন। হয়তো অত কথা খুলে বলা আমার ঠিক হয় নি। সাহসটা দুঃসাহস হয়েছে। সংসারে বন্ধুত্ব খুব সুলভ নয়। সে বন্ধুত্ব খুব সাবধানে সন্তর্পনে রক্ষা করতে হয়। আমি হয়ত অসাবধান হয়ে পড়েছিলাম।'

বিভাস চায়ে চুমুক দিয়ে বলল, 'আপনি যদি অসাবধান হয়ে থাকেন আগের জীবনে হয়েছেন। অসতর্ক হওয়াটাই দোষের, তার কাহিনী বলাটা দোষের নয়। সেজন্যে আমাদের বন্ধুত্ব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয়নি। আমি আপনাকে যদি এড়িয়ে চলে থাকি সে অন্য কারণে। কারণটা যে কি তা আপনার আন্দাজ না করতে পারার কথা নয়।'

রুবি একটু হাসল, 'আন্দাজ না করতে পারব কেন। উমার জন্যে, উমাকে আপনি ভয় করেন এই তো?'

বিভাস বলল, 'আপনি ভুল করেছেন। উমাকে ভয় করিনে, ভয় করি অশান্তিকে, অনর্থক সংসারে জটিলতা বাড়িয়ে লাভ কি। ও দুঃখ পাক তা আমি চাইনে।'

স্ত্রীর ওপর বিভাসের এই অতিরিক্ত দরদে উমার মনে একটু খোঁচা লাগল। ঈর্ষার জ্বালা বোধ করল একটু। কিন্তু সেই জ্বালা এই মুহূর্তে রুবি কণ্ঠস্বরে ধরা পড়তে দিল না। শান্তভাবে বলল, 'আপনার স্ত্রীকে আপনি দুঃখের হাত থেকে রক্ষা করতে চাইবেন এ তো খুব স্বাভাবিক। স্ত্রী যদি আর একটি মেয়েকে চূড়ান্ত অপমানও করে তবু তার প্রতিবাদ করা চলে না কারণ সে দুঃখ পাবে। আপনার সম্বন্ধে আমার কিন্তু অন্যরকম ধারণা ছিল বিভাসবাবু।' কবি বিভাসের মুখের দিকে তাকিয়ে একটু হাসল, 'ভেবেছিলাম, আপনি কেবল পত্নীপরায়ণই নন, সেই সঙ্গে ন্যায়পরায়ণও।'

বিভাস লজ্জিত হয়ে বলল, 'দেখুন সেদিন রাত্রে উমার ব্যবহারের জন্যে আমি অত্যন্ত দুঃখিত, তার জন্যে আমি তাকে তিরস্কার কম করিনি।'

রুবি বলল, 'আমাকে যখন চরম অপমানিত হয়ে বাড়ি থেকে উঠে যেতে হবে, তখনও আপনি বলবেন আপনার স্ত্রীর ব্যবহারের জন্যে আপনি তাকে যথেষ্ট তিরস্কার করেছেন।'

বিভাস বলল, 'তার মানে? আপনাকে হঠাৎ উঠে যেতে হবে কেন?'

রুবি তখন সমস্ত কথা খুলে বলল। বাড়িওয়ালা শ্রীবিলাসবাবু যে রাস্তার ওপর তাকে অপমান করেছেন তার একটা সুদীর্ঘ করুণ বর্ণনা দিল। তার খানিক আগে যে শ্রীবিলাসবাবু বিলাসদের ঘর

থেকে বেরিয়েছেন, উমাই যে তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিল সে কথাও রুবি উল্লেখ করতে ভুলল না। অবশেষে বলল, 'আপনি এক কাজ করুন বিভাস বাবু। আমার জন্যে যেমন তেমন একটা বাসা ঠিক করে দিন। কোন রকম কেলেঙ্কারির মধ্যে আমি যেতে চাইনে। কিন্তু তাই বলে রাস্তায়ও তো সত্যি সত্যি বাস করা সম্ভব নয়।'

ভারি করুণ আর কাতর শোনাল রুবির গলা। সমূহ নিরাশ্রয় হওয়ার ভয়ে সত্যিই যেন ও শঙ্কিত আর উদ্বিগ্ন হয়েছে।

স্ত্রীর অশোভন ব্যবহারের কথা শুনে বিভাস ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল, রুবির কাতর ভঙ্গিতে ওর ওপর মমতা আর সহানুভূতিতে এবার মন ভরে উঠল। রুবির ওপর অবিচার করা হয়েছে কোন সন্দেহ নেই। কারো কোন অবিচার বিভাস সহ্য করে না। সে উৎপীড়কের দলে নয়, উৎপীড়িতের সহায়ক।

একটু কাল চুপ ক'রে থেকে রুবিকে ভরসা দিয়ে বিভাস বলল, 'আপনি কোন ভয় পাবেন না। কারো সাধ্য নেই আপনাকে ও বাড়ি থেকে তুলে দেয়, আমি যদি ওখানে থাকতে পারি, আপনিও পারবেন। আমার কথা বিশ্বাস করুন আপনি।'

রুবি বলল, 'শুধু বিশ্বাস নয় আমি আপনার ওপরই নির্ভর ক'রে আছি।'

এরপর দুজনেই চুপ ক'রে বসে রইল।

রুবির মনে হোল প্রেমের অভিনয়ের মধ্যেও যেন কোথায় খানিকটা আপাতঃ সত্যতা আছে। না হলে কারো ওপর সত্যিই নির্ভর করে রয়েছে এমন একটা মিথ্যে কথা বলতে রুবির এতটা ভালো লাগবে কেন।

বিভাস ভাবছিল মানুষের রূপ কি মুহূর্তে মুহূর্তে বদলায়! এই মেয়েটির মধ্যে যে এত কোমলতা এত কমনীয়তা লুকিয়েছিল তা

সে ধারণায় আনতে পারেনি। এই শান্ত গঙ্গার তীরে এই প্রশান্ত সন্ধ্যায় হালকা সবুজ রঙের শাড়ি পরা মেয়েটিকে নতুন করে ভালো লাগল বিভাসের। যেন নতুন রূপে দেখল। বিভাস ভাবল মানুষের ভিতরকার রূপ তো সব সময় দেখা যায় না। তার ওপর নানা ছদ্মবেশের আবরণ পড়ে। যে দেখবে তার দৃষ্টিও যে সব সময় স্বচ্ছ থাকে তা নয়। কত আত্মাভিমান আর সংস্কারে তা বার বার আচ্ছন্ন হয়ে যায়। দুর্লভ ক্ষণে সেই ঢাকনা যখন সরে তখনই হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের মিল হয়, রুদ্ধদ্বার খুলে দিয়ে মানুষের কাছে মানুষ অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে। পরম যে আত্মীয় তার সঙ্গেও এই নিবিড় মিল কদাচিৎ ঘটে। সে মিল চকিত, অপ্রত্যাশিত, তাই একান্ত ক্ষণিক।

বাড়িতে ফিরে প্রথমে স্ত্রীর সঙ্গে বিভাস কোন কথা বলল না। গম্ভীর মুখে জামা কাপড় ছাড়ল, হাত মুখ ধুয়ে নিল।

উমা বলল, 'ব্যাপার কি, আজ যে ভারি চুপ চাপ দেখছি। অফিসে বড় কর্তার বকুনি খেয়েছ না কি?'

বিভাস বলল, 'হুঁ।'

উমা বলল, 'হুঁ নয়, কি হয়েছে বলত?'

বিভাস বলল, 'কি হয়েছে তা তুমিই সব চেয়ে ভাল বলতে পারো। আমাকে না জানিয়ে শ্রীবিলাস বাবুকে ডেকে এনেছিলে কেন, আমি তার কৈফিয়ৎ চাই?'

উমা একটু চুপ করে থেকে বলল, 'সে কথা তুমি কার কাছে শুনলে?'

বিভাস বলল, 'যার কাছেই শুনিনা। কেন ডেকে এনেছ সে কথা তোমাকে বলতেই হবে।

উমা স্বামীর দিকে স্থির দৃষ্টিতে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বলল,

যদি এতই শুনেছ, তাহলে কেন ডেকেছিলাম তাও নিশ্চয়ই শুনে থাকবে।

বিভাস বলল, 'হ্যাঁ, শুনেছি। কিন্তু আমার অনুমতি ছাড়া আমার সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে এসব নোংরা কাজে হাত দেওয়া তোমার অত্যন্ত অনুচিত হয়েছে। এর জন্যে তোমাকে ক্ষমা চাইতে হবে।'

উমা বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বলল, 'কার কাছে? তোমার রুবির কাছে?'

বিভাস জ্বলে উঠল, 'খবরদার, যা তা ব'ল না। হ্যাঁ, তুমি যা করেছ তার জন্যে রুবির কাছেও তোমার ক্ষমা চাওয়া উচিত। শ্রীবিলাস বাবুকে ডেকে এনে তুমি আমার সম্মান নষ্ট করেছ।'

উমা বলল, 'আর শ্রীবিলাস বাবুকে না ডেকে তুমি যে আমার মান নষ্ট করেছ, আমার মুখ হেঁট করেছ তার কি হবে? ওকে আমি যে ভাবে পারি এ বাড়ি থেকে তুলে ছাড়ব।'

বিভাস বলল, 'আমি কিছুতেই তা হতে দেব না।'

পাশের ঘর থেকে সুরবালা এসে দাঁড়ালেন, 'রাত দুপুরে তোরা কি ঝগড়া আরম্ভ করলি বিভাস? ছি ছি ছি! বাবলুকে অনেক করে ঘুম পাড়িয়েছি। তোদের চেঁচামেচিতে ছেলেটা উঠে পড়বে।

বিভাস বলল, 'তা পড়ুক। কিন্তু শ্রীবিলাস বাবুকে কেন ডাকিয়ে আনা হয়েছিল আমি তার কৈফিয়ৎ চাই।'

সুরবালা বললেন, 'তোর যত সৃষ্টিছাড়া কথা, এর আবার কৈফিয়ৎ কিসের! মানুষের বাড়িতে কি মানুষ আসে না? তাঁকে তো আমিই সব কথা বলেছি। এসে অবধি মেয়েটা যা কাণ্ড কারখানা করছে তাতে ওকে তুলে দেওয়া উচিৎ একথা কে না বলবে। তোর মতিভ্রম না হলে তুই ওর পক্ষ নিয়ে কথা বলতে আসতিসনে।'

এই সরাসরি অভিযোগে বিভাস একটু কাল স্তম্ভিত হয়ে রইল, তারপর বললে, 'তুমি কিছুই বুঝতে পারছ না পিসীমা।'

সুরবালা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'খুব বুঝেছি বাবু। জীবন ভর এই জিনিস বুঝে এলাম। আমাকে তোমার আর বুঝাতে হবে না, তুমি নিজে এবার সমঝে চল।'

এসব বিষয় নিয়ে উমা স্বামীকে যে খোঁটাই দিক না এ নিয়ে পিসী শাশুড়ীও যে কথা বলতে আসবেন, ধমক দেবেন তার স্বামীকে এটা সে চায়নি। সুরবালার এই হস্তক্ষেপ তার ভালোও লাগল না। লজ্জার সঙ্গে এর মধ্যে এক ধরণের অগৌরবও আছে। সেই অসম্মানের খোঁচা উমাকে বিঁধতে লাগল।

সে অসন্তুষ্ট ভঙ্গিতে বলল, 'আপনি বাবলুর কাছে যান পিসীমা, এসব বাজে কথার মধ্যে আপনার থেকে দরকার নাই।'

সুরবালা বললেন, 'না থেকে পারলে তো ভালোই হোত মা। থাকতে কে চায়, আমি কোথাও চলে যেতে পারলে বাঁচতুম। এ জিনিস আমার আর সহ্য হয় না, জীবন ভর আমি যথেষ্ট সয়েছি।' বলে পাশের ঘরে চলে গেলেন সুরবালা।

উমা এবার স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল, 'এই বুড়ো বয়সে পিসীমার কাছে খেলে তো একটা ধমক, যদি আমার কথা না শোন পাড়ায় আরো অনেকের কাছে এমন ধমক খাবে। আমি যা বলছি শোন। আমার কাজে বাধা দিয়ো না। তা ছাড়া তোমার তো কোন দোষ নেই। পুরুষ ছেলে হয়ে তুমি তো আর কোন মেয়ের বিরুদ্ধে লাগনি। আমিই লেগেছি। নিজের ঘর-সংসারের মঙ্গলের জন্যে গৃহস্থ বাড়ির সম্মান সৌষ্ঠব রাখবার জন্যে আমিই ওকে তাড়াচ্ছি। সব দোষ আমি ঘাড়ে ক'রে দেব। তবু তোমার গায়ে কোন কলঙ্ক লাগতে দেবনা।'

বিভাস আস্তে আস্তে বলল, 'কিন্তু তুমি যা চাইছ তা হবেনা উমা। একটি মেয়ের নামে অপবাদ দিয়ে তুমি তাকে তুলে দিতে পারবে না। যেতে হয় ও স্বেচ্ছায় যাবে। না হলে এ বাড়িতেই থাকবে। ওর যতদিন ইচ্ছা থাকবে।'

উমা দৃঢ় স্বরে বলল, 'না আমি ওকে থাকতে দেবনা।'

বিভাস বলল, 'দিতে হবে। এখন থেকে যদি ও ভালো ভাবে চলে, কোন রকম অশোভন আচরণ যদি ওর আর না দেখি, তাহ'লে আমাদেব আপত্তির আর কোন কারণ থাকতে পারে না। ওকে শোধবাবার, ওকে ভালো হবার সুযোগ দিতেই হবে আমাদের।'

উমা বলল, 'না, আমি কাউকে আর কোন সুযোগ দেবনা। ওকে ও না, তোমাকেও না।'

বিভাস আর কোন তর্ক কবল না। নিঃশব্দে রাত্রেব খাওয়া দাওয়া সারল। বিছানায় গিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে রইল বিভাস। যেন একটি অপরিচিতা নিঃসম্পর্কীয়া স্ত্রীলোক তার শয্যাব আধখানা অধিকার করে রয়েছে। করে তো করুক, অবাধ্য একগুঁয়ে স্ত্রীকে আর কোন অধিকাব বিভাস দেবেনা।

উমা বিছানায় শুয়ে খানিকক্ষণ এপাশ ওপাশ করল, ছটফট করল, স্বামীর সঙ্গে একথা ওকথা নিয়ে আলাপের চেষ্টা কবল বারকয়েক, কিন্তু বিভাস নিশ্চল, বিভাস নির্বিকার।

উমার সর্বাঙ্গ রাগে জ্বলে যেতে লাগল। সে মনে মনে বলল, 'আচ্ছা, এর শোধ আমিও একদিন নেব। কিন্তু তুমি যা চাইছ তা কিছুতে হতে দেবনা। তা কোন মেয়ে দিতে পারে না। অমন যে সেকেলে সতী সাধ্বী পিসীমা, তিনি পর্যন্ত সতীনকে সহ্য করতে পারলেন না। তাঁকে সব ছেড়ে আসতে হোল, কিন্তু আমি পিসীমা নই, আমি ছেড়ে যাবনা, কেন ছাড়ব, নিজের আধিকার আমি কেন ছাড়ব। কিন্তু

ওকে ছাড়তে হবে। বাড়ি ছাড়তে হবে, দেশ ছাড়তে হবে। লক্ষ্মী-ছাড়ীকে আমি সব ছাড়া করব।'

দিন দুই পরে রুবি ফের ফোন করল বিভাসকে, 'আপনাকে আজও বিরক্ত করছি।'

বিভাস বলল, 'বিরক্ত করতে যদি আপনি ভালোবাসেন না হয় করলেনই।'

রুবি ফোনের ওপার থেকে বলল, 'যাক অর্ধেক নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।'

বিভাস বলল, 'অর্ধেক কেন?'

ফোনের ভিতর দিয়ে রুবির একটু হাসির শব্দ পাওয়া গেল, 'বিরক্ত হ'তে আপনি ভালোবাসেন একথা জানতে পারলে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হ'তে পারতাম।'

বিভাস বলল, 'ওসব কথা থাক, কোন কাজের কথা থাকলে বলুন।'

রুবি বলল, 'ভয়ঙ্কর কাজের কথা আছে। বাড়িতেও বলতে পারতাম। কিন্তু জটিলতা বাড়াতে আপনার যেমন ইচ্ছা নেই আমারও তেমনি ঘোরতর অনিচ্ছা।'

বিভাস বলল, 'বেশতো ফোনেই বলুন।'

রুবি বলল, 'না তাও বলা সম্ভব নয়। কিন্তু রোজ আপনাকে আমাদের অফিসে টেনে আনব এমন জোর আপনার ওপর আমার নেই। আমিই আসছি ছুটির পর, আমার জন্যে দয়া ক'রে অপেক্ষা করবেন। ভারি বিপদে পড়েছি। হাল্কা ভাবে বলছি বলে বিপদটা কিন্তু সত্যি হাল্কা নয়। গেলেই বুঝতে পারবেন।'

ঠিক পাঁচটার সময় রুবি এসে বিভাসদের ম্যাঙ্গো লেনের অফিসের

সামনে দাঁড়াল। আজ আর কাজ নিয়ে বিভাসের দেরি হয়নি। আজ সে সত্যিই সময়ের অনুবর্তী হতে পেরেছে।

রুবি ওর সঙ্গে এগুতে এগুতে বলল, 'আজও কি গঙ্গার ধারে যাবেন ?'

বিভাস বলল, 'না আজকে আর বেড়াবার সময় নেই আমার। পার্টটাইম চাকরি আছে।'

রুবি নিজের ঠোঁটে একটু কামড় দিয়ে বলল, 'বেড়াবার জন্ম আপনাকে ডাকতে আসিনি। জরুরী কথা বলতেই এসেছি। কিন্তু আপনার যখন সময় নেই তখন থাক।'

বিভাস বলল, 'আচ্ছা, একটু সময় না হয় ক'রে নেওয়া যাবে, চলুন।'

কাছাকাছি একটা রেস্টুরেণ্টে গিয়ে দুজনে ঢুকল।, কাটা দরজার আড়ালে পর্দা ঘেরা একটু খুপরী। মাঝখানে ছোট টেবিলের ব্যবধানে সামনাসামনি দু'খানা চেয়ার দুজনে দখল করল।

রুবি বলল, আমার কোন ব্যাপারে আপনাকে টেনে আনার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু সেদিন আপনি অত ক'রে ভরসা দিয়েছিলেন বলেই চিঠিটা আপনাকে না দেখিয়ে পারছিনে। এই নিন।'

একটা মুখ ছেঁড়া খাম বের ক'রে রুবি দিল বিভাসের হাতে। রুবির নামে একটা রেজেষ্ট্রি করা চিঠি। উকিলের চিঠি দিয়েছেন বাড়িওয়ালা। 'রুবির চাল-চলন নিয়ে পাড়ায় আপত্তি উঠেছে। বাড়ির অন্য ভাড়াটেও আপত্তি করেছেন। সুতরাং এক মাসের মধ্যে সমস্ত ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে রুবি যেন ঘর খালি ক'রে দেয়।'

চিঠিটা আর একবার পড়ে গম্ভীর ভাবে বিভাস বলল, 'অসম্ভব'।

টিপট থেকে কাপে চা ঢালতে ঢালতে রুবি মুখ তুলে একটু হাসল, 'অসম্ভব মানে ?'

বিভাস বলল, 'অসম্ভব মানে আপনার যাওয়া হ'তে পারেনা।'

রুবি বলল, 'হতে পারে না! কিন্তু বাড়িওয়ালার সঙ্গে বিবাদ ক'রে থাকাই বা চলতে পারে কি করে?'

বিভাস বলল, 'কিন্তু না থাকার অর্থ কি জানেন?'

রুবি বলল, 'জানি। সমস্ত অসম্মান অপমানকে স্বীকার ক'রে নেওয়া। কিন্তু উপায় কি বলুন। আমার তো কোন সহায় সম্পদ নেই।'

বিভাস বলল, 'সবচেয়ে বড় সম্পদ আপনি নিজে। সহায়তা যদি প্রয়োজন হয়, যদি নিতে চান তো পাবেন। এইটুকুই শুধু বলতে পারি।'

রুবি বলল, 'এই টুকুই যথেষ্ট, এ চিঠির একটা জবাব তাহলে দিতে হয়।'

বিভাস বলল, 'নিশ্চয়ই। উকিলের মারফৎ এচিঠির জবাব দিতে হবে। এ নোটিশ উইথড্র না করলে মানহানির মামলা আনতে হবে বাড়িওয়ালার বিরুদ্ধে।'

মামলা মোকদ্দমার কথায় রুবি একটু আতঙ্কিত হোল, বলল, 'আমি বলি কি বিভাস বাবু, কাজ কি ওসব গোলমালের মধ্যে গিয়ে।'

বিভাস বলল, 'কিন্তু এছাড়া আর কোন পথ নেই। আত্মসম্মান রাখতে হলে গোলমেলে পথেই আপনাকে যেতে হবে। কিন্তু আপনার ভয় নেই, আমার জানাশোনা উকিল আছে। তাকে দিয়েই কাজ চালান যাবে। গোড়া থেকে ও ভাব দেখালে ব্যাপারটা হয়ত বেশি দূর গড়াবে না।'

রুবি বলল, 'বেশ আপনি যা ভালো বোঝেন করুন। কিন্তু এই নিয়ে উমার সঙ্গে একটা গোলমাল না হয়, আপনি যার ভয় করছেন সেই জটিলতার মধ্যে গিয়েই শেষ পর্যন্ত না পড়তে হয় আপনাকে।'

বিভাস বলল, 'কিন্তু ভয় করলেই তো জটিলতাকে এড়ান যায় না। তার চেয়ে সাহস ক'রে জট ছাড়াবার চেষ্টা করা ভালো।'

বলে বিভাস উঠে পড়ল। তার কাজের তাগিদ আছে।

রুবির ইচ্ছে ছিল আরো খানিকক্ষণ বসে গল্প-টল্প করে। কিন্তু বিভাসের সময় নেই। তার সময় না থাক আরও অনেকের সময় আছে। বহু পুরুষ বন্ধু এখনো তার জন্য সময় দিতে উদগ্রীব। তাদের যে কোন একজনকে ডেকে নিলেই হয়। কিন্তু কোন কোন সময় যে কোন একজনে মন খুসী হয় না। শুধু একজনকেই চায়। বিশেষ একজনকে। এই চাওয়ার কি শেষ নেই।

সকাল সকালই সেদিন ফিরে এল রুবি। এসে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়ল। মনে মনে ভাবল, বড় অদ্ভুত, এই দেহের তৃষ্ণা বড় অদ্ভুত, দেহের রহস্য বড় অদ্ভুত। অন্য পুরুষ বন্ধুদের সান্নিধ্যে আর শিক্ষায় দেহ সম্বন্ধে তার শুচিবায়ুতা গেছে। সতর্ক হয়ে চলতে হবে, স্বাস্থ্য আর সৌন্দর্য রক্ষার নিয়ম মানতে হবে এই পর্যন্ত। দিব্যেন্দুরা বলেছিল দেহ সম্বন্ধে এইটুকু সাবধান হলেই যথেষ্ট, রুবিও তাই বিশ্বাস করে। সে নিয়ম মানে, নীতি মানে না। এই একই দেহ তার উপভোগের উপকরণ, আবার কার্যোদ্ধারের সহায়। এ নিয়ে আগে তার এক আধটু খুঁৎখুঁতি ছিল, আজকাল আর নেই। শেষ ধাপ পর্যন্ত এগুলে যদি বন্ধুত্ব দৃঢ় হয় এগুতে ক্ষতি কি, কোন পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী করতে হলে এর দরকার হয়। কারণ পুরুষে তাই চায়। এ ছাড়া ঘনিষ্ঠতার অন্য কোন মানে তারা বোঝে না, এতদিন এই ছিল রুবির ধারণা। কিন্তু আজ নিজের মনের দিকে তাকিয়ে একটু যেন শঙ্কিত হয়ে উঠছে রুবি। পুরুষের তৃষ্ণা মেটাতে গিয়ে সে নিজের মধ্যেও অনন্ত তৃষ্ণাকে সংক্রামিত ক'রে রেখেছে। কোন পুরুষের আদর সোহাগের চাইতে তার ঔদাসীন্য কি অমনোযোগ

রুবির সেই দেহতৃষ্ণাকে আরো যেন বেশি ক'রে জ্বালিয়ে দেয়। হোক সে পুরুষ সামান্য, হোক সে সাধারণ, তবু সে তার দেহ নিয়ে দূরে সরে রইল, তাকে আরো কাছে টেনে না আনতে পারলে যেন শান্তি পাওয়া যায় না। অলভ্য সেই একটি দেহাধারের মধ্যে এক অসাধারণ রহস্য আরোপ ক'রে নিয়ে রুবির মন তার জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে। অবশ্য ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের পর দেখা যায় কোন নতুনত্ব নেই, কোন বৈচিত্র্য নেই, সেই একই পুরোন স্বাদ। শেষ পর্যন্ত বিস্বাদ বলেও মনে হয় একেক সময়। তবু শেষ পর্যন্ত না গিয়ে রুবি পারে না। অভ্যাস তাকে টেনে নিয়ে যায়।

আজকাল বিভাসও তাকে টানছে। বিভাস না, এ রুবিরই অভ্যাস। কিন্তু অভ্যস্ত তৃষ্ণার তৃপ্তিতে বার বার বাধা ঘটছে। বিভাস ভীরু কিশোরের মত এক পা এগুচ্ছে তো দু' পা পিছিয়ে যাচ্ছে। যেন নির্মল হিতৈষণা ছাড়া ওর মনে আর কিছু নেই, যেন রুবির অপূর্ব সুন্দর দেহ সম্বন্ধে ওর কোন কৌতূহল নেই, আগ্রহ কি ঔৎসুক্য নেই। নেই আবার! নিশ্চয়ই আছে। ওর চোখে মুখে ওর প্রত্যেকটি কথায় সেই আগ্রহের অস্তিত্ব ফুটে উঠছে। একটা মিথ্যে সাত্ত্বিকতার সংস্কারে শুধু পিছিয়ে আছে বিভাস। কিন্তু ওর এই সংস্কার ভাঙতে হবে, ওর এই ভীরুতাকে জয় করতে হবে। ও যে ভীরু হয়েও সাহসীর বাহবা পাবে, দুর্বল হয়েও শক্তিমানের খ্যাতি অর্জন করবে তা রুবির সইবে না। রুবির ইচ্ছা নয় কোন মামলা মোকদ্দমার হাঙ্গামায় যাওয়া। দুটো ঘর শুদ্ধ একটা ফ্ল্যাট সে যে কোনো মুহূর্তে পায়। এর জন্যে বন্ধুদের সে বলেও রেখেছে। একমাস পরে সে তার মালপত্র নিয়ে উঠেও যাবে। ভাড়া বাড়িওয়ালা তার কাছ থেকে কি ক'রে আদায় করে রুবি তা দেখে নেবে। ওদের ওষুধই তাই, টাকা মেরে দেওয়া। এক টাকা গেলে ওরা লক্ষ টাকার শোকে

বুক চাপড়ায়। রুবি শ্রীবিলাসকে সেই ভাবে শাস্তি দেবে। আর উমাকে শাস্তি দেবে বিভাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ক'রে। তার জন্যে দুর্বল সাজতে হবে, তার জন্যে বিভাসের কাছে ভীরু অসহায়ের অভিনয় করতে হবে। এমন ভাব দেখাতে হবে যেন বিভাসের হাতেই তার সমস্ত মান-সম্মান নির্ভর করছে। নির্ভর করবার মত আর লোক পেল না রুবি। নিজের খরচে বিভাস যদি উকিল ব্যারিস্টার লাগায় তো লাগাক, পরে সুবিধে মত কেস রুবি উইথড্র ক'রে নিতে পারবে। এখন একটি পয়সাও রুবি খরচ করবে না। তার হাতে টাকা কই যে ব্যয় করবে।

কিন্তু পরদিন ভোরেই বিভাস এসে উপস্থিত। শ্রীবিলাসের চিঠির জবাব তার এক উকিল বন্ধুকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়ে এসেছে।

টাইপ করা চিঠিটায় একবার চোখ বুলিয়ে রুবি বলল, 'বেশ তো।'

বিভাস বলল, 'এটা তাহলে আজই পোস্ট ক'রে দেওয়া যাক।'

রুবি বলল, 'দিন।'

বিভাস একটু ইতস্তত করে বলল, 'একটা কথা আছে। সুধাংশুকে টাকাটা আজই দিয়ে দিতে হয়।

রুবি বলল, 'টাকা!'

বিভাস বলল, 'হ্যাঁ। অবশ্য ইচ্ছে করলে কিছুদিন বাকিও রাখা যায়। সুধাংশুর সঙ্গে আমার খুবই জানাশোনা। কিন্তু সে সুযোগ আমি নিতে চাইনে। তাছাড়া ওরও তো দরকার।'

রুবি একটু চুপ করে রইল। ইচ্ছা হওয়া সত্ত্বেও বলতে পারল না, 'টাকা আমি এখন দিতে পারব না.' কি 'টাকা আমার এখন হাতে নেই,' বলল, কত দিতে হবে বলুন।'

বিভাস বলল, 'টাকা আষ্টেক দিন, কিছু কম টম যদি দিয়ে পারি চেষ্টা করে দেখব।'

রুবি বাকস খুলে গম্ভীর মুখে দশ টাকার একখানা নোট বের ক'রে দিল।

বিভাস আর কোন কথা না বলে বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

পরক্ষণেই নিজের বোকামির জন্যে নিজের উপর রাগ হ'তে লাগল রুবির। কেন মিছামিছি সে টাকাটা জলে দিতে গেল। স্পষ্ট বলে দিলেই হোত, 'টাকা আমি দিতে পারব না। ওসব চিঠি পিঠিতে দরকার নেই আমার।'

শুধু পোষাক আর প্রসাধন ছাড়া অন্য ব্যাপারে রুবি ভারি ব্যয়-কুণ্ঠ। এমন কি খাওয়ার জন্যেও সে যত পারে কম ব্যয় করে। অনেক কষ্টের রোজগারের টাকা, এর থেকে একটা পয়সাও ব্যয় করতে তার ইচ্ছে করেনা। তার চেয়ে দু'চার টাকা ক'রে সে জমাতে ভালো বাসে। টাকা খরচ হ'লে তো হয়েই গেল। কিন্তু ব্যাঙ্কের পাস বইয়ে বাধা কয়েকটি অঙ্কের মধ্যে টাকাটা থাকলে সব রইল। সঞ্চিত টাকার মধ্যে ভোগের নানা রকম সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু ব্যয়ের মধ্যে কেবল এক রকমের সুখ। তাছাড়া আরো এক কারণে অর্থের সঞ্চয়ের দিকে ইদানীং মন দিচ্ছে রুবি। বয়স বাড়ছে। বেশি দিন লোকে আর তার জন্যে অর্থ ব্যয় করবে না, তার যা খাম খেয়াল তাতে কোন চাকরি বেশি দিন মন দিয়ে করা তার সাধ্য নয়। সঞ্চয় ছাড়া তার আর কোন ভবিষ্যৎ নেই। যে যাই বলুক জীবন ভর টাকার দরকার। টাকা ছাড়া এক মুহূর্তও চলা যায় না। বহু যত্ন করলেও স্বাস্থ্য আর যৌবন এক সময় যাবে। কিন্তু চেষ্টা করলে সঞ্চয়ের অভ্যাস বাড়ালে অর্থকে তার চেয়ে বেশি সময় ধরে রাখা যায়। সে রাখা ভোগ না ক'রে ভোগের ক্ষমতাকে ধরে রাখা। ভবিষ্যৎকে করতলগত ক'রে রাখা। তার জন্যে

বর্তমানে কৃচ্ছ্র তার প্রয়োজন। পরের অর্জিত অর্থ বর্তমানের জন্যে আর নিজের অর্জিত অর্থ ভবিষ্যতের এই হিসাবে রুবি আজকাল চলতে সুরু ক'রেছে। কিন্তু আজ কি বেহিসেবী কাজ করে ফেলল, কেন জলে ফেলে দিল টাকা কটা। বিভাসের উকিল বন্ধুকে দেওয়া তো জলে ফেলে দেওয়াই, ভেবে নিজের ওপরও রাগ হোল, বিভাসের ওপরও আক্রোশ হোল রুবির। না সে বড়ই ভুল ক'রে ফেলেছে।

রুবির ঘর থেকে বেরুতেই উমা বিভাসকে পাকড়াও করল, 'আবার ও ঘরে যাওয়া হয়েছিল কেন?'

বিভাস বলল, 'দরকার ছিল।'

'কি দরকার শুনতে পারিনে?'

বিভাস বলল, 'নিশ্চয়ই পার। বাড়িওয়ালা রুবিকে ঘর ছেড়ে দেওয়ার জন্যে নোটিশ দিয়েছে। তাও ভদ্র ভাবে দেয়নি। অসঙ্গত ভাবে আপমান করেছে।'

উমা না জানার ভান ক'রে বলল, 'ওমা তাই নাকি। তারপর?'

বিভাস বলল, 'আমি সুধাংশু মুখুয্যেকে দিয়ে একটা জবাব দেওয়ালাম।'

উমা বলল, 'তুমি তাহ'লে ওর হয়ে লড়বে এইটাই ঠিক করেছ?'

বিভাস বলল, 'হ্যাঁ।'

উমা বলল, 'বেশ, আমিও দেখে নেব তুমি কি ক'রে ওকে এবাড়িতে রাখতে পার। দেখব তোমার কতখানি জোর।'

বিভাস বলল, 'আমার জোর নয়, ওর নিজের জোরে, নিজের দাবীতে ও থাকবে।'

ছুটির পরে আজ নিজেই গিয়ে রুবির অফিসের গেটের কাছে

দেখা করল বিভাস, বলল, 'এই নিন আপনার রিসিট আর ব্যালানস।'

রুবি লজ্জিত হ'য়ে বলল, 'টাকাটা না হয় আপনার কাছে থাকতই, তার জন্যে এতখানি ছুটে আসবার কি দরকার ছিল!'

বিভাস বলল, 'শুধু যে টাকা দিতেই এসেছি, তাই বা ভাবছেন কেন?'

রুবি বিভাসের দিকে তাকাল, 'ও, শুধু টাকা দিতে নয়, তবে আর কিসের জন্যে!'

বিভাস বলল, 'আপনার সঙ্গে আরো কথা আছে।'

রুবি বলল, 'কি ভাগ্য, আমার সঙ্গে কথা!'

হাঁটতে হাঁটতে দুজনে এসে ঢুকল ইডেন গার্ডেনে। একটা খালি বেঞ্চ পেয়ে রুবি বলল, 'আসুন এখানে বসা যাক, দেখছেন কি হতভাগা চেহারা হয়েছে গার্ডেনটার।'

বড বড পাতায় ঢাকা সামনের ছোট্ট জলাশয়ের দিকে তাকিয়ে বিভাস বলল, 'হুঁ।'

রুবি বলল, 'অনেকদিন পরে এলাম এখানে। আজকাল এসব জায়গায় কেউ আর বড একটা আসে না। কিন্তু মাঝে মাঝে পুরোণ জায়গা বড ভালো ল :গে। পুরোণ-দিনগুলি নতুন মনে হয়। পুরোণ অভ্যাসে নতুন অনুভূতির স্বাদ আসে। কিন্তু আপনি কিছু শুনছেন না। কি ভাবছেন বলুন তো?'

রুবি আলগোছে বিভাসের কাঁধ ধ'রে একটু নাড়া দিল। বিভাস একটু যেন চমকে উঠল। সরে বসে মাঝখানের ব্যবধানটা বাড়িয়ে নিল আরও একটু। তারপর বলল, 'কিছুই ভাবছিনে। আপনি যা বললেন সবই শুনতে পেয়েছি।'

রুবি বলল, 'পেয়েছেন? আশ্চর্য, কি অদ্ভুত আপনার শ্রবণশক্তি!'

বিভাস একবার কোন জবাব না দিয়ে বলল, 'কিন্তু আপনি কি এসব কথা সত্যিই বিশ্বাস করেন ?'

রুবি বলল, 'কোন সব ?'

বিভাস বলল, এই একটু আগে আপনি যা' বলছিলেন ? নতুন অনুভূতির স্বাদে পুরোণ অভ্যাস নতুন হয়। তার জীর্ণতা আর থাকে না। মনে হয় তা সম্পূর্ণ অনাস্বাদিত।'

রুবি বলল, 'করি। আমি যখন যা বলি সেই মুহূর্তের জন্যে তা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। কথার ওপর আমার ভারি মমতা। আমার কথাগুলিকে কাগজে কলমে ধ'রে রাখতে পারিনে, সুর দিয়ে ভরে রাখতে পারিনে, তুলি দিয়ে যে এঁকে রাখব সে সাধ্যও নেই, উচ্চারণ করবার সঙ্গে সঙ্গেই তারা হাওয়ায় মিশিয়ে যায়। তাদের কিছুই আমি দিতে পারিনে, কিন্তু নিজের বিশ্বাসটুকু দিই, অন্তরের উত্তাপটুকু দিই তাদের মধ্যে। হ্যাঁ, আমি যা বলি তা আমি বিশ্বাস করি, আর আমার শ্রোতাকে বিশ্বাস করাতে চাই।'

বিভাস রুবির মুখের দিকে একটুকাল তাকিয়ে তাকিয়ে কি দেখল তারপর বলল, 'আমার কি মনে হয় জানেন, আপনার ভিতরে এক অবরুদ্ধ শিল্পী আত্মগোপন ক'রে রয়েছে। তাকে আপনি বেরুবার পথ দিচ্ছেন না। তাই বার বার সে আপনাকে অপথে নিয়ে যাচ্ছে। আপনি তাকে মুক্তি দিন। নিজেকে মুক্ত করুন।'

রুবি একটুকাল স্তম্ভিত থেকে বলল, 'এসব কি বলছেন আপনি ?'

বিভাস বলল, 'ঠিকই বলছি। আজ দেখলাম দেয়ালে টাঙানো আপনার সেতারটায় ধূলো পড়ে রয়েছে। কেন ধূলো পড়তে দিচ্ছেন, কেন বাজাচ্ছেন না ?'

রুবি বলল, 'সময় পাই কই। তাছাড়া তেমন ভালোও লাগে না। আপনাকে তো আগেও বলেছি শিল্পে আমার তেমন প্রীতি নেই।'

বিভাস বলল, 'আপনি ধ'রে রেখেছেন নেই। ভেবে রেখেছেন না থাকাতেই কৃতিত্ব, নেই বলাতেই ফ্যাসান। কিন্তু আছে কি নেই তা একবার পরখ ক'রে দেখুন।'

রুবি বলল, 'দেখলে আপনি খুশি হবেন?'

বিভাস বলল, 'হব। কেবল আমি কেন আপনি নিজেও আনন্দ পাবেন।'

সন্ধ্যা ঘোর হয়ে আসছিল। বিভাস এবার উঠে দাঁড়াল।

রুবি বলল, 'ওকি, এখনই উঠছেন যে!'

বিভাস বলল, 'পার্টটাইমটার সময় হয়ে এসেছে।'

রুবি বলল, 'আপনার পার্ট টাইমের কি কোনকালেই শেষ হবে না?'

বিভাস একথার জবাব না দিয়ে একটু হাসল। তারপর বলল, 'যে কথা বলতে এসেছিলাম সে কথা বলা হল না।'

রুবি বলল, 'সব কথা বলা হয়ও না; অনেক কথাই অমুক্ত থেকে যায়, অমুক্ত রাখতে হয়।'

বিভাস বলল, 'না, একথাটা অমুক্ত রাখলে চলবে না। দেখুন, সুধাংশু তো খুবই ভরসা দিল।'

রুবি বলল, 'সুধাংশু মানে তো আপনার সেই উকিল বন্ধু? দোহাই আপনার তাঁর কথা আর তুলবেন না। উকিলের ভরসা দেওয়াটাই মক্কেলের পক্ষে ভয়ের কারণ।'

বিভাস হেসে বলব, 'সুধাংশু সে ধরণের উকিল নয়। শ্রীবিলাস বাবু যদি কেস করেন সুধাংশু আমাদের পক্ষে দাঁড়াবে। দরকার হলে আরো ভালো উকিল কম খরচে ঠিক ক'রে দেবে। কিন্তু আপনাকে একটু সাবধান হয়ে চলতে হবে। চালচলনে কেউ যেন আর কোন খুঁৎ না ধরতে পারে।'

রুবি বলল, 'একি উকিলের পরামর্শ না তাঁর বন্ধুর?

বিভাস বলল, 'দুজনেরই।'

রুবি বলল, 'তথাস্তু। মামলা জেতার জন্যে সবান্ধব উকিলের পরামর্শ না হয় দিন কয়েক মেনেই চলা যাবে।'

এসপ্লানেডে এসে দুজনে ট্রাম ধরল। একটা বেঞ্চে বসল পাশাপাশি। কিন্তু কেউ কোন কথা বলল না। দুজনেই কি যেন ভাবছে।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মোড়ে বিভাস নেমে গেল, যাওয়ার সময় বলল, 'আপনি বাসাতেই ফিরছেন তো?'

রুবি বলল, 'সাহস ক'রে বলতে পারলেন না যে বাসায় ফিরুন। হ্যাঁ, বাসাতেই ফিরব। পথে পথে ঘুরে আর লাভ কি। আপনি তো ঢুকবেন গিয়ে অফিসে।'

বিভাস বলল, 'উপায় কি!'

বিভাস নেমে যাওয়ার পর রুবি একবার ভাবল সেও নামে। কি হবে এত সকাল সকাল ফিরে। কিন্তু কেন যেন বেঞ্চ ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করল না। সময়টা মন্দ কাটেনি। পুরোণ জায়গা, পুরোণ ধরণ, তবু কেটেছে যেন নতুন রকমে। সকালে টাকা ব্যয় করার অনুশোচনা এই মুহূর্তে মনের কোন কোণে লুকাল। আশ্চর্য মন। এর কোণের যেন আর অবধি নেই। শেষ নেই লুকোচুরি খেলার।

লুকোচুরিটা নিজের মনের কাছেও ধরা পড়তে সুরু করেছে বিভাসের। বাড়িতে দেখা সাক্ষাৎ করলে উমা বাধা দেয়, তাই নিয়ে হাঙ্গামা ক'রে, তাই বাইরে বাইরেই ছুটির পর রুবির সঙ্গে সে দেখা করে। সুরুতে উকিলের কথাটা তোলে, শেষটাও মামলার কথাতেই হয়। কিন্তু মাঝখানের কথাগুলি মোটেই মামলা মোকদ্দমার

আলোচনায় সীমাবদ্ধ থাকে না। বিভাস এতদিন মনে মনে ভেবেছে একটি মেয়ের সম্মান রক্ষার দায়িত্ব সে নিয়েছে তার চেয়ে বেশি কিছু নয়। কিন্তু শরীর খারাপ বলে সেদিন রুবি অফিসে বেরুল না, আর ছুটির পর সমস্ত বিকেলটা বিভাসের কাছে ফাঁকা ফাঁকা মনে হ'তে লাগল, তখন টের পেতে তার আর কিছুই বাকি রইল না। শুধু রুবির মান রক্ষা নয়, শুধু কর্তব্য বোধ নয়, রুবির সান্নিধ্যে একটা অদ্ভুত আনন্দবোধও এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে। একথা নিজের কাছেও বিভাসের স্বীকার করবার যো নেই, কিন্তু অস্বীকারেরও কি উপায় আছে। মনে মনে ভারি অস্বস্তি বোধ করতে লাগল বিভাস। গ্লানি বোধ করতে লাগল নিজের স্ত্রীকে মনে মনে বঞ্চনা করেছে বলে। সেদিন আর ওয়েলিংটন স্ট্রীটের সুনন্দা প্রেসের চাকরিতে গেল না। উমা ফুল ভালোবাসে। তার জন্যে রজনী গন্ধার তোড়া কিনল, আর এক বাকস দামী সাবান, বাবলুর জন্যে কিনে নিল চকোলেট আর খেলনা, তারপর পকেট বোঝাই করে আজ সকাল সকালই বাসায় ফিরে এল।

ঘরে ঢুকেই দেখল পাড়ার সেই মাধব ছোকরাটি এক পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

বিভাস হেসে বলল, 'কি মাধব ভালো আছ? পড়াশুনো কেমন চলছে তোমার?'

মাধব ঘাড় নেড়ে বলল, 'ভালো।'

তারপর আর দাঁড়াল না।

বিভাস স্ত্রীকে ডেকে বলল, 'এসো, জিনিসগুলি ধরো। আজকের ফুলগুলি দেখেছ? বেশ তাজা, অনেকদিন থাকবে, না?'

কিন্তু ঘরের এক কোণে দেয়ালের সঙ্গে মিশে উমা শক্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল।

বিভাস বলল, 'কি হোল তোমার? বাবলু পিসীমা ওঁরা সব কোথায়?'

উমা বলল, 'পাশের বাড়ি গেছেন।'

বিভাস হেসে বলল, 'বেশ করেছেন। বুদ্ধি করে যদি একটু দেরি ক'রে ফেরেন তাহলেই বাঁচি। এবার ফুলগুলি নাও। কতক্ষণ ধরে থাকব।'

উমা তীব্র জ্বালাভরা কণ্ঠে বলল, 'ধরে থাকবে কেন, যাও ওঘরে দিয়ে এসো।'

বিভাস বলল 'তার মানে?

উমা বলল, 'তার মানে আজ তো আর অফিসের পর গার্ডেনে কি গঙ্গার ধারে হাত ধরাধরি করে ঘুরে বেড়াতে পারোনি, রোজ যেমন বেড়াও। যাও যেখানকার ফুল সেখানে দিয়ে এসো।'

বিভাস একটু কাল স্তম্ভিত হয়ে থেকে বলল, 'এসব বাজে কথা তুমি কোথায় শুনলে?'

উমা চেঁচিয়ে উঠল, 'বাজে কথা, মিথ্যে কথা বলতে তোমাব লজ্জা করছে না? এতদিন এসব গুণ তোমার ছিল না আজকাল তাও হচ্ছে। কিন্তু তুমি ভেবেছ মিথ্যে বলে তুমি পার পাবে? কলকাতা সহরের আর কেউ আউটরাম ঘাটে যায় না? আর কেউ রেষ্ট্রেণ্টে চা খায় না? আর কারো চোখ নেই! সবাইরই আছে। গেছে কেবল তোমার। তুমিই অন্ধ হয়ে গেছ। অন্ধ না হলে এই বয়সে এমন খানায় কেউ পড়ে? মাধব আমাকে আজ সব খুলে বলল। অনেক দিন দেখেছে। কেবল ওর কেন ওর অনেক বন্ধুরও চোখে পড়েছে। পাড়াময় এই নিয়ে কানাকানি চোখ চাওয়া চাওয়ি হচ্ছে। আমার আর মুখ দেখাবার জো রইল না।'

বিভাস কৈফিয়তের সুরে বলল 'শোন বাইরে কেন, ওর সঙ্গে

আমাকে দেখা করতে হয়েছে আমি সব বুঝিয়ে বলছি তোমাকে।'

উমা চেঁচিয়ে বলল, 'আমাকে আর কিছু বোঝাতে হবে না। দোহাই তোমার আমাকে আর কিছু তুমি বোঝাতে এসো না। আমার বোঝাবুঝির পালা সব শেষ হয়ে গেছে।'

বিভাস আর কোন কথা না বলে হাতের জিনিষগুলি নামিয়ে রাখল। তারপর ফুলগুলি নিজেই তুলে রাখতে গেল ফুলদানিতে। কিন্তু রাখার সঙ্গে সঙ্গে উমা চেঁচিয়ে উঠল, 'খবরদার ও ফুল আমার ঘরে নয়, ও ফুল আমার ঘরে নয়। আমি ছুঁড়ে ফেলে দেব বলছি।'

বিভাস স্ত্রীর কথা গ্রাহ্য না ক'রে ফুলগুলি রেখে দিয়ে জামার বোতাম খুলতে লাগল।

কিন্তু উমার আর সহ্য হোলনা। সে ফুলগুলি শুদ্ধ দামী ফুলদানিটা উঠানে ছুঁড়ে ফেলে দিল। ঝন্ ঝন্ ক'রে শব্দ হোল একটা। নীলাভ ফুলদানিটা উঠানে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল।

মুহূর্তের জন্যে একটা তীব্র ক্রোধ জাগল বিভাসের মনে। উমা যেমন ফুলদানিটা ভেঙেছে ইচ্ছা হোল শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে স্ত্রীকেও সে চুরমার ক'রে ফেলবে।

দুরন্ত ক্রোধে বিভাস বাইরের দিকে পা বাড়াল। কি হোত বলা যায় না। কিন্তু বাবলুকে কোলে নিয়ে সুরবালা তার পথ আটকে দাঁড়লেন, কঠিন স্বরে ডাকলেন, 'বিভাস!'

উমা উঠানে দাঁড়িয়ে বলল, 'ছেড়ে দিন পিসীমা। মারুক এসে আমাকে। এর চেয়ে একেবারে মেরে ফেলুক সেই ভালো। বিশ্বের মধ্যে এখন তাইতো বাকি আছে।'

বিভাস কোন জবাব দিল না। শান্তভাবে বেরিয়ে এসে কলের কাছে এসে মুখ হাত ধুতে লাগল।

একটু আগে রুবির ঘর থেকে সেতারের শব্দ আসছিল; উমার চেঁচামেচিতে রুবি এসে দোর খুলে দাঁড়াল। বিভাস মুখ ফিরাতেই চোখাচোখি হোল ওর সঙ্গে। কেউ কোন কথা বলল না। আস্তে রুবি ফিরে গেল ঘরে। নিঃশব্দে দোর ভেজিয়ে দিল। বিভাস একটু কাল দাঁড়িয়ে রইল উঠানে। সেতার আর বাজল না। কিন্তু বাইরের ঝঙ্কার থেমে গেলেও কিসের একটা করুণ সুর ওর অন্তরের মধ্যে ধ্বনিত হোতে লাগল। আধখোলা দোরের পাশে একটি শান্ত গম্ভীর মূর্তি ওর চোখের সামনে আর একবার ভেসে উঠল। বিভাসের মনে হোল রুবির অমন সহানুভূতি কোমল চোখে এর আগে সে আর দেখেনি।

রাস্তায় রাস্তায় বহুক্ষণ ঘুরে বেড়াল বিভাস। ফিরল অনেক দেরি ক'রে। যান্ত্রিকভাবে রাত্রের খাওয়া দাওয়া শেষ হোল। বিভাসের মশারি টানিয়ে দিয়ে উমা মেঝেয় আলাদা বিছানা ক'রে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে রইল।

বিভাস একবার জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কিছু খেলে না?'

উমা কোন জবাব না দিয়ে চুপ ক'রে রইল।

পাশের ঘর থেকে সুরবালা বললেন, 'এত সাধাসাধি ক'রে কিছুতেই খাওয়াতে পারলাম না। ভাতের ওপর যে তোমাদের কিসের রাগ তা আর বুঝিনে বাপু।'

অনেক রাত্রে চাপা কান্নার শব্দ শুনে বিভাস উঠে এসে স্ত্রীর কাছে বসল। তার চুলের ওপর আলগোছে হাত বুলাতে বুলাতে ডাকল, 'উমা।'

উমা তেমনি কান্নাভরা স্বরে বলল, 'তুমি যাও, তুমি শুয়ে ঘুমোও গিয়ে যাও।'

বিভাস আর কোন কথা খুঁজে না পেয়ে বলল, 'রাগের মাথায় তুমি অমন ফুলদানিটা ভেঙে ফেললে!'

উমা আস্তে আস্তে বলল, 'ফুলদানি! আর তুমি যে একটা গোটা সংসার চুরমার ক'রে দিচ্ছ।'

বিভাস বলল, 'ভুল, তোমার সম্পূর্ণ ভুল ধারণা উমা। একটা কাল্পনিক দুঃখে তুমি নিজেও কষ্ট পাচ্ছ, আমাকেও কষ্ট দিচ্ছ।'

আবও নানা কথা বলে স্ত্রীকে বিভাস সান্ত্বনা দিতে লাগল। কিন্তু নিজেব কাছেই মনে হোল এ যেন কেবল 'আর্তকে বঞ্চিতকে প্রবোধ দান। কোথায় যেন একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে, গভীর সহানুভূতির অভাব ঘটছে। একটা বিদ্বেষ বোধ যেন কিছুতেই মন থেকে যেতে চাইছে না। বার বার মনে হচ্ছে তার সখ ক'রে কেনা ফুল-দানিটা কেন অমন ক'রে ভাঙতে গেল উমা, স্ত্রীর পক্ষ থেকে যতবাব ব্যাপারটাকে ভাবতে চেষ্টা করল, যতবার মনকে বোঝাল ঈর্ষা থেকেই এই প্রচণ্ড বিদ্বেষ এসেছে কিন্তু কিছুতেই নিজের হৃদয়কে ওর দিকে উন্মুখ ক'বে তুলতে পারল না। কোথায় যেন ফাঁক থেকে যাচ্ছে। সে শূন্যতা কিছুতেই ভরে উঠতে চাইছে না। নিজের এই অনৌদার্যে বিভাস নিজেই মনে মনে পীড়িত বোধ করল। কিন্তু সে পীড়াও যেন কর্তব্যহানির পীড়া। গভীর যন্ত্রণাবোধ নয়। দুজনের ভিতরকার অতি কোমল অতি সূক্ষ্ম সংবেদনশীল একটি অদৃশ্য তন্তু যেন ছিঁড়ে গেছে। কেন এমন হোল, কার দোষে এমন হোল। বিভাস কেবল নিজেকেই দোষ দিতে পারল না। মনে মনে ভাবল উমারও দোষ আছে। ওর অপরিমিত ঈর্ষার অশোভন প্রকাশ, অতি প্রচণ্ড অসহিষ্ণুতাই এই দুর্ঘটনার জন্যে বেশির ভাগ দায়ী।

দিন কয়েক বিভাস রুবির আর খবব নিল না। দেখা সাক্ষাৎ কথা বার্তা বলবার চেষ্টা করল না। অফিসের কাজকর্মে আরও বেশি করে মন দিল। বাড়িতে ফিরে ছেলের সঙ্গে খেলতে লাগল। যে ফুলদানিটা উমা ভেঙেছিল ঠিক তেমনি একটা ফুলদানি কিনে

নিয়ে এল। স্ত্রীর জন্যে নিয়ে এল চাঁপা রঙের একখানা রঙীন শাড়ি। চাঁপা ফুলের রং উমা ভারি ভালোবাসে।

উমা বলল, 'এ সব আবার কেন? আমার তো শাড়ি আছে।'

বিভাস বলল, 'চাঁপা রঙের শাড়িতো নেই।'

উমা একটু হাসল, 'তবু ভালো চাঁপা রঙের কথাটা তোমার মনে আছে।'

বিভাস বলল, 'আমার সব মনে আছে উমা।'

আস্তে আস্তে স্ত্রীর একখানা হাত নিজের হাতের মুঠোয় নিল বিভাস। মুঠির ভিতরে অনেকক্ষণ চেপে রাখল। উমা খুসি হয়ে বলল, 'চল বাইরে যাই একটু। আকাশে কি চমৎকার চাঁদ উঠেছে। কতকাল যে চাঁদ দেখিনে।'

আকাশে শুধু চাঁদ নয়. মেঘ আর চাঁদের লুকোচুরি খেলা চলছে। স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে উঠানে এসে দাঁড়াল বিভাস। হঠাৎ রুবির ঘরের দিকে ওর চোখ পড়ল। রুবির ঘরে আলো নেই, রুবির ঘরে শব্দ নেই। বড় একটা সিসার তালা ঝুলছে দরজায়।

বিভাস বলল, 'একি রুবি এত রাত্রেও ফেরেনি।'

স্বামীর উদ্বেগে একটু বিস্মিত হয়ে উমা তার মুখের দিকে তাকাল, 'সেকি তুমি জানো না? ওতো আজ সকালে ভদ্রেশ্বর চলে গেছে। ওর মায়ের নাকি অসুখ। চিঠি পেয়েছে।'

বিভাসের মুখ থেকে হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল, 'আমাকে না জানিয়েই চলে গেল!'

উমা স্থির দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে একটুকাল তাকিয়ে কি দেখল, তারপর নিষ্ঠুর বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বলল, 'সত্যিই তো মহা অন্যায় করেছে সে। তোমাকে জানিয়ে যায়নি, কি আশ্চর্য!'

স্ত্রীর দিকে এক পলক তাকিয়ে থেকে বিভাস চোখ ফিরিয়ে নিল।

আকাশের চাঁদ মেঘের মধ্যে বেশ কিছুক্ষণ ধরে আটকে রইল। মেঘের আড়ালে তার ক্ষীণ আভাস দেখা যাচ্ছে। বিভাসের মনে হোল ওটাও একটা সীসার তালার মত।

উমা ঘরে এসে নতুন কেনা শাড়িখানা ছেড়ে ফেলল। বিভাস চেয়ে চেয়ে স্ত্রীর কাণ্ড দেখতে লাগল, কোনরকম মন্তব্য করল না।

বিছানায় শুয়ে বিভাস স্ত্রীকে আর একবার কাছে টানতে গেল। কিন্তু উমা অনেক দূরে সরে গিয়ে বলল, 'আমাকে ছুঁয়োনা, আমাকে ছুঁয়োনা। তোমার ছোঁয়ায় আমার সর্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে।'

বিভাস বলল, 'উমা, তুমি এত নিষ্ঠুর!'

উমা উঁচু গলায় বলল, 'আমি নিষ্ঠুর! লজ্জা করে না বলতে! নির্লজ্জ লম্পট কোথাকার।'

বিভাস বলল, 'আস্তে উমা, আস্তে কথা বলো—ওঘরে পিসীমা রয়েছেন।'

উমা বলল 'থাকুন। তাঁর যেন জানতে কিছু বাকি আছে। তোমার কেলেঙ্কারির কথা সবাই জানে, সবাই জানবে।'

বিভাস আর কিছু না বলে নিঃশব্দে পাশ ফিরল। আজও অনেক রাত্রে সে স্ত্রীর চাপা কান্না শুনতে পেল। কিন্তু আজ আর তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার কোন চেষ্টা করল না। হৃদয়টা সীসার মত কঠিন আর ভারি হয়ে গেছে।

সকাল বেলায় সাংসারিক কাজকর্ম সারার পর ফের সে ছেলেকে আদর করতে বসল, তাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বলল, 'বাবলু, আজ তোমার জন্যে কি আনব বলতো?'

বাবলু হেসে ছোট ছোট কয়েকটি দাঁত বের ক'রে বলল, 'গালি।'

বিভাস বলল, 'গাড়ি? রেল গাড়ি না মোটর গাড়ি? মোটর গাড়ি? আচ্ছা তাই আনব।'

উমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে ছেলের ওপর হঠাৎ ভারি যত্নবান আর মনোযোগী হয়ে উঠল বিভাস। আশা বাৎসল্য তাকে অন্যমনস্ক করবে, সীসার হৃদয়টাকে গলিয়ে দেবে, সীসার তালাটাকে ভুলিয়ে দেবে বাবলুর কোমল সুন্দর মুখ।

বাৎসল্যের চর্চায় আরো দুদিন কাটল। রুবির ঘরের ঝুলানো তালাটার দিকে সে ফিরেও তাকাল না। সংসারের দু একটা টুকটাক জিনিসের নাম টুকরো কাগজে লিখে উমা ছেলের হাতে দিয়ে বলল, 'বাবলু, তোমার বাবনকে দাও।'

ছেলের হাত থেকে ফর্দটা তুলে নিয়ে পকেটের ময়লা রুমালটা তার হাতে দিয়ে বলল, 'বাবলু, তোমার মাকে এটা বদলে দিতে বলো।'

রুমালটা নাকের কাছে একটু তুলে ধ'রে বাবলু অদ্ভুত মুখভঙ্গি ক'রে বলল, 'ঈঃ গন্ধ!'

উমা হেসে ফেলে বলল 'তোমার বাবার কাণ্ড।'

বিভাস বলল, 'তোমার মা যেন আর কোন রকম কাণ্ড করতে জানেন না। আজকাল একেবারে পুর্ণ অসহযোগ চলছে। রুমালটা পর্যন্ত বদলে দেওয়া হয় না।'

উমা ছোট একখানা সাদা রুমাল বের ক'রে ছেলের হাতে না দিয়ে নিজেই এসে স্বামীর ঝুল পকেটে গুঁজে দিল। বিভাস লক্ষ্য করল রুমালখানা উমার নিজের। রুমাল দিতে গিয়ে একটু ছোঁয়াছুঁয়ি হোল। যেন অনেকদিন পরে স্পর্শ পেল পরস্পরের।

বেরুবার আগে বিভাস নিচু হয়ে বাবলুর গালে চুমো খেল। দাম্পত্য কলহে সন্ধিপত্রের বাহন এই পুত্র, ওর কাছে বিভাস কৃতজ্ঞ। বাবার চুমো খেয়ে বাবলু মার কার কাছে এসে দাঁড়াল, 'মা তুমি দাও।'

উমা বলল, 'শয়তান। একজনের দেওয়ায় বুঝি হয় না।' বলে

ছেলের দুই গালে দুই চুমো খেল উমা। বিভাস যে গালে চুমো খেয়েছিল সেই গালেই আগে ঠোঁট ছোঁয়াল।

শান্ত প্রসন্নচিত্তে অফিসে রওনা হয়ে গেল বিভাস। অনেকদিন বাদে নতুন স্ফূর্তিতে কাজে মন দিল। জমিয়ে রাখা কাজগুলি আজ শেষ ক'রে তবে উঠবে।

টিফিনের আগেই ডেচপ্যাচ ডিপার্টমেণ্টের বেয়ারা এসে একখানা এনভেলপ হাতে দিল বিভাসের। সুন্দর হস্তাক্ষরে ইংরেজীতে তার নিজের নাম লেখা। কোণায় লেখা পার্সনাল।'

এ হাতের লেখা যেন চেনা চেনা। তবু ঠিক সম্পূর্ণ চিনতে সাহস পেল না বিভাস, দুরু দুরু বুকে খামের মুখ ছিঁড়ে ফেলল। ঠিকানা, তারিখ, সম্বোধন বাদ দিয়ে আকস্মিকভাবে চিঠি আরম্ভ হয়েছে, 'আপনাদের সংসারে দিনের পর দিন যে কাণ্ড ঘটছে তাতে আমার আর ও বাড়িতে থাকা সম্ভব নয়, থাকা সঙ্গতও নয়। কয়েকদিন বাদে আমি অন্য জায়গায় উঠে যাব। আপনি আপনার উকিল বন্ধুকে নিষেধ ক'রে দেবেন।'

তারপর একটু ফাঁক দিয়ে অসংলগ্নভাবে আর একটি লাইন আছে।

'আমি শুক্রবার সন্ধ্যা ছ'টার ট্রেণে ফিরব। ইতি রুবি।'

বিভাস তাড়াতাড়ি চিঠিটা বন্ধ করল। কিন্তু শেষ লাইনটি তার মনের মধ্যে বারবার ধ্বনিত হ'তে লাগল 'আমি সন্ধ্যা ছ'টার ট্রেণে ফিরব।'

লাইনটাকে ভুলে যেতে চেষ্টা করল বিভাস, অন্য চিন্তা আর কথার ফাঁকে বারবার চাপা দিতে চাইল। কিন্তু কিছুতেই পেরে উঠল না। দেয়ালে টানানো ক্যালেণ্ডারের দিনটা বারবার চোখে পড়ছে

লাগল। আজই শুক্রবার। ঘড়ির ঘণ্টার কাঁটাটা আস্তে আস্তে কোন এক অমোঘ নিয়মে ছ'টার দিকে এগিয়ে আসতে লাগল। বিভাসের মনে হোল শেষের কথাটিই একমাত্র কথা। চিঠির আর বাকি কথা-গুলি অবান্তর অর্থহীন। শেষ কথাটির জন্যেই চিঠি লিখেছে রুবি। কিন্তু বিভাস যাবে না, কিছুতেই যাবে না। অফিস ছুটির পরেও চেয়ারে শক্ত হয়ে বসে রইল বিভাস। সাড়ে পাঁচটা বাজল, পৌনে ছ'টা বাজল। বিভাস উঠল না, বসে বসে পুরোণ ফাইল ঘাঁটতে লাগল। অফিস প্রায় খালি হবার জো হয়েছে বেয়ারা অনন্ত এসে বলল, 'বাবু আজ উঠবেন না? ছ'টা যে প্রায় বাজতে চলল।'

'এ্যাঁ, ছ'টা বেজে গেছে!' নিজেব হাত ঘড়িব দিকে তাকাল বিভাস। না বাজেনি দেরি আছে এখনো চৌদ্দ মিনিট।

বিভাস তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, 'ফাইলগুলি গুছিয়ে বাখতো অমূল্য, আমাকে এক্ষুনি বেরুতে হবে।'

তাড়াতাড়ি অফিস থেকে বেরিয়ে ট্রামলাইন পার হয়ে ছুটে গিয়ে হাওড়াগামী একটী চলন্ত বাসের হ্যাণ্ডেল আঁকড়ে ধরল বিভাস। আর প্রত্যেকটা স্টপেজে মনে মনে ভাবতে লাগল এখনো নেমে গেলে হয়, এখনো ফিরে যাওয়ার সময় আছে। কিন্তু বিভাস নেমে গেল না, ফিরে যেতে পারল না। উঠে গিয়ে বাসের মধ্যে ভালোভাবে দাঁড়াবার জায়গা ক'রে নিল। মনে মনে ভাবল ও আকর্ষণের সঙ্গে আর কিছুর তুলনা নেই আর কিছুর প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। বাৎসল্যের সঙ্গে নয়, স্ত্রীর ওপর স্নেহ ভালোবাসার সঙ্গে নয়, এ সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয়, একক, অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু নিজের অসহায় বিহ্বলতায় নিজেই বিভাস একসময় হাসল। এত বিমূঢ় হবার কি আছে। হাওড়া স্টেশনে কি তার আর কোন কাজ থাকতে পারে না? অফিসের ছুটির পর

একজন পরিচিত মেয়েকে স্টেশন থেকে তুলে আনবার মধ্যেই বা এমন কি দোষের বস্তু আছে।

স্টেশনে এসে প্লাটফর্মের টিকেট কাটল বিভাস। খবর নিয়ে জানল গাড়ি দশ মিনিট লেট আছে। বিভাস আরো অনেকের সঙ্গে ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়ে প্লাটফর্মে ঢুকে পড়ল। যেন অন্য সকলের আসার সঙ্গে তার আসার কোন পার্থক্য নেই।

একটি থার্ডক্লাস কামরা থেকে বেরুতেই অপেক্ষমান বিভাসের সঙ্গে রুবির চোখাচোখি হয়ে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে তার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'আপনি!' তারপর একটু বাদে বলল, 'আমি জানতুম।'

বিভাসের ইচ্ছা হোল তীব্র প্রতিবাদ করে বলে, 'তুমি যা জেনেছ তা ভুল। তুমি যা ভেবেছ তা ঠিক নয়।'

কিন্তু কথাগুলি মুখ থেকে বেরুল না বিভাসের, কোন মিথ্যে কৈফিয়ৎ হঠাৎ মাথায় এল না। মুহূর্তকাল ব্যর্থ চেষ্টার পর বিভাস মরিয়া হয়ে এগিয়ে গেল, তারপর হাত বাড়িয়ে দিয়ে তীব্র রূঢ় স্বরে বলল, 'এসো, নেমে এসো।'

ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রুবির মুখের হাসি মিলিয়ে গেল, ও ভীত ভঙ্গিতে হাতটা একটু টেনে নিতে যাচ্ছিল কিন্তু বিভাস ততক্ষণে ওর মুঠি চেপে ধরেছে।

আশ্চর্য, রুবির সর্বাঙ্গ আজও একবার শিউরে ওঠে, বুকটা আজও একবার কাঁপে। এমন তো কতবার হয়েছে, তবু মনে হয় এমন আর কোন বারই হয় নি, এই প্রথম, এই প্রথম!

ট্রামে উঠে বিভাস নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবে বলতে চেষ্টা করল, 'তোমার মা কেমন আছেন?'

রুবি বলল, 'ভালো।'

সারাটা পথ আর কেউ কোন কথা বলল না।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছে এসে আজও বিভাস নেমে গেল।

রুবি এবার জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাচ্ছ?'

বিভাস বলল, 'সুনন্দা প্রেসে।'

অনেক রাত্রে বিভাস বাড়ি ফিরলে উমা জিজ্ঞেস করল, 'আজ যে তোমার এত দেরি হোল।'

বিভাস সংক্ষেপে বলল, 'কাজ ছিল।'

উমা বলল, 'জিনিসগুলি এনেছ?'

উমা বলল, 'বাবলু তাব গাড়ির জন্যে অনেকক্ষণ জেগে ছিল, ভালো কথা, রুবি আজ এসেছে জানো?'

বিভাস বলল, 'তাই নাকি!'

উমা অভ্যাসমত বিভাসের জামাটা উল্টিয়ে আলনায় তুলে রাখতে যাচ্ছিল হঠাৎ বুক পকেট থেকে কি একটা কাগজ পড়ে গেল।

উমা বলল, 'এটা কি।'

বলে অত্যন্ত কৌতূহলে চিঠিটা খুলে পড়তে আরম্ভ করল, পড়া শেষ করল, তারপর আবার জিজ্ঞেস করল, 'এটা কি?'

বিভাস বলল, 'দেখতেই তো পাচ্ছ একটা চিঠি।'

সমস্ত সময়টা তার এত বিহ্বলতার মধ্যে কেটেছে যে চিঠিটা সম্বন্ধে সতর্ক হওয়ার কথা পর্যন্ত সে ভুলে গেছে।

উমা বলল, 'হ্যাঁ তা পাচ্ছি বই কি। আরও অনেক কিছুই দেখতে পাচ্ছি।'

চিঠিটা তুলে ফের স্বামীর বুক পকেটেই রেখে দিল উমা। ঝুল পকেটে হাত দিয়ে দেখল তার দেওয়া রুমাল আর ফর্দখানা ঠিক তেমনি আছে।

ভোরে উঠে উমা বলল, 'আমি বাবুলকে নিয়ে উত্তরপাড়া চলে যাচ্ছি। ওবাড়ির মাধব আমাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে। ইচ্ছে করলে আমি একাও যেতে পারি।'

বিভাস বলল, 'বেশ তো, অনেকদিন তো তোমার বাবা মার কাছে থাকো না, দিন কয়েক ঘুরেই এসো না হয়।'

উমা বলল, 'অমনি রাজী। চোখের সামনে থেকে সরে গেলে খুব সুবিধে হয়, না? কিন্তু যা ভেবেছ তা হবে না, আমি এক পা-ও এখান থেকে নড়ব না!'

বিভাস বিরক্ত হয়ে বলল, 'বেশ তো, নড় না।'

উমা বলল, 'নড়বই তো না। আমি শেষ পর্যন্ত যুঝব। আইন আদালত করতে হয় তাও করব। আমি তোমাদের সহজে ছেড়ে দেব ভেবেছ বুঝি?'

বিভাস বলল, 'না তা কেন ছাড়বে?'

উমা বাপের বাড়ি গেল না। দুপুরের পর প্যাড খুলে বাবাকে একটা দীর্ঘ চিঠি লিখতে বসল। ভেবেছিল অনেক কথাই লিখবে, সব কথাই লিখবে। কিন্তু বহু কাটাকুটির পর লিখল মাত্র দু'লাইন।

শ্রীচরণেষু

বাবা, তুমি চিঠি পাওয়া মাত্র চলে আসবে। আমি বিপদে পড়েছি, ভয়ংকর বিপদে পড়েছি।

ইতি

উমা

খামের মুখ আটকে উমা নিজে গিয়ে চিঠি পোস্ট করে এল।

সারা বাড়ি নিস্তব্ধ। বাইরে দুপুরের রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে। পাশের ঘরে পিসীমা বাবলুকে বুকের কাছে নিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছেন। তাঁর

নাক ডাকার মৃদু শব্দ শোনা যাচ্ছে আহা, উমাও যদি অমনি করে ঘুমুতে পারত। আশ্চর্য, পিসীমা কি ঘুমুচ্ছেন, পিসীমা কি করে সব ভুলতে পেরেছেন। প্রথমে নিশ্চয়ই পারেন নি, প্রথমে তাঁকেও উমার মত ঠিক এমনি সারাদিন সারারাত ছটফট করতে হয়েছে। তারপর সব অস্থিরতা থেমেছে। সময়। সময়ে সব থামায়, সময়ে সব ভুলায়। পিসীমার মত সময়ের হাতে আত্ম সমর্পণ করা ছাড়া উমারও কি কোন গতি নেই? না, তা সে পারবে না। পিসীমার মত অমন ভালোমানুষিতা করে কিছুতেই সব সে ছেড়ে আসতে পারবে না! কেন ছাড়বে, তার অধিকার সে কেন ছাড়বে?

কিন্তু ছাড়তে পারবেই বা না কেন, বিভাস তো কত অনায়াসে ছেড়েছে। বিভাস তো কত অনায়াসে ভেঙেছে। সম্পর্ক গড়বার সময় দুজনের দরকার হয় কিন্তু ভাঙবার সময় একজনই যথেষ্ট। সেই ভাঙা জিনিসকে বুকের মধ্যে আঁকড়ে ধরবার জন্যে কেন উমার এই কাঙালপণা। বিভাস যেমন ছেড়েছে সেও কি তেমনি ওকে ছেড়ে দিতে পারে না? বিভাস যেমন ভেঙেছে সেও কি তেমনি দুপায়ে সব গুঁড়িয়ে দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে না? নিশ্চয়ই পারে, নিশ্চয়ই পারে। লেখাপড়া সেও তো কিছু শিখেছে। পিসীমার মত তাকে পরমুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে না। স্বাধীন ভাবে নিজের খরচ সে নিজে চালিয়ে থাকতে পারবে। এমন তো আজকাল কত মেয়ে থাকে। তারপর প্রেম? বিভাস যেমন অন্য মেয়ের প্রেমে পড়েছে উমাও তেমনি অন্য কোন ছেলের প্রেমে পড়তে পারে। হোলই বা একটি সন্তান। এখনো তার চেহারা খারাপ হয় নি। বিভাসের কাছে সে পুরাণ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু অন্য যে কোন যুবকের পক্ষে সে নতুন, সে রহস্যময়ী।

ফের প্যাডটা টেনে নিল উমা। রুবি যেমন বিভাসকে চিঠি

লিখেছে সেও তেমনি অন্য পুরুষকে লিখবে। তাকে প্রেম নিবেদন করবে?

প্যাডের পাতা খুলে কলম তুলে নিল উমা। কিন্তু কাকে? কাকে লিখবে? দু একজন কৈশোর সঙ্গীর নাম মনে পড়ল, দাদার দু'একজন বন্ধুর মুখ মনে পড়ল। বিয়ের আগে তাদের এক আধটু ভীরু অনুরাগের নিদর্শন চোখের সামনে ভেসে উঠল উমার। কিন্তু তাদের কাউকেই চিঠি লেখা চলে না, তখন হয়তো চলত কিন্তু এখন আর তা সম্ভব নয়। এখন বড জোর চিঠিতে কুশল প্রশ্ন করা চলে, তাদের বউছেলের কথা জিজ্ঞেস করা চলে, এ ছাড়া অন্য কিছু লিখলে তারা ভাববে উমা পাগল হয়ে গেছে। তা ছাড়া লিখতে না লিখতে উমার নিজেরই হাসি পাবে যে। না কেউ নেই, তার হৃদয় নিবেদনের জন্যে আর কোন দ্বিতীয় পুরুষ নেই দুনিয়ায়। বিভাস সরে গেলে সব সরে যাবে। বিভাসকে সে ছাড়বে না, কিছুতেই ছাড়তে পারবে না। কিন্তু পারা উচিত ছিল। অবিশ্বাসী ব্যাভি-চারী স্বামীকে তার ছাড়তে পারা উচিত ছিল যে! আশ্চর্য, তবু কেন পাবে না। উমার সমস্ত হৃদয়টা যন্ত্রণায় মোচড দিয়ে উঠল। যে পরিত্যজ্য, তাকে কেন সে ত্যাগ কবতে পারে না। যে ভালো বাসাব অযোগ্য তাকেও কেন ভালোবাসতে হয়!

অফিসে টিফিন রুমের নির্জন কোণে চায়ের কাপ সামনে নিয়ে বিভাসও ঠিক এই কথাই ভাবছিল, যে ভালোবাসার অযোগ্য তাকেও কেন ভালোবাসতে হয়। যুক্তি দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে কোনদিক থেকেই তো রুবির যোগ্যতাকে সে স্বীকার করে না। তবু বিভাসের মনের মধ্যে এতখানি স্বীকৃতি সে কী করে পেয়ে বসল। ওর সঙ্গে বিভাসের রুচির মিল নেই, রীতির মিল নেই, জীবনাদর্শের মিল নেই।

ওর উচ্ছৃঙ্খল জীবনের অনেক কাহিনীই তো বিভাস শুনেছে, আরো অনেক অনুক্ত কাহিনীর কথা সে অনুমান ক'রে নিয়েছে। ওকে একমুহূর্তের জন্যেও বিশ্বাস করা যায় না। তবু বিশ্বাস না করে পারা যায় না কেন? দেখা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভাস ওর সব গ্লানি সব পঙ্কিলতা ভুলে যায় কি করে? নিজের দায়িত্ব, কর্তব্য, স্ত্রীপুত্র পরিজনের সংসারে নিজের বিশেষ একটি মর্যাদাময় স্থান সব বিভাসের ভেসে যায় কিসে? এই দুর্বার খরস্রোতের উৎস কোথায়? সে কি বিভাসের নিজের মধ্যে না রুবির মধ্যে? নাকি দুজনের রক্তেই তার অস্তিত্ব? সেই যুক্তধারার প্লাবনেই কি সব ডুবে যায়, সব ভেসে যায়? কিন্তু ভেসে যেতে তো দিতে পারে না বিভাস। না, কিছুতেই না। তাকে শক্তভাবে দৃঢ় পায়ে মাটি আঁকড়ে থাকতে হবে। আত্মরক্ষা করতে হবে তাকে।

রুবি তাকে কি দিতে পাবে? রুবির কাছে সে চায়ই বা কি? এমন কি বস্তু সে পেতে পাবে যা উমার কাছে পায়নি যা উমা তাকে দেয়নি? বরং উমা যা দিয়েছে তার অনেক কিছুই রুবি দিতে পারবে না। সেবাশুশ্রূষায় বিশ্বাসে নির্ভরতায় উমার সঙ্গে রুবির তুলনাই হয় না। এমন কি আছে রুবিব মধ্যে, কোন অনাস্বাদিত পরম-বস্তু আছে, যার জন্যে বিভাসের মন এমন তৃষিত হয়ে উঠেছে? এক বাকচাতুর্য ছাড়া আর কি আছে ওর মধ্যে? বিভাস কি শুধু তাহলে এক বাগ্মীকে ভালোবাসে? শুধু কি ওর কথা শুনতে যায়? শুধু শিল্প সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা ছাড়া কি ওর সান্নিধ্য লাভের আর কোন উদ্দেশ্যই বিভাসের নেই। কিন্তু এও তো নিজের মনকে আঁখি ঠারা। শুধু মুখের কথা শুনতেই যে ভালো লাগে তাতো নয়, মুখ দেখতেও যে ভালো লাগে। একথা তো নিজের কাছে আর অস্বীকার করার জো নেই। তাহ'লে এ আকর্ষণ শুধু দেহের? এই বন্ধুত্ব বহু-

কামিতা ছাড়া আর কিছুই নয়? একথা স্বীকার করতে বড় লজ্জা, বড় অগৌরব। না, বিভাস তা স্বীকার করতে পারবে না, বিভাস দেহের অন্যায় দাবীকে কিছুতেই মেনে নিতে পারবে না। সে আর পাঁচজনের মত নয়।

অফিসের সাদা ইউনিফর্ম পরা অনন্ত এসে দাঁড়াল, 'বিভাসবাবু আপনার ফোন এসেছে। একটি মহিলা ডাকছেন আপনাকে।'

বিভাস বলল, 'বলে দাও আমি নেই।'

অনন্ত হাসি গোপন করে বলল, 'নেই বলতে হবে! আচ্ছা তাই বলে দিচ্ছি।'

ওকে ফিরে ডাকতে না ডাকতেই অনন্ত চলে গেল। বিভাস মনে মনে ভাবল, ছি ছি ছি একি করল সে! অনন্ত কি মনে করবে! তার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল! চাকর বেয়ারার সামনেও মাথা সে ঠিক রাখতে পারে না! তাছাড়া রুবির যদি সত্যিই কোন দরকার পড়ে থাকে, যদি কোন অসুবিধায় পড়ে থাকে সে বলা তো যায় না।

সীটে ফিরে যাওয়ার আগে বিভাস ফোনের রিসিভারটা তুলে ধরে রুবিদের অফিসের নম্বর চাইল।

রুবির গলা শোনা গেল, 'একটু আগে আমি ফোন করেছিলাম।'

বিভাস বলল, 'তা জানি।'

রুবি বলল, 'জানো? আশ্চর্য! ওরা যে বলে দিলে তুমি নেই।'

বিভাস বলল, 'তখন ছিলাম না, এখন আছি।'

রুবি বলল, 'ভারি অদ্ভুত কথা তো, তুমি কি ক্ষণে ক্ষণে এমনি উধাও হও নাকি? এই বুঝি ক্ষণজন্মা পুরুষের লক্ষণ?'

বিভাস বলল, 'বোধ হয়, ফোন করেছিলে কেন?'

রুবি বলল, 'একটি খবর আছে। কোর্টের সমন পেয়েছি। শিগগির এবার সুধাংশুবাবুকে বল, যেমন করেই হোক কেসটা

মিটিয়ে দিন। আমি যে কোন মুহূর্তে ঘর ছেড়ে দিতে রাজী আছি।'

বিভাস বলল, 'উঁহু, তা হবে না। তোমাকে লড়তেই হবে।' বলে বিভাস ফোন ছেড়ে দিল।

ছুটির পর ফের এসে বিভাসের সঙ্গে দেখা করল রুবি। সেই পর্দা ঘেরা চায়ের কেবিনে নিয়ে গিয়ে বলল, 'এ তুমি কি পাগলামি শুরু করলে বলতো।'

বিভাস বলল, 'কেন, তোমার ভয় কিসের ?'

রুবি বলল, 'ভয়ের কথা নয়, ভয় আমি কাউকেই করিনে। কিন্তু ওই তুচ্ছ দু'খানা ঘরের জন্যে অত খরচ অত হাঙ্গামা করতে যাব কেন?'

বিভাস বলল, 'শুধু দু'খানা ঘরের জন্যেই তো নয়। তোমাব নিজের মর্যাদা বাঁচাবার জন্যে এই মামলা করা দরকার। শ্রীবিলাসবাবু যে অভিযোগ তোমার নামে এনেছেন তা অত্যন্ত অসম্মানকর, তাকে কিছুতেই স্বীকার ক'রে নেওয়া যায় না—সেকথা ভুলে যাচ্ছ কেন ?'

রুবি বলল, 'ভুলিনি। কিন্তু কোর্টে কি মর্যাদা বাঁচবে ?'

বিভাস বলল, 'নিশ্চয়ই বাঁচবে। যাতে বাঁচে তার জন্যে সব রকম চেষ্টা করতে হবে।'

'কিন্তু যদি—' বলেই রুবি থেমে গেল। বলতে যাচ্ছিল যদি 'কেঁচ' খুঁড়তে সাপ বের হয়—কিন্তু কথাটা বলতে নিজেরই যেন কোথায় বাঁধল। নিজেকেও নিজে অতখানি অপমান করা যায় না।

বিভাস বলল, 'এর মধ্যে কিন্তুও নেই, যদিও নেই। কেস যখন উঠেছে চালাতেই হবে। কেস আমরা জিতবই। তার জন্যে কিছুদিন তোমাকে চালচলন সম্বন্ধে সাবধান হতে হবে। আর তোমার বাবা কি দাদা বৌদিকে লিখে দাও এখানে এসে তাঁরা থাকবেন।'

রুবি একটু হাসল, 'তা না হয় হোল। চালচলনও শোধরালুম, দাদা বৌদিও না হয় এসে রইলেন। কিন্তু তুমি যদি এব্যাপারে অত খোলা-খুলি ভাবে জড়াতে যাও তোমার নামেও তো কলঙ্ক রটতে পারে।'

বিভাস বলল 'তা রটলই বা।'

রুবি বলল, 'তা রটতে দিয়ে কি লাভ। তুমি শুধু জড়াবার কলঙ্কটাই চাও আসলে জড়াতে চাও না।' বলে চোখ নামিয়ে নিল রুবি। একটু যেন করুণ হতাশার সুর বাজল ওর গলায়।

বয় প্লেটে করে খাবার দিয়ে গেল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কেউ তাতে হাত দিল না।

একটু বাদে বিভাস বলল, 'আসলে জড়াবার মানে কি।'

মুহূর্তের জন্যে রুবির মুখটা আরক্ত হয়ে উঠল, 'মানে আমি জানিনে।'

কিন্তু পরক্ষণেই কাটলেটের একটা টুকরো কেটে কাঁটায় বিঁধে মুখে তুলতে তুলতে রুবি অনুচ্চ কিন্তু তীব্র উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'জানব না কেন, জড়াবার মানে তুমিও জানো আমিও জানি। কিন্তু জেনেও তুমি না জানার ভাণ করছ। এগিয়েও এগুতে সাহস পাচ্ছ না। হ্যাঁ, একে তুমি শুচিতা বলতে পার সাধুতা বলতে পার কিন্তু আমি বলব স'হসের অভাব।'

বিভাস রুবির কথার পুনরাবৃত্তি করল, 'সাহসের অভাব!'

রুবি বলল, 'নিশ্চয়ই, তা ছাড়া কি। নানারকম ভয়েই তুমি এগুতে পারছ না।'

বিভাস বলল, 'তাই নাকি! দু'চার .রকমের ভয়ের বিবরণ শুনি তোমার মুখ থেকে।'

রুবি বলল, 'আমার মুখ থেকে এসব কথা শুনতে তোমার খারাপ লাগবে। কারণ মেয়েরা এসব কথা বলে না। কিন্তু আমার মুখে

কিছু আটকায় না সে কথা তুমি জানো। আমি সব বলতে পারি।'

বিভাস একটু হাসতে চেষ্টা করল, 'বেশ তো বল না।'

রুবি বলল, 'বলবই তো। তোমার একনম্বর ভয় আরো বেশিদূর এগুলে তোমার দায়িত্ব বাড়বে। হয়তো তোমার কাছে শাড়ি গয়না, বাড়ি গাড়ি দাবী করে বসব।'

বিভাস বলল, 'বিচিত্র কি। তাও তো করতে পার।'

রুবি বলল, 'না, সে সব আমরা লোক বুঝে করি।'

বিভাস বলল, 'যাক একটি ভয় সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। আমার দোসরা নম্বর ভয়ের কারণটা কি বলে তোমার মনে হয়।'

রুবি বলল, 'সেটি তোমার অর্থহীন আধ্যাত্মিকতা। তোমার হাস্যকর বিদেহবাদ।'

বিভাস বলল, 'হাস্যকর!'

রুবি বলল, 'হাস্যকব বই কি। তুমি ভেবেছ তুমি বুঝি দেহকে বাদ দিয়ে চলতে পারছ, মোটেই নয়। তোমাব চোখ মুখের ভাব তো তুমি নিজে দেখতে পাচ্ছ না, আমি পাচ্ছি। আমি পুরুষের চোখ দেখলেই টের পাই। যাদের চক্ষুলজ্জা বেশি তারা শুধু চোখ দিয়েই ভোগ করে। তুমি সেই জাতের লাজুক।'

এই নির্লজ্জা উপযাচিকা মেয়েটির কথায় মুহূর্তকাল স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল বিভাস। অপমানে মুখ তার কালো হয়ে গেল। বিতৃষ্ণায় ভরে উঠল মন। অত্যন্ত অপ্রিয়ভাষিণী, অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাষিণী রুবি। কিন্তু কথাগুলি যে একেবারে অসত্য একথাই বা বিভাস বলতে পারে কই? তবু যে কষ্টে নিজেকে সে সংযত করে রাখছে তার কি কোন মূল্য নেই? এই সংযম কি একান্তই অর্থহীন!

রুবি বলতে লাগল, 'দেহকে কেউ বাদ দিতে পারে না, তুমিও

পারছ না। পারছ যে না তা পদে পদে ধরা পড়ছে। যেটুকু পার্থক্য আছে সেটুকু শুধু ডিগ্রীর পার্থক্য। তাকে প্রকার ভেদ বলা যায় না। এই যে তুমি আমার কথা শুনছ, আমার সঙ্গে কথা বলছ, আমরা দুজনে মুখোমুখি বসে আছি এও তো দেহজ সুখ।'

বিভাস বলল, 'তবু কি কোন পার্থক্য নেই?'

রুবি বলল, 'যেটুকু আছে আমি তার কোন দাম দিই নে।'

বিল নিয়ে বয় এসে ঘরে ঢুকল। বিভাস পকেটে হাত দিচ্ছিল, রুবি তাকে বাধা দিয়ে হেসে বলল, 'থাক, চায়ের দামটা আমি মাঝে মাঝে দিই।'

বিভাস বলল, 'দাও, আমার জবাব তোমাকে আমি পরে দেব।'

উমার বাবা রাজমোহন বাবু কোর্ট ফেরৎ বিকেলে এসে হাজির হলেন। সবাইকে শারীরিক সুস্থ দেখে নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে বললেন, 'যাক, তাহলে ভালোই আছিস সবাই। বিভাস কোথায়, অফিস থেকে ফেরেনি বুঝি?'

উমা বলল, 'না।'

রাজমোহনবাবু বললেন, 'কিন্তু তুই কি সাংঘাতিক মেয়ে বাপু, অনর্থক অমন ধরণের চিঠি কেউ লেখে? চিঠি পেয়ে তোর মা'তো ভেবেই অস্থির। তবে কি বিভাসের কোন শক্ত অসুখ-বিসুখ হোল?'

উমা মুখ নিচু করে বলল, 'শক্ত অসুখই হয়েছে বাবা।'

রাজমোহন বাবু বললেন, 'তার মানে?'

উমা একটুকাল চুপ করে রইল। এসব কথা সহজে বলা যায় না। এমন যে আপনজন বাবা তার কাছেও নয়। তাতে কোথায় যেন আত্মমর্যাদায় ঘা লাগে। নিজের নারীত্ব ছোট হয়ে যায়। কিন্তু তবু

উমাকে বলতেই হবে। স্বামীর পর পুত্র কিন্তু স্বামীর আগে বাবা। বাবার কাছে উমা কিছুই লুকোবে না।

আস্তে আস্তে অল্প অল্প ক'রে সবই উমা খুলে বলল। তারপর বলল, 'তুমি ওকে শাসন কর বাবা। ও যে ক্রমেই সব বিচার বিবেচনা ভয় আর শাসনের বাইরে চলে যাচ্ছে।'

রাজমোহন বাবু আলুর দমে লুচির টুকরো ভিজিয়ে মুখে দিতে দিতে সস্নেহে মেয়েকে আশ্বাস দিলেন, 'দূর পাগলি। তা কি কখনো হয়, বিভাসের মত ছেলে কি এমন কাজ করতে পারে?'

কিন্তু মনে মনে মেয়ের অনেক কথাই তিনি বিশ্বাস করলেন। অসম্ভব নয়, অসম্ভব নয়। মানুষ নষ্ট মেলে খাটাল নষ্ট তেলে। সংসর্গে কি না করে। তাছাড়া তাঁর মনে পড়ল তাঁদের বারের পরিতোষ একদিন এমন একটা কথা বলেছিল বটে, 'আরে রাজমোহন দা! তোমার জামাইকে সেদিন দেখলাম একটা আধা ফিরিঙ্গী মেয়ের সঙ্গে হাওয়া খেতে? ব্যাপার কি বল তো?' কিন্তু রাজমোহন সেদিন পরিতোষের কথা কানে তোলেন নি। পরিচিত স্বজন বন্ধুর বিরুদ্ধে এ ধরণের বাজে কথা রটাবার অভ্যাস আছে পরিতোষ ভদ্রের। কি আর করবে। বার লাইব্রেরীতে বসে বসে খবরের কাগজ পড়ে আর ঘুমোয়। বছরে একটি কি দুটির বেশি মক্কেল জোটে না। ঘুরে ঘুরে বেড়ায় আর খোসগল্প জমাবার জন্যে উড়ো খবর জুটিয়ে আনে। কিন্তু এখন মেয়ের কথা শুনে রাজমোহন খানিকটা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। পরিতোষ তো তাহলে নেহাৎ মিথ্যে বলেনি। ওর আর্গুমেণ্ট যতটা বাজে খবর তো ততটা নয়।

উমা বলল, 'যেমন ক'রে পার রুবিকে তুলে দিতেই হবে। বাড়িওয়ালা ওর নামে নালিশ করেছেন। তুমি যদি তাঁকে সাহায্য কর—'

রাজমোহন বাবু বললেন, 'সে আর এমন বেশি কথা কি। তুই কিছু ভাবিসনে। কিন্তু তোকে একটা কথা বলি। তুই এই উগ্রচণ্ডী মূর্তিটা ছাড়ত। বেশ লক্ষ্মীর মত বিভাসের সেবা যত্ন কর, যা ভালোবাসে তাই করে টরে দে। দেখবি সব শুধরে যাবে। তোয়াজ পেলে সবাই খুসি হয়।'

উমা বলল, 'তুমি কি বলছ বাবা! সে দোষ করছে জেনেও আমি তোয়াজ করব? আমি তোমার মেয়ে বাবা, তোমার ঠাকুরমা নই। সেকেলে সতী সাধ্বীর আদর্শ আমাকে শেখাতে এসো না। দেখি দু'চার দিন আরো চেষ্টা ক'রে, ফেরে তো ভালো। নইলে আমিও আমার পথ দেখব।'

রাজমোহন বাবু মেয়ের পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, 'আরে পাগলি, সবুর সবুর, অত অধীর হসনে। সব সময় চড়া মেজাজে কোন কাজ হয় না। তাছাড়া স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এক সময় যদি কোন একজনের দোষ ত্রুটি হয়ই, তা ঢাকতে হয় ক্ষমা করতে হয়। তবে তো শোধরায়। নইলে তো মুহূর্তে মুহূর্তে ঘর ভেঙে পড়ে।'

উমা বলল, 'পড়ে তো পড়ুক বাবা, অমি কিছুতেই এ জিনিস সইতে পারব না।'

রাজমোহন বাবু বিভাসের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। রাত আটটায় ফিরে এল বিভাস। শ্বশুরকে দেখে বলল, 'এই যে, অনেক দিন পরে এলেন। সব ভালো?'

রাজমোহন বাবু বললেন, 'ভালো আর তোমরা থাকতে দিচ্ছ কই বাপু।'

বিভাস বলল, 'তার মানে?'

উমা সামনে থেকে অন্য একটি কাজের অছিলায় সরে গেল।

রাজমোহন বাবু ধীরে ধীরে আরম্ভ করলেন, 'স্বামী স্ত্রীর মধ্যে

কারো কারো অবশ্য একটু বেশি সন্দেহ বাতিক থাকে। কিন্তু স্বামীর বাতিক থাকলে স্ত্রীর উচিৎ সে বাতিক কাটিয়ে দেওয়া। আবার স্ত্রীব বাতিক থাকলে স্বামীরও তা শুধরে নেওয়া উচিৎ। যাতে বাতিকটি না বাড়ে সেই ভাবে চলতে হয়। সেইটাই বুদ্ধিমানেব কাজ। কারণ বাতিকে যে ভোগে সেও কষ্ট পায়, যাকে ভোগায় তারও দুঃখের অবধি থাকে না। কি বলুন বেয়ান ?'

একটু দূরে স্বরবালা বসে বসে স্বপুরি কাটছিলেন। তাঁকে সাক্ষী মানলেন রাজমোহন।

স্বরবালা ঘাড নেড়ে বললেন, 'তাতো ঠিকই।'

বাজমোহন বললেন, 'তুমি ভালো করে বিষয়টা বুঝে দেখ বিভাস।'

বিভাস অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে বলল, 'আমি বুঝেছি। এসব আলোচনা আমার সঙ্গে আপনি কববেন না। আপনাব মেয়ের সঙ্গে যা করেছেন তাই যথেষ্ট।'

রাজমোহন বাবু ভিতরে ভিতবে চটলেন কিন্তু আগেব মতই শান্ত ভাবে বললেন, 'যথেষ্ট হলে কি আর তোমাকে এসব কথা বলছি বাপু। মেজাজ গরম ক'রে তো লাভ নেই। বুদ্ধিমানের মত কাজ করতে হয়। যখন পাঁচজনে পাঁচ কথা বলতে স্বরু কবেছে, ও মেয়েটির সঙ্গে আব মেলামেশা কোরো না। আব যা সব শুনছি তাতে ওকে এখান থেকে তুলে দেওয়াই তো উচিৎ।'

বিভাস বলল, 'অসম্ভব। তুলে দিতে কেউ পাববে না।'

বাজমোহন বাবু বললেন, 'আচ্ছা পাবে কি না পারে আমি দেখব। তুমি আর এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ো না, বরং এক কাজ কবো। দেওঘরে আমার মক্কেল স্বধন্য সা'র বাড়ি খালি পড়ে আছে। উমাকে নিয়ে তুমি অন্তত দিন পনেরর জন্যে সেখান থেকে ঘুবে এসো গিয়ে। হাওয়া বদলানো মাঝে মাঝে দরকার। শরীর মন দুইই তাতে ভালো হয়।'

বিভাস বলল, 'আমার শরীর মন ভালোই আছে। উমার দরকার থাকে তো তার হাওয়া-বদলের আপনি ব্যবস্থা করুন।'

রাজমোহন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আচ্ছা দেখি কি ব্যবস্থা করা যায়। মাথার ওপর তোমার যখন কোন পুরুষ অভিভাবক নেই, তখন ব্যবস্থা-ট্যবস্থা কিছু একটা আমাদেরই করতে হবে বই কি। তুমি চাইলেও করব, না চাইলেও করব।'

বিভাস আর কোন কথা না বলে নিঃশব্দে শ্বশুরকে খানিকটা দূর এগিয়ে দিয়ে এল।

রাজমোহন বাবু বিদায় নেওয়ার সময় আর একবার জামাইকে উপদেশ দিলেন, 'বুদ্ধিমানের মত কাজ কোরো বিভাস। মানুষের অনেক সময় ভুলভ্রান্তি হয়। জীবনে অনেক রকম অনেক মিথ্যা মোহ এসে পথ আটকায়। কিন্তু বুদ্ধি দিয়ে পথ কেটে কেটে যেতে হয়। কি বল, ঠিক কিনা।'

বিভাস নিঃশব্দে মাথা নাড়ল।

কিন্তু রাত্রে স্ত্রীর কাছে কৈফিয়ৎ দাবী করল বিভাস, 'তুমি বুঝি তোমার বাবাকে ওসব কথা বলেছ? তুমি নিজের সম্মানও নষ্ট করছ, আমার সম্মানও রাখছ না।'

উমা বলল, 'মিথ্যে সম্মানের কোন দাম আমার কাছে নেই, বিপদে আপদে পড়লে সবাই আত্মীয় স্বজনের সাহায্য নেয়, আমিও বিপদে পড়েছি। বাবা ছাড়া আমার আর কে আছে।'

বিভাস বলল, 'বেশ দেখা যাক তোমার বাবা কি ভাবে তোমাকে উদ্ধার করেন।'

উমা তীব্রস্বরে বলল, 'আমাকে উদ্ধার না করতে পারেন, কিন্তু বেশি বাড়াবাড়ি করলে তোমাকে জেলে দিয়ে তবে ছাড়বেন।'

বিভাস শুধু বলতে পারল 'বেশ তো।'

একই বিছানায় খানিকটা ব্যবধান রেখে দুজনে পাশাপাশি শুয়ে আছে। অন্ধকার ঘর। ইচ্ছা করলে এই ব্যবধানটুকু যে কোন মুহূর্তে ভেঙে দেওয়া যায়। হাত বাড়িয়ে স্ত্রীকে কাছে টেনে নিতে পারে বিভাস কিংবা উমা নিজে থেকেও এগিয়ে আসতে পারে। কিন্তু কেউ এগুলো না। যে যার জায়গায় স্থির হয়ে রইল। এই ব্যবধানটুকু ক্রমেই যেন দুস্তর দুরতিক্রম্য হয়ে উঠছে। তা পার হবার কারোরই সাধ্য নেই।

একটুকাল চুপ ক'রে থেকে বিভাস বলল, 'উমা তোমাকে একটা কথা বলি শোন।

উমা বলল, 'বল।'

বিভাস বলল, 'আমাব মনে হয় তোমার আমার মধ্যে ভালো-বাসার সম্পর্ক আর নেই। তুমি আমাকে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছ না, ভালো বাসতেও পারছ না। তোমার মনে আমার সম্বন্ধে শ্রদ্ধা-প্রীতি কিছুই আর অবশিষ্ট নেই, যা আছে তা শুধু অধিকারবোধ। কিন্তু একতরফা এই অধিকার আইনের কাছে থাকলেও হৃদয়ের কাছে এর কোন মূল্য নেই। স্বত্ব নিয়ে মিথ্যে টানাটানির মধ্যে শুধু বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছু নেই। বুঝেছ?'

উমা নীরস স্বরে বলল, 'বুঝেছি।'

বিভাস বললে, 'তাহলে এসো আমরা ভেবে দেখি কি করা যায়।'

উমা বলল, 'তুমি কি করবে তাই তুমি ভেবে ঠিক কর। আমার ভাবনা তোমাকে আর ভাবতে হবে না।'

হঠাৎ বিভাস স্ত্রীকে কাছে টেনে নিয়ে এসে কোমল স্বরে ডাকল, 'উমা।'

কিন্তু উমা এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'তুমি ছেড়ে দাও আমাকে। তোমার এই আদর আমার সহ্য হয় না।

আজকাল তোমার নিষ্ঠুরতা আমি সইতে পারি, তুমি শত্রুতা কর তা সইতে পারি কিন্তু তোমার এই শুকনো আদর সহ্য করা আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব।'

বিভাস্ বলল, 'উমা!'

উমা বলল, 'আমাকে বলতে দাও। তাছাড়া তোমার এই আদর তো আমি পাইনে, আমার দেহের ভিতর দিয়ে তুমি সারাদিন যার কথা ভাব, তুমি সারা দিন যার সঙ্গে থাক সে পায়। আমাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে রেখে তুমি রুবির সঙ্গে কথা বলছিলে।'

বিভাস বলল, 'কি যা তা বলছ!'

উমা বলল, 'যা তা নয়, সত্যি। প্রথমে আমি চমকে উঠলাম। তারপরে মনে হোল স্বপ্ন। তুমি স্বপ্ন দেখছ। কিন্তু ফের মনে হোল এ বোধ হয় সত্যি সত্যি স্বপ্ন নয়, স্বপ্নের ভাণ। তুমি তো আজকাল ভাণ করতেও শিখেছ। আমি আবার চমকে উঠলাম। তুমি তাহ'লে তার কথাই ভাবছ। তুমি তাহলে আমার মধ্যে তাকেই কল্পনা ক'রে নিচ্ছ। এ আদর তুমি আমাকে দিচ্ছ না, দিচ্ছ তাকে। তুমি আমার ভিতর দিয়ে তাকে চাচ্ছ, তাকে পাচ্ছ। এর চেয়ে তুমি উঠে তার ঘরে চলে যাও, সরাসরি তাকে ভোগ কর। আমাকে এই মিথ্যে দুর্ভোগ থেকে বাঁচাও। আমি যে আর পারছিনে।'

স্বামীর বুকে মুখ রেখে হঠাৎ কেঁদে উঠল উমা। বিভাস আস্তে আস্তে স্ত্রীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। যেন কোন রোগিনীকে শুশ্রূষা করছে। স্ত্রীর জন্যে সে সহানুভূতি অনুভব করল, অনুকম্পায় মন ভরে উঠল, কিন্তু অন্তরের গভীর মূলদেশে কিসের এক উৎস যেন শুকিয়ে গেছে। সে শুষ্কতা অশ্রুতে ভেজে বটে কিন্তু যাতে প্লাবিত হয় সে রস আলাদা।

দিন কয়েক ফের রুবির সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ কথাবার্তা বন্ধ করল বিভাস।

কিন্তু বেশি দিন তা চলল না। মামলার ব্যাপারে সুধাংশু তাকে ডেকে পাঠাতে লাগল। বিভাসের মনে হোল এ সময় রুবিকে ছেড়ে গেলে অকর্তব্য হবে। কারণ রুবি তার ভরসায় তার পরামর্শেই কেস চালাচ্ছে। বিভাসই জোর ক'রে তাকে মিটমাট করতে দেয় নি।

ঘরে বসে নিজের মূর্খতার কথা ভাবছিল রুবি। এই ঘরের জন্যে মামলা চালান বোকামি ছাড়া আর কি। এসব হাঙ্গামায় তার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। এখনও কিছুমাত্র ইচ্ছা নেই। অথচ তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কে যেন তাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। এমন তো কোন দিন হয় নি। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ তাকে কোন কাজ করিয়ে নিতে পারে নি। তবে কেন এমন হচ্ছে? তার ইচ্ছার ওপর জোর খাটাচ্ছে কে? সে কি ওই দুর্বল ভীরু আদর্শবাদের বাতিকগ্রস্ত বিভাস? স্বীকার করতে ইচ্ছা করে না, স্বীকার করতে ইচ্ছা করে না। আশ্চর্য, তবু সে জড়াচ্ছে। কিছুতেই যেন এখান থেকে উঠে যেতে পারছে না। বড় ক্লান্তি, বড় ক্লান্তি। রাজ্যের অবসাদ যেন তার সর্বাঙ্গে এসে ভর করেছে। যা ঘটছে ঘটুক, যা হচ্ছে হোক, রুবি আর হাত পা নাড়বে না। নিজে না নড়ে অন্য একজনকে নড়াতে মাঝে মাঝে বেশ লাগে। বিভাস তার জন্য নড়া চড়া করছে। তার স্ত্রীর মতের বিরুদ্ধে, তার শ্বশুরের মতের বিরুদ্ধে, স্বজন বন্ধুদের পরিহাস উপহাস উপেক্ষা ক'রে বিভাস তার পক্ষ নিয়ে লড়ছে। বেশ লাগছে, বেশ লাগছে রুবির। একেই তো বলে একজনের জন্যে আর একজনের পাগল হওয়া। আর একজনের মত্ততা ছাড়া নিজের অস্তিত্বকে যেন ভালো ক'রে টের পাওয়া যায় না। পুরোণ বন্ধুদের সেই মত্ততা গেছে। দিব্যেন্দু

ভালো সরকারী চাকরি পেয়ে দিল্লীতে স্থায়ী হয়ে বসেছে। সুবিমল প্রমথ দত্তের সহকারী হিসেবে নতুন ছবির কনট্রাক্ট পেয়েছে। রুবির একবার খোঁজও করেনি। সব চেয়ে অদ্ভুত আর আশ্চর্য খবর—ডাক্তার দে বিয়ে করেছে। খবরটা প্রথমে তেমন সুস্থভাবে নিতে পারেনি রুবি। কথাটা একটা তীরের মত এসে বিঁধেছিল। বহুক্ষণ পর্যন্ত জ্বলুনি ছিল মনে। ভেবেছিল ডাক্তারের বউয়ের কাছে গিয়ে একবার নিজের পরিচয়টা দিয়ে আসে। কিন্তু যাওয়ার সময় কিসের যেন একটা সংকোচ রুবি বোধ করেছে। ডাক্তার তো একবার নিমন্ত্রণও করেনি। এতদিনের পরিচয় আর ঘনিষ্ঠতাকে একটুও স্বীকৃতি দেয় নি। পাছে তার বিবাহিত জীবনে রুবি কোন ছায়া ফেলে। পুরুষ এমন সুবিধাবাদীই বটে। তবু পুরুষকে ছাড়া রুবির চলে না। তবু একজন না একজনের সান্নিধ্য রুবির চাইই। মনের একি কাঙালপনা। না মন বলে রুবি কিছু মানে না। সবই অভ্যাস, দেহের অভ্যাস। কিন্তু অভ্যস্ততার একি বিড়ম্বনা। কি করলে এই অভ্যাসের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়? কি করলে এই নিঃসঙ্গতা থেকে রক্ষা মেলে? ঘরের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে দেখল রুবি। র‍্যাকের বইগুলি এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে। ড্রেসিং টেবিলটা অগোছালো। একটা চায়ের কাপের মধ্যে গোলানো রঙ। রুবি নিজের মুখের জন্যে ব্যবহার করেছিল। একপাশে লণ্ড্রীতে দেওয়ার জন্যে ময়লা শাড়ি সেমিজ বিছানার চাদর আর বালিশের ওয়াড স্তূপীকৃত হয়ে পড়ে রয়েছে। বড় নোংরা হয়ে আছে ঘরখানা, বড় নোংরা। অফিসে বেরুবার আগে নিজেকে মেজে ঘসে সাজিয়ে গুছিয়ে নিতেই রুবির সব সময় চলে যায়। ঘরের দিকে তাকাবার আর সময় থাকে না। কিন্তু আজ চেয়ে দেখল ঘরের দিকে তাকাবার জো নেই। ঝাড়-পোচ

না করায় একেবারেই হতচ্ছাড়া চেহারা হয়েছে ঘর দুখানার। বিছানা থেকে উঠে পড়ল রুবি। কোমরে আঁচল জড়িয়ে ঝাঁটা নিল হাতে।

আধ ঘণ্টাখানেক পরে ঘর দু'খানা বেশ পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠল। একেবারে চেহারা ফিরে গেছে। যেন সম্পূর্ণ নতুন ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়েছে রুবি। ভারি ভালো লাগতে লাগল। শারীরিক শ্রমে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে কপালে। আর এই ঘাম ঝরার সঙ্গে সঙ্গে খানিক আগের সমস্ত অবসাদ আর জড়তা যেন দেহ থেকে সম্পূর্ণ ঝরে পড়েছে। এতক্ষণে ঘরের দিকে তাকিয়ে এবার বেশ তৃপ্তি বোধ করিল রুবি। এ তারই ঘর। তার আর কিছু না থাকুক, আর কোন সঙ্গী না থাকুক, থাকবার এই ঘব আছে। এই ঘরের সঙ্গে সে একাত্ম। এঘর থেকে তাকে কেউ উচ্ছেদ করতে পারবে না। এব জন্যে প্রাণপণে সে লড়বে। এই ঘরের জন্যে সর্বস্ব পণ করবে। বিভাস যা করছে ঠিকই করছে। এই ঘরের সঙ্গে শুধু তার সম্মান নয়, তাব অস্তিত্ব জড়িত। এই ঘরের সঙ্গে সে অঙ্গাঙ্গী। এ ঘর সে ছাড়বে না, কিছুতেই ছাড়বে না। বিভাস বলেছে তেমন করে মামলা চালাতে পারলে ঘর তাকে ছাড়তে হবেও না। উল্টে, মানহানির মোকদ্দমা করা যাবে বাড়িওয়ালার নামে। বিভাস তাকে ভরসা দিয়েছে, বিভাস তার জন্যে চেষ্টা করছে। হঠাৎ বিভাসের ওপর আন্তরিক কৃতজ্ঞতায় ওর মন ভরে উঠল। সেদিন ওসব কড়া কড়া কথা ওকে বলা ঠিক হয়নি। ছি ছি ছি, বিভাস না জানি তাকে কি মনে করেছে। কিন্তু ও যা ভেবেছে, রুবি ওকে যা ভাবতে সুযোগ দিয়েছে আসলে যে তা নয়। কথাগুলি তার দেহতৃষ্ণা নয়, দেহতত্ত্ব। বিভাসকে ডেকে বলতে হবে কথাটা।

নীল রঙের ঢাকনায় মোড়া সেতারটা ঝুলছে দেওয়ালে। কয়েক-

দিন ছোঁয়া হয়নি। আস্তে আস্তে সেতারটা আজ আবার নামিয়ে নিল রুবি। সস্নেহে আঙুল বুলাতে লাগল তারগুলির ওপর। সেতারটা ফের সে যত্ন করে শিখবে। খবর দিতে হবে পুরোণ মাস্টার মশাইকে।

রান্নাঘরে বসে সুরবালা তরকারী কুটে দিচ্ছিলেন, আর রুবির সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন, 'যাক, আজকাল বাড়াবাড়িটা একটু কমেছে।'

উমা বলল, 'কোথায় কমেছে। বাড়াবাড়ি ছাড়া ও আবার থাকতে পারে কবে। এখন বাড়াবাড়ি চলছে সেতার নিয়ে। আবার একজন মাস্টার রাখা হয়েছে। কতই দেখব! দিন নেই, রাত নেই কান ঝালাপালা ক'রে তুলল।'

বাজনাটা মাঝে মাঝে অবশ্য মন্দ লাগেনা সুরবালার। অনেক রাত্রে যখন রুবি বাজায়, ভারি একটা করুণ সুর যেন বাতাসে ভাসতে থাকে। অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম আসে না। সুরবালা কান খাড়া ক'রে থাকেন। মনে হয় এই সুরের সঙ্গে তাঁরও যেন মনের কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। সে কথা যে কি, সে দুঃখ যে কি তা কথায় বলা যায় না, আর একজনের সুরের মধ্যে যেন তার কিছুটা আভাস মেলে।

কিন্তু উমার কাছে রুবির কোন প্রশংসাই আর করবার জো নেই। ওর কথা শুনলেই উমা চটে। অথচ এক সময় কি গভীর ভাবই না ছিল দুজনের মধ্যে। বকাবকি ক'রেও কাছ ছাড়া করা যেত না; আর এখন উমা ওর ঘরে শুদ্ধু পা দেয় না। দেখলে এমন ভাব করে যেন কোন চেনা পরিচয় নেই। এই রকমই হয় বটে। সওয়া যায় না, এ দুঃখ কিছুতেই সওয়া যায় না।

উমার কথায় সায় দিয়ে সুরবালা বললেন, 'যা বলেছ। ওর সব তাতেই বাড়াবাড়ি। যখন যা ধরবে তখন তার একেবারে চূড়ান্ত ক'রে ছাড়বে।'

উমা খুসি হয়ে কি মন্তব্য করতে যাচ্ছিল বিভাসের গলা শোনা গেল, 'পিসীমা, এ ঘরে এসো একবার।'

সুরবালা উঠে এলেন, 'কি রে, কি হোল আবার তোর।'

বিভাস বলল, 'দেখ কে এসেছেন।'

বেঁটে-খাট কালো মোটা-সোটা বছর চল্লিশের এক ভদ্রলোক হেঁট হয়ে সুরবালার পায়ের ধুলো নিলেন, 'আমায় চিনতে পারছেন তো কাকীমা ?'

সুরবালা লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি মাথায় আঁচল টেনে দিয়ে বললেন, 'চিনব না কেন, সোমেশ্বর। ভাসঠাকুর মারা যাওয়ার পর তুমি তো সেবারও একবার এসেছিলে। তারপর খবর কি তোমাদের ? ছেলেপুলে সব ভালো আছে ? বউমার শরীর-টরীর—।'

সোমেশ্বর বলল, 'এই চলে যাচ্ছে এক রকম। অতগুলি লোক বাড়িতে, সবাই তো আর একসঙ্গে ভালো থাকতে পারে না। কারো না কারো অসুখ-বিসুখ থাকবেই। কিন্তু আর কারো জন্যে তো ভাবনা ছিল না। ভাবনা বড় কাকার জন্যে। তাঁকে যে এবার তুলতে পারি—'

বলতে বলতে সোমেশ্বর থেমে গেল।

সুরবালা একটুকাল চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'কেন, কি হয়েছে তাঁর ?'

ছেলেবেলায় দু' একবার দেখা পিসেমশাইর সম্বন্ধে বিভাসের তেমন কোন আগ্রহ আছে বলে মনে হোল না। বিভাস বলল, 'আচ্ছা ধীরে সুস্থে সব শোনা যাবে। উনি তো আছেন এবেলা,—উমাকে বল চা-টা এনে দিক।'

কিন্তু সোমেশ্বর ব্যস্ত হয়ে বলল, 'না না, আমাকে বরিশাল এক্সপ্রেসে আজই রওনা হ'তে হবে। ওষুধ নিতে কলকাতায় এসে-

ছিলাম। আর কাকীমা, আপনিও তৈরী হয়ে নিন। আপনাকেও যেতে হবে। বড় কাকা দেখতে চেয়েছেন আপনাকে।'

সুরবালা বললেন, 'আমি যাব, এ তুমি কি বলছ সোমেশ্বর!'

'ঠিকই বলছি কাকীমা। জীবন ভ'রেই তো মান-অভিমান করলেন। কিন্তু এখন সবই যখন শেষ হ'তে চলেছে, তখন আর—।'

রুদ্ধ কান্না আর অভিমানে সুরবালার গলা আটকে এল, বললেন, 'শেষ যদি হ'তেই চলেছে, শেষ হ'য়ে যাক। সে দৃশ্য দেখতে আমাকে আর টেনে নেওয়া কেন। তোমাদের সুখসম্পদের সময় যখন আমাকে কেউ ডাকোনি, এখন কেন ডাকতে এসেছ! আমি যাব না।'

সোমেশ্বর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, 'আমি তাহ'লে চলি কাকীমা। আমাকে খবর দিতে বলেছিলেন। খবর দিয়ে গেলাম। এখন আপনার কর্তব্য আপনি করবেন। কিন্তু আমার তো মনে হয় গেলেই ভালো করতেন। পরে সকলেরই একটা আফশোষ থেকে যাবে।'

সুরবালা বললেন, 'বস। সব শুনি। অসুখটা কি? স্বাস্থ্য তো ভালোই ছিল আগে।'

চা আর খাবার ক'রে নিয়ে এল উমা। খেতে খেতে সোমেশ্বর তার বড় কাকার অসুখের বিবরণ সব খুলে বলতে লাগল। রোগটা ক্যানসার। ধরা পড়েছে অনেক পরে। কলকাতা থেকে কয়েকবার চিকিৎসাও করিয়ে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখন আর নাড়াচাড়া করা সম্ভব নয়। ডাক্তার নিষেধ করেছেন। বড় কাকারও আর ইচ্ছা নয় কোথাও নড়া। নড়লেই অনর্থক কষ্ট। খুলনা থেকে তিনি আর কোথাও যেতে চান না। কিন্তু দূরের আত্মীয়স্বজন সবাইকে দেখতে চান। সোমেশ্বরকে ডেকে তিনি বললেন, 'সবাইর সঙ্গেই তো দেখা সাক্ষাৎ

হোল—কিন্তু একজন কোন খবরও পেল না, এলও না। তাকে একটা খবর দিতে পারিস্ সোমেশ্বর? একবার শুধু দেখে যাবে, তাকে আমি আটকে রাখব না।' নতুন কাকীমা বললেন, 'যান ভাসুরপো, তাঁকে নিয়ে আসুন গিয়ে। এসময় শত্রুও তো এসে শত্রুকে দেখে যায়। আর আমি বাড়ির ওপর থাকতে তিনি যদি এ বাড়িতে না ওঠেন তাহ'লে ছেলেপুলে নিয়ে আমি না হয় ক'দিন অন্য বাড়ি গিয়ে থাকব, তবু তিনি এসে চোখের দেখাটা দেখে যান।'

সুরবালা চুপ করে রইলেন। তাঁর চোখ দুটো জলে ভরে উঠেছে দেখা গেল। বললেন, 'ঈস কি দরদ! সারা জীবন আগলে রেখে, এখন আমাকে চোখের দেখা দেখাবার জন্যে ডেকে পাঠিয়েছেন! অসীম অনুগ্রহ তাঁর। তুমি চলে যাও সোমেশ্বর, বল গিয়ে কারো দয়া আমি চাইনে। আমার কেউ ছিলও না, আমার কেউ নেইও।'

বিভাস নাওয়া খাওয়া সেরে অফিসের জন্যে তৈরী হ'তে লাগল। সে বেরুতে যাবে সুরবালা তাকে বাধা দিয়ে বললেন, 'আজ আর অফিসে নাই গেলি বিভাস। আমাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আয়।'

বিভাস বলল, 'সেকি পিসীমা, এই না বললে তুমি যাবে না।'

সুরবালা লজ্জিত ভঙ্গিতে বললেন, 'যে অবস্থার কথা শুনলাম তাতে কি না গিয়ে পারা যায় বাবা। আমি একবার দেখেই চলে আসব। চিঠি পেয়েই তুই আমাকে নিয়ে আসিস গিয়ে।'

যাত্রার আয়োজন চলল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সুরবালা তৈরী হয়ে নিলেন। বড় ট্রাঙ্কটা নিলেন না। ছোট একটা বাক্সয় ক'খানা কাপড়-চোপড় গুছিয়ে নিলেন। একটা বোতলে ক'রে নিলেন গঙ্গাজল আর একটা কৌটোয় কালীঘাটের প্রসাদ। উমা তাঁর সাদা পাকাচুলের মধ্যে চওড়া ক'রে সিঁদুর পরিয়ে দিয়ে প্রণাম ক'রে বলল, 'উনি একটু ভালো হলে আবার চলে আসবেন তো পিসীমা?'

সুরবালা বললেন, 'আসব বই কি মা। মা কালীকে ডাক, যেন গিয়ে ভালো দেখি, যেন ভালো হ'য়ে ওঠেন। আর তুমিও খুব সাবধান মত থেকো উমা। মনে কোন অশান্তি এনো না। বিভাসকে যত্ন-টত্ন কোরো। সময়ে সব ঠিক হ'য়ে যাবে।'

রুবিও সেদিন অফিসে যায় নি। দোরের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল। যাওয়ার আগে সুরবালাই তার কাছে এগিয়ে এলেন, বললেন, 'চললুম, সাবধানে থেক।'

একটু আগে যে উপদেশ তিনি উমাকে দিয়েছেন সেই উপদেশই তাঁর মুখ থেকে বেরুল। এই চরম মুহূর্তে অদ্ভুত এক সমত্ববোধ এসেছে মনে।

কি ভেবে রুবি আজ নত হ'য়ে তাঁর পায়ের ধুলো নিল। সুরবালাকে এই তার প্রথম প্রণাম।

সুরবালা আশীর্বাদ ক'রে বললেন, 'তোমার মতিগতি ভালো হোক মা। শান্তি আসুক মনে।'

রুবি বলল, 'গিয়ে একটা খবর দেবেন।'

সুরবালা বললেন, 'দেব বই কি মা। সবাই মিলে ভগবানকে ডাক, যেন খবর দেওয়ার মত অবস্থা গিয়ে পাই।'

বাবলু ভারি কান্নাকাটি করতে লাগল। সেও যাবে ঠাকুরমার সঙ্গে। যাওয়ার সময় তাকেও একটু কোলে নিয়ে আদর করলেন সুরবালা। ছেলের খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে আরও যত্ন নেওয়ার জন্যে বার বার ক'রে উমাকে বলে গেলেন।

সোমেশ্বরের সঙ্গে রিকসায় উঠে বসলেন সুরবালা। বিভাস হেঁটেই চলল পেছনে পেছনে। মোড় থেকে ট্রাম কি বাস একটা ধরবে।

উমার পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রুবি সুরবালার স্বামীগৃহ যাত্রা

চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। অনেকদিন বাদে স্বামীর কথাটা মনে পড়ল রুবির। মৃত্যুশয্যায় পড়লে উৎপলও কি তাকে এমনি করে একদিন ডেকে পাঠাবে? একবার চোখের দেখা দেখবার আকুতি জানাবে? না, তা বোধ হয় আর সে জানাবে না। আর রুবিও তা যেতে পারবে না। জীবনের সব শত্রুতা শুধু কি মৃত্যুতে শেষ হয়? স্বামীর ঘর ছেড়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে উৎপল তাকে কুলটা বলে আত্মীয় স্বজনের কাছে রটিয়ে বেড়িয়েছে। আর রুবিও চরম শোধ নিয়েছে তার। সেও প্রচার করেছে উৎপলের নপুংসকত্বের কথা। কয়েকটা বিয়ের সম্বন্ধ এসে ভেঙ্গে গেছে উৎপলের। সে খবর রুবি জানে। আরো জানে উৎপলও ঠিক থাকতে পারেনি। তারও স্বভাব চরিত্র বিগড়ে গেছে। দুজনেই দুজনের চরম সর্বনাশ করেছে। মৃত্যুশয্যায়ও কেউ আর কাউকে স্মরণ করবে না। কারণ পরস্পরের কাছে মৃত্যু তাদের অনেক আগেই ঘটে গেছে। শুধু মানুষেরই নয় মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কেরও জন্মমৃত্যু আছে। রুবির মতে সেই মৃত্যুর পর আর পুনর্জন্ম নেই।

উমাও ভাবছিল পিসী-শাশুড়ীর কথা। যাওয়ার সময় তার চোখে জল এসে পড়েছিল। শ্বশুরবাড়িতে এসে অবধি পিসী-শাশুড়ীকে আর কোথাও যেতে দেখেনি উমা। সুখের দিনে স্বামী-গৃহে তাঁর স্থান হয়নি, এবার রোগশয্যায় মৃত্যুশয্যায় তাঁর ডাক পড়েছে। তবু যাওয়ার সময় উৎসাহটা তাঁর লক্ষ্য করবার মত। এতদিন যেন অন্যের বাড়িতে ছিলেন, আজ নিজের জায়গায় নিজের অধিকারে ফিরে যাচ্ছেন। এত বিপদের মধ্যেও তাঁর সেই যাওয়ার উৎসাহটা উমার কাছে অগোচর ছিল না। স্বামীর সুখ-শয্যার ভাগ সতীনের সঙ্গে পিসীমা নিতে পারেন নি কিন্তু মৃত্যু-শয্যায় দুই সতীনের স্থান হতে বাধা নেই। বিভাসকেও কি মৃত্যুর

পূর্বে আর উমা আপন করে পাবে না, মৃত্যুর পূর্বে ছাড়া বিভাস কি তাকে আগের মত কাছে ডাকবে না? হঠাৎ উমা চমকে উঠল। ছি ছি ছি, এসব সে কি ভাবছে। না না মৃত্যু নয় মৃত্যু নয়। মৃত্যু হলে তো সব শেষই হয়ে গেল! মৃত্যু নয় কিন্তু খুব একটা কঠিন অসুখ বিসুখ বিভাসের হোক, দীর্ঘ দিন ভুগুক। আর সেই রোগশয্যায় উমা একা দিনরাত তার শুশ্রূষা করবে। রুবিকে তার কাছেও যেতে দেবে না।

মামলার প্রথম পর্যায়ে দশ পনের দিন অন্তর অন্তর তারিখ পড়তে লাগল। তেমনি একটা তারিখের দিনে অফিসের পর বিভাসের সঙ্গে দেখা করল রুবি।

বিভাস বলল, 'সুধাংশু তো খুবই ভরসা দিয়েছে।'

রুবি বলল, 'আমার ভরসাও নেই ভয়ও নেই। ওসব ভার তোমার ওপর ছেড়ে দিয়েছি। আজ তোমাকে অন্য কথা বলতে এসেছি।'

বিভাস বলল, 'বল।'

রুবি বলল, 'আমার সেতারের মাস্টার মশাইর বাড়িতে ছোট মত একটি জলসার আয়োজন হয়েছে আজ সন্ধ্যায়। আমাকে যাওয়ার জন্যে বিশেষ করে বলেছেন। ভেবেছি যাব। ফিরতে একটু রাত হতে পারে। একা একাই যাব, না তুমিও আসবে সঙ্গে?'

বিভাস বলল, 'আমি?'

রুবি বলল, 'হ্যাঁ তুমি, তুমি। তোমার কথাই বলছি। গান বাজনা তুমিও তো ভালোবাস। চল শুনে আসবে। উমাকে বলা যেত। কিন্তু সে তো আমি যার সংস্পর্শে আছি তার ছায়া মাড়াবে না। যাবে কিনা বল, তাহলে আমি তোমাকে ঠিকানা দিয়ে দিই।'

বিভাস বলল, 'কিন্তু তোমার মাস্টার মশাইতো আমাকে নিমন্ত্রণ করেননি।'

রুবি বলল, 'কেন, ছাত্রীর নিমন্ত্রণ বুঝি যথেষ্ট নয়? তাছাড়া আসলে যাঁরা রসিক তাঁরা রবাহুত হয়েও যান। রসের আসরে তাঁদের আমন্ত্রণটা বাইরের নয় ভিতরের।'

বিভাস বলল, 'কতদূরে তোমার মাস্টাব মশাইর বাড়ি?'

রুবি বলল, 'বেশি দূর নয় কাছেই। পার্ল রোডে গিয়ে রমজান চৌধুরীর নাম বললেই হবে।'

বিভাস একটু চিন্তা করে বলল, 'আচ্ছা।'

সন্ধ্যার পর সুনন্দা প্রেসে একবার হাজিরা দিয়ে পার্কসার্কাসের ট্রামে উঠে বসল বিভাস।

দেশী খৃস্টান আর মুসলমান বাসিন্দাদের একটা ফ্ল্যাট-বাড়ি। দোতলার একটি হলঘরে গৃহকর্তা বিভাসকে নিয়ে বসালেন। ঘর জুড়ে ফরাস পাতা হয়েছে। একপাশে সেতার এস্রাজ আর স্বরোদযন্ত্র। নেহাৎই ঘরোয়া ধরণের জলসা। রমজান চৌধুরীর কয়েকটি বন্ধু-বান্ধব ছাত্র-ছাত্রী উপস্থিত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে রুবিও আছে। সে তার সেতার শিক্ষকের সঙ্গে বিভাসের পরিচয় করিয়ে দিল। মাঝবয়সী দাড়ি গোঁফ কামানো বেশ সুপুরুষ ভদ্রলোক। রমজান বিভাসকে আপ্যায়ন ক'রে বসতে বললেন।

একটু বাদেই বাজনা আরম্ভ হোল। শুধু যন্ত্রসঙ্গীতের আসর।

রমজান বললেন, 'রুবি, তুমি বাজাও একটু।'

রুবি বলল, 'আমি কি বাজাব। আমার তো সবে সুরু।'

বমজান বললেন, 'তাহোক, তুমিই সুরু কর।'

কে একজন বললেন, 'গুরুবাক্য অমান্য করতে নেই।'

আর কোন কথা না বলে ঢাকনা খুলে ফেলে সেতারটা কোলে

তুলে নিল রুবি। তারপর ঘণ্টাখানেক ধ'রে করুণ ইমন কল্যাণের আলাপ চলল। এ রাগ বিভাস ওকে আগেও বাজাতে শুনেছে। দিনকয়েক ধ'রে ক্রমাগত এই রাগেরই সে চর্চা করছিল। কিন্তু ওর হাতে বাজনটা আজ যেমন খুলেছে তেমন আর কোনদিনই খোলেনি। তবলচী বাঁয়া-তবলায় মৃদু শব্দে সঙ্গত করে যাচ্ছিলেন। তাল-লয়ে চমৎকার সামঞ্জস্য ঘটল। আসরের শ্রোতারা সবাই মুক্তকণ্ঠে সুখ্যাতি করলেন রুবির। সেতারটি রেখে দেওয়ার সময় রুবি বিভাসেব দিকে একবার তাকাল। বিভাস মুখে কিছুই বলল না। শুধু দুই চোখের প্রসন্ন আনন্দোজ্জ্বল দৃষ্টি দিয়ে ওকে অভিনন্দন জানাল।

রুবিব পরে আরো জন দুই ভদ্রলোক বাজালেন। সবচেয়ে শেষে বাজালেন রমজান চৌধুরী নিজে। স্বরোদে মালকোষ আলাপ করলেন তিনি। ভারি মিষ্টি হাত। দেড় ঘণ্টা সময় তিনি নিলেন। সাবাক্ষণ শ্রোতারা মুগ্ধ উৎকর্ণ হয়ে রইলেন।

আসর যখন ভাঙল রাত তখন প্রায় একটা বাজে।

চৌধুরী সাহেব বললেন, 'ট্রাম বাস তো বন্ধ হয়েছে। বিনয় বাবুর গাড়িতে যান আপনারা।'

বিভাস বলল, 'না না, গাড়ি লাগবে না। আমরা হেঁটেই যেতে পারব।'

চৌধুরী সাহেব ওদের মনের ভাব বুঝতে পেরে একটু হাসলেন। তারপর রুবির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার সেতারটি তাহলে রেখে যাও, কাল পৌঁছে দেব।'

রুবি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

গভীর রাত্রে নির্জন রাস্তা দিয়ে দুজনে পাশাপাশি হাঁটতে লাগল।

রুবি এক সময় জিজ্ঞেস করল, 'কেমন লাগল তোমার?'

বিভাস বলল, 'চল বলছি।'

তারপর বড় পার্কটার সামনে এসে বলল, 'চল একটু বসি।'

রুবি বলল, 'সে কি! অনেক যে রাত হয়ে গেছে। এখন পথে পার্কে ঘুরে বেড়ালে পুলিশে ধরবে যে।'

বিভাস বলল, 'ধরুক, এসো।'

রুবি একটি বেঞ্চে বসতে যাচ্ছিল, বিভাস বলল, 'না, এসো ঘাসের ওপরই বসা যাক।'

ওর মনের ভাব ঠিক আন্দাজ করতে না পেরে রুবি চটুল গলায় বলল, 'আমার দামী শাড়িটা নষ্ট হবে সে খেয়াল আছে? কি পাগলামি হচ্ছে। চল বাসায় ফিরি।'

একটু যেন কেঁপে গেল রুবির গলা।

কিন্তু বিভাস ততক্ষণে ঘাসের ওপর বসে পড়েছে।

অগত্যা রুবি গিয়ে বসল ওর মুখোমুখি।

বিভাস বলল, 'আজ আমি তোমার কথার জবাব দেব রুবি। সেই জন্যেই এখানে ডেকে আনলাম।'

কৃষ্ণপক্ষের রাত। আকাশে চাঁদের দেখা নেই। শুধু অসংখ্য তারা জ্বল জ্বল করছে।

রুবি বিভাসের চোখের দিকে তাকিয়ে একটু শঙ্কিত স্বরে বলল, 'কোন কথার?'

বিভাস বলল, 'রেস্টুরেণ্টে বসে সেই যে তোমার দেহকৈবল্য-বাদের কথা বলছিলে সে আলোচনার কিছুটা সেদিন বাকি ছিল। সেদিন তোমার কথার জবাব দিতে পারি নি। আমার মনে ভাবটা ছিল কিন্তু কথা জোগায় নি। আজ আমি তোমার স্বরের মধ্যে সেই কথা খুঁজে পেয়েছি।'

বিভাসের স্বর আবেগে উদ্বেল। ওর সমস্ত দেহ কিসের একটা বাসনায় থর থর কাঁপছে।

রুবি বলল, 'কি তোমার সেই কথা বল।'

বিভাস বলল, 'তুমি যে এতক্ষণ বাজালে, যে আনন্দ আমি অতক্ষণ ধ'রে অনুভব করলাম তাও তো দেহজ। তোমার আঙুলগুলি তোমার দেহেরই অংশ। আর সেতারের তারগুলি যত সূক্ষ্মই হোক তাও বস্তু ছাড়া কিছু নয়। সুরটিকে পদার্থবিদ্যার বিশ্লেষণে বস্তু ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। তবু ওটা সাধারণ বস্তু নয়, ভাববস্তু। প্রকার ভেদই বল, আর পরিমাণ ভেদই বল, ভেদ রয়েছে। তোমার সুরকে যেভাবে আমি উপভোগ করলাম, ঠিক তেমনি ক'রে কি তোমার সৌন্দর্যকে আমি ভোগ করতে পারিনে? ঠিক শিল্পোপভোগের মত? এও কান দিয়ে শোনা, চোখ দিয়ে দেখা। আমার সমস্ত সত্তা দিয়ে তোমার ব্যক্তিত্বের স্বাদ গ্রহণ। হ্যাঁ, এও দেহমিলন। তবু কিছু প্রভেদ আছে।'

রুবি বলল, 'তা তো আছেই। ছোঁয়া আর চুমু খাওয়ার মধ্যেও তো স্পর্শসুখের তারতম্য আছে। কিন্তু তাতে কি এসে গেল। তোমার বলবার কথাটা কি?'

বিভাস বলল, 'আমার বলবার কথাটা এই যে সেই তারতম্যের মধ্যেই যত স্বাদ-বৈচিত্র্য। কোন মেয়েকে আমি শুধু ছোঁব আর কোন মেয়েকে, চুমু খাব—সম্পর্কের এই বৈচিত্র্য ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি নে। সম্বন্ধের এক আকারে আমাদের তৃপ্তি নেই, আমাদের বহু আকার চাই।'

রুবি একটু হাসল, 'তাহলে আমার পথে এস, আমার মতে এস। একনিষ্ঠতা একটা বাজে কথা। আমরা সকলেই অনেকনিষ্ঠ।'

বিভাস বলল, 'হ্যাঁ, 'অনেকনিষ্ঠ'। কিন্তু তুমি যে অর্থে কথাটা ব্যবহার করছ ঠিক সে অর্থে নয়। এই অনেকনিষ্ঠা আমাদের অন্য সব সম্পর্কের মধ্যেও আছে। মা মাসী পিসীমার মধ্যে আছে গে

সম্পর্কের জাত এক, তবু তাঁরা এক নন। মেয়ে ভাইঝি ভাগ্নার মধ্যে আছে সে সম্পর্কের জাত এক, তবু তারা এক নয়। তেমনি যারা প্রিয়া তাদেরও যদি একাকার ক'রে দেখি একাকার ক'রে চাই তা'হলে আর অনেকনিষ্ঠা রইল না। কিন্তু এই স্বাদ-বৈচিত্র্য বজায় রাখা সহজ নয় রুবি, ভারি কঠিন।

বিভাসের এই স্বীকৃতিতে রুবি একটু খুসি হয়ে বলল, 'কঠিন? তুমিও বলছ কঠিন?'

বিভাস বলল, 'বলছি বইকি। আমিও তো রক্তমাংসের মানুষ। মুহূর্তে মুহূর্তে মনে হয় এই যে চকখড়িব দাগ দেওয়া সীমারেখা তা রক্তের প্লাবনে ভেসে গেল বলে। তবু আমি তাকে ভাসতে দেইনি। সেই চকখড়ির দাগ পলকে পলকে রঙ বদলাচ্ছে, রক্তের রঙ ধরছে। কিন্তু তা রঙ, রক্ত নয়, কখনো শুধু রক্তে আমাদের আনন্দ কখনো শুধু তার বর্ণে।'

রুবি একটু চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে কোমল স্বরে বলল, 'কিন্তু বিভাস, এই কৃচ্ছ্র সাধনের কি কোন মূল্য আছে, কোন অর্থ আছে এই পুরোণ কনভেনশনের দেয়ালে মাথা ঠুকে মরার? তুমি যেখানে কেবল বর্ণ দেখছ, আমাব সেখানে বিবর্ণতাও চোখে পড়েছে। মানুষের সহজ কামনা বাসনাকে চেপে মারার ফলে কত লোক যে জীবন্মৃত হয়ে রয়েছে, প্রতিদিনের আচার ব্যবহারে হাজারো বিকৃতির ছাপ বয়ে বেড়াচ্ছে—তাকি তুমি দেখনি?'

বিভাস বলল, 'দেখেছি। কিন্তু এই জীবন্মৃতভা স্থায়ী হবে না রুবি। সহজের কাছে আত্মসমর্পণ করা সহজিয়ার সাধনা নয়। তার সাধনা কঠিন, দুরূহ। আমার মনে হয় শিল্পের অমৃত মানুষকে রক্ষা করবে।'

রুবি বলল, 'শিল্প? শিল্পের ওপর তুমি বড় বেশি নির্ভর করছ।

বড় বেশি দাবী করছ তার কাছে। শিল্পের কি সত্যিই অত অলৌকিক শক্তি আছে?'

বিভাস বলল, 'অলৌকিক নয়, অতিমাত্রায় লৌকিক। সেই হিসেবে অতিলৌকিক বলতে পার। আমাদের ব্যক্তিগত দুঃখ নৈরাশ্য বাসনা কামনা ব্যর্থতা সার্থকতা শিল্পের মধ্যে দিয়ে অভিব্যক্তিক রূপ নেয়, তার অতিব্যাপ্তি ঘটে। শিল্প অসামাজিককে সামাজিক করে। তার স্পর্শে লোহাও সোনা হয়, তুমিও সোনা হবে রুবি।'

রুবি বলল, 'আমাব কথা বাদ দাও। কিন্তু তোমার শিল্পেব ওই স্পর্শমাহাত্ম্য কি সত্যিই আছে? যারা শিল্প চর্চা করে তারাই কি ভালো? এমন কি যাবা সৎ শিল্পী তারাও সবসময় সৎ লোক নয় একটু লক্ষ্য কবলেই তা চোখে পড়ে।'

বিভাস বলল, 'কিন্তু যতক্ষণ তাবা শিল্পের সাধনায় নিযুক্ত ততক্ষণ তারা সাধু, ততক্ষণ তারা সৎ।'

রুবি বলল, 'কিন্তু সেই ক্ষণইতো জীবনের সর্বক্ষণ নয়, শিল্পকে যদি ক্ষণপ্রভ বলতে চাও আমাব আপত্তি নেই।'

বিভাস বললে, 'না, শিল্প এখনো মানুষের সর্বক্ষণের সামগ্রী হ'তে পারেনি, কিন্তু তা যে মাহেন্দ্রক্ষণের সে কথা তোমাকে স্বীকার করতেই হবে। আজও মানুষ আব শিল্পীমানুষ এক নয়। কিন্তু মানুষের সাধনা তো সেই সাধনাই, মনে প্রাণে শিল্পী হবার সাধনা।'

রুবি বলল, 'কিন্তু সবাই কি শিল্পী, সবাই কি স্রষ্টা?'

বিভাস বলল, 'সবাই রুবি, সবাই। তুমি সুর দিয়ে শিল্প সৃষ্টি করলে, আমি তোমার আমার সম্পর্ক দিয়ে। চল, এবার ওঠা যাক।'

কিন্তু ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে বিভাসের চমক ভাঙল। ঈস, অনেক রাত হয়ে গেছে। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল দুটো পঁয়ত্রিশ

মনে পড়ল উমার কথা। বাচ্চা ছেলে নিয়ে সে একা আছে বাড়িতে। হয়তো জেগেই আছে।

রুবি উঠে দাঁড়িয়ে বিভাসের বিহ্বলতা লক্ষ্য ক'রে বলল, 'তুমি যাও, আমি ফিরি।'

বিভাস বলল, 'সেকি, তুমি কোথায় যাবে?'

রুবি বলল, 'রমজান সাহেবের বাড়িতেই যাই।'

বিভাস বলল, 'ছিঃ, তা হয় না। চল বাড়ি চল।'

রুবি বলল, 'কিন্তু এভাবে এই শেষ রাত্রে একসঙ্গে বাড়ি ফেরার কি মানে হবে বুঝতে পারছ? বাড়ির একটি মাত্র সদর আর সেই দোরে একটি মাত্র রক্ষিনী। সেখানে কি রক্ষা মিলবে?'

সে আশঙ্কা বিভাসের মনেও উঠেছিল; কিন্তু মুখে বলল, 'বাজে কথা রাখ। এসো আমার সঙ্গে।'

বাড়ির সামনে গিয়ে দেখল উমা একা নয়, পাশের বাড়ির মাধব, মাধবের বাবা সারদাবাবু বিভাসদের বৈঠকখানা ঘরে জেগে বসে আছেন।

বিভাস আর রুবিকে একসঙ্গে ফিরতে দেখে কেউ কোন কথা বললেন না।

একটুবাদে সারদাবাবু বললেন, 'এই যে বিভাসবাবু। এসেছেন আপনি? আর সারা ক'লকাতা শহরে আপনাকে খুঁজতে লোক বেরিয়েছে। উমামা'তো ভেবেই অস্থির। কোন এ্যাক্সিডেন্টই ঘটল না কি। হাসপাতালে পর্যন্ত লোক গেছে। ছি ছি ছি বিভাস-বাবু, আপনার কাছ থেকে এ আমরা আশা করিনি। এতদিন কানা-ঘুষাই শুনেছি, আজ স্বচক্ষে দেখলাম। চল মাধব, বাড়ি চল।'

বিভাস প্রতিবাদ করতে গেল, 'কিন্তু আপনারা যা ভাবছেন তা নয়। একটা গানের জলসায় আমাদের দেরি হয়ে গেল।'

সারদাবাবু হেসে বললেন, 'গানের জলসা ? বেশ বেশ তবু ভালো। উমামা যাও ঘরে যাও তুমি। কোন চিন্তা কোরো না। আমি কালই এর ব্যবস্থা করব। পাড়ার মধ্যে এসব অনাচার আমরা মোটেই সইব না। আদালত ফাদালতের দরকার হবে না। আমার একখানা বাঁশের লাঠি এখনো আছে। তাতেই চলবে। তার কাছে আর কোন ওষুধ নেই।'

সারদাবাবুরা চলে গেলেন।

রুবি কোন কথা না বলে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল। তার মুখ শুকনো, বুক কাঁপছে। কতদিন কতরাত্রে বিভিন্ন পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে আমোদ স্ফূর্তি করে সে ঘরে ফিরেছে। কোনদিন এমনভাবে ধরা পড়েনি। আজ ধরা পড়ল। অথচ ধরা পড়বার আজ কিছুই ছিল না। সব বিভাসের জন্যে, সব বিভাসের জন্যে। কিন্তু আশ্চর্য এই অবিবেচক কাণ্ডজ্ঞানহীন লোকটির ওপর তার যতটা রাগ হওয়া উচিৎ ছিল ততটা যেন হোল না, এবং ওর জন্য একটা অদ্ভুত মমতা আর সহানুভূতিতে মন ভরে উঠল। বিভাসের জন্যে ভয় হোল ওর মনে। নিজের সম্মান গেছে যাক কিন্তু নির্দোষ থেকেও বিভাসের সম্মান যে গেল, পাড়া প্রতিবেশী দশজনের সামনে যে নাকাল হোতে হোল ওকে, রাত পোহালে আরো কত লাঞ্ছনা ভোগ করতে হবে সেই আশঙ্কায় ওর মন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। বিভাসের জন্যে ভারি দুঃখ বোধ করতে লাগল রুবি। নিজের জন্যে দুঃখ নেই, শুধু আর একজনের দুঃখ। আঃ কি শান্তি আর একজনের দুঃখের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দেওয়ায়, আর একজনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যাওয়ার। এমন নিবিড় একাত্মতাই আনন্দ শুধু দুঃখের ভিতর দিয়েই পাওয়া যায়। দেহ-সম্মেলনে নয় শুধু ভাব-সম্মেলনেই মেলে।

বিভাস ঘরে ঢুকলে উমা আস্তে আস্তে দরজা বন্ধ করে দিল। ওর

দেহে যেন কোন স্পন্দন নেই, যেন ওর সমস্ত শরীর মন নিষ্প্রাণ পাষাণে রূপ পেয়েছে।

বিভাস আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে ওর হাত ধরল, ডাকল 'উমা।'

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে উমা সরে দাঁড়াল, কোন কথা বলল না।

বিভাস বলল, 'তুমি বিশ্বাস কর—'

উমা অদ্ভুত একটু হাসল, 'আমি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করছি। আমার আর এক ফোঁটা সন্দেহ সংশয়ও নেই। আশ্চয তোমার এত বড দুঃসাহস তুমি আমার চোখের ওপর—তুমি সকলের চোখের ওপর—।'

বিভাস বলল, 'আমি কোন অন্যায় করিনি বলেই সেই সাহস আমার আছে। অন্যায় করিনি বলেই আমাকে কারো চোখের আড়ালে যেতে হয় নি।'

উমা বলল, 'চুপ কর, চুপ কর। আর মিথ্যে কথা বল না। সাহস! সাহসের বড়াই করছ তুমি! সাহস না থাকলে কি মানুষ চোর হতে পারে, লম্পট হ'তে পারে। কিন্তু সে সাহসের শাস্তি তাকে ভোগ করতে হয়। চিন্তা নেই। সে শাস্তি তুমিও পাবে।'

রাত ভোর হ'তে না হ'তেই সারদা বাবুর দল এসে বাড়ি ঘিরে ধরল। লাঠি একখানা নয়, অনেকগুলি।

সারদা বাবু ডেকে বললেন, 'বিভাস বাবু উঠুন।'

শেষ রাত্রে একটু তন্দ্রার মত এসেছিল বিভাসের, সোরগোলের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। দরজা খুলে দিয়ে বলল, 'কি ব্যাপার!'

সারদা বাবু বললেন, 'মেয়েটাকে বের করে দিন। গাঁট্রি-বোঁচকা নিয়ে ও চলে আসুক। ওর জন্যে আমরা আলাদা ঘর ঠিক করেছি।'

বিভাস বলল, 'অসম্ভব, তা আমি কিছুতেই পারব না।'

সারদা বাবু বললেন, 'আপনি না পারেন আমরা পারব। ছাড়ুন পথ ছেড়ে দিন।'

সারদা বাবুর ইঙ্গিতে জন দুই লোক বিভাসকে ধ'রে সরিয়ে দিল। তারপর তারা ওর ঘরের পাশ দিয়ে উঠান পেরিয়ে সোজা রুবির ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

গুণ্ডামি বদমাইসির জন্যে পাড়ায় যার খ্যাতি আছে সেই নিবারণই এগিয়ে গেল আগে। রুবির দরজায় লাঠির ঠোকা দিয়ে বলল, 'কই দিদিমণি, অনেক ঘুমিয়েছ। ওঠো এবার।'

সারদা বাবু ধমক দিয়ে বললেন, 'এই, যা বলবার ভদ্রভাষায় বল। ও সব কি!'

অনুচরদের ওপর নির্ভর না করে সারদা বাবু নিজেই এগিয়ে এসে বললেন, 'রুবি, ওঠো দরজা খুলে দাও।'

রুবি দোর খুলে এসে সামনা সামনি দাঁড়াল, বলল, 'এসব কি?'

সারদা বাবু বললেন, 'কিছুই না। তোমার জন্যে আলাদা ঘব আমরা ঠিক করেছি। সেখানে তোমাকে চলে যেতে হবে। মাল-পত্রের জন্যে ভাবনা নেই। আমাদের লোক সে সব পৌঁছে দিয়ে আসবে।'

রুবি স্থির দৃষ্টিতে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বলল, 'কিন্তু আপনাদের অত কষ্ট করাব কোন প্রয়োজন দেখছিনে। এ ঘর থেকে আমি যাব না। আপনারা চলে যান।'

সারদা বাবু বললেন, 'কিন্তু তোমাকে যেতেই হবে। আমরা বাড়িওয়ালার মত নিয়ে এসেছি।'

রুবি বলল, 'কিন্তু তাঁর মতই তো সবখানি নয়। তিনি মামলা করছেন, মামলায় যদি জিতে যান তাহ'লেই ঘর ছাড়ব, তার আগে কিছুতেই ছাড়ব না।'

সারদা বাবু বললেন, 'বেশ তো, মামলা তুমি অন্য বাড়ি থেকেও চালাতে পারবে। কোর্টের রায় না পাওয়া পর্যন্ত এ ঘর তালাবন্ধ

থাকবে। আর কাউকে ভাড়া দেওয়া হবে না। কিন্তু তোমাকে আজই চলে আসতে হবে।'

এই সময় বিভাস এসে দাঁড়াল, বলল, 'আপনি সম্পূর্ণ অন্যায় কথা বলছেন সারদা বাবু।

সারদা বাবু একটু হাসলেন, 'অন্যায় কথা বলছি? আপনার ন্যায় অন্যায়ের নমুনা তো কাল রাত্রেই দেখলুম। আপনি আর কথা বলবেন না। চুপ করুন। অন্য কেউ হ'লে মাথা নিচু ক'রে থাকত।'

বিভাস বলল, 'মাথা নিচু করবার কিছু নেই। আমি বলছি আপনারা বাড়ি থেকে এক্ষুনি বেরিয়ে যান, না হ'লে আমি পুলিশ ডাকব।

'বটে!'

সারদা বাবুর সঙ্গীরা বিভাসের দিকে এগিয়ে গেল। সারদা বাবু তাদের বাধা দিয়ে বললেন, 'এই খবরদার।' তারপর বিভাসের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন, 'আগে পাড়ার লোক তারপরে তো পুলিশ। আমরা ছেড়ে না দিলে আপনি এখান থেকে বেরুতেই পারবেন না। তা ছাড়া আমি এখানকার পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্ট তা বোধ হয় আপনি ভুলে গেছেন।'

বিভাস বলল, 'না, ভুলিনি। কিন্তু আপনারা এখন যান। আমাকে একটু ভেবে দেখতে দিন। তারপর বিকেল বেলা এ নিয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলব।'

সারদা বাবু বললেন, 'আশ্চর্য, এর মধ্যে আবার ভাবাভাবির কি আছে। বেশ, উমামা যদি সময় দিতে চায় আমরা বিকেল পর্যন্ত সময় দিতে পারি। কি বল উমামা?'

বিভাসের পিছনে এসে উমা দাঁড়িয়েছিল, সারদাবাবু তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি বল?'

উমা রাণীর মত হুকুম দিয়ে বলল, 'না, আর এক মুহূর্তও সময় নয়। ও পাপকে এক্ষুনি বিদায় করুন আপনারা।'

সারদাবাবু হেসে বললেন, 'শুনলেন তো বিভাস বাবু? আমার সতীমার আদেশ শুনলেন তো? যতদিন আপনি সৎ ছিলেন আমরা আপনাকে মানতুম। কিন্তু এখন আপনার কথা শোনাও যা একটা পাগলের কথা শোনাও তাই।'

সঙ্গীদের একজন পিছন থেকে টিপ্পনী কাটল, 'প্রেমপাগল।'

বিভাস এবার উমার কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'আচ্ছা উমা, আর একটি মেয়ের অপমানে কি তোমার অপমান নয়?'

উমা বলল, 'মেয়ে হলে নিশ্চয়ই অপমান বোধ করতাম। কিন্তু ও তো মেয়ে নয়, বাজারের একটা বেশ্যাও যা, ও ও তাই। ওকে সম্মান করলেই আমার অপমান।'

বিভাস চেয়ে দেখল রুবি স্তব্ধ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিবর্ণ ফ্যাকাসে তার মুখ।

বিভাস স্ত্রীর দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'সে যাই হোক তবু তার অপমানে আমার অপমান, তোমার অপমান। আমি স্বামী হ'য়ে তোমার কাছে অনুরোধ করছি তুমি এখন ওঁদের যেতে বল। অন্ততঃ বিকেল পর্যন্ত সময় দাও।'

উমা বলল, 'স্বামী হয়ে এ অনুরোধ তুমি করতে পার না। একটা লম্পট বদমাস হিসেবেই পার। সেই লম্পটের অনুরোধ আমি রাখতে বাধ্য নই।'

সারদাবাবু বললেন, 'আঃ কেন মিছামিছি গোলমাল বাড়াচ্ছেন বিভাসবাবু! যেতে দিন যেতে দিন, রুবিকে যেতে দিন।'

হঠাৎ বিভাস এগিয়ে এসে রুবিকে আড়াল ক'রে দাঁড়িয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বলল, 'না ও যেতে পারবে না, ওকে আমি যেতে দেব না।'

সারদাবাবু বললেন, 'আঃ কি পাগলামি করছেন বিভাসবাবু! যেতে দেবেন না তো এ বাড়িতে ওকে আপনি রাখবেন কি ক'রে? ও আপনার কে?'

বিভাস বলল, 'ও আমার কে? অন্য কোন সম্পর্ক তো আপনারা বুঝবেনও না, স্বীকারও করবেন না। ও আমার স্ত্রী।'

সারদাবাবু বললেন, 'স্ত্রী?'

রুবি অস্ফুট কণ্ঠে বলল, 'ছিঃ, কি বলছেন আপনি বিভাসবাবু!'

বিভাস বলল, 'হ্যাঁ, স্ত্রী। এবার শুনলেন তো? যান এবার আপনারা।'

সারদাবাবু বললেন, 'আরে দাঁড়ান মশাই, অত সহজেই কি যাওয়া যায়! নতুন বিয়ে-থা করলেন, মিষ্টিমুখ না করিয়েই বিদায় দেবেন সে কি কথা। তাহ'লে আপনার দুটি স্ত্রী বলুন। এ ঘরে একটি, ওঘরে আর একটি।'

বিভাস বলল, 'না শুধু একটিই।'

কিছুক্ষণ কেউ আর কোন কথা বলল না।

সারদাবাবু রুবিকে লক্ষ্য ক'রে কি বলতে যাচ্ছিলেন, উমা এগিয়ে বলল, 'এর পর আর কোন কথা চলতে পারে না। আপনারা এবার যান মেসোমশাই।'

সারদাবাবু বললেন, 'তুমি কি বলছ! একটা পাগলের কথায় বিশ্বাস ক'রে আমরা চলে যাব! একটা অসম্ভব কথা বললেই হোল?'

উমা বলল, 'কিছুই অসম্ভব নয় মেসোমশাই। আপনারা এখন যান, বিকেলে আসবেন। বিকেল পর্যন্ত তো সময় চেয়েছে ওরা? বেশ তাই দেওয়া গেল। আপনারা বিকেলে আসুন।'

উমা হাত জোড় করল।

সারদাবাবু তার দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বললেন, 'আচ্ছা।'

দলবল নিয়ে সারদাবাবু বিদায় হলেন। আর বিভাস সোজা রুবির ঘরে গিয়ে ঢুকল।

রুবি ততক্ষণে ঘরের মধ্যে এসে তক্তপোষের এক কোণায় চুপ ক'রে বসে ছিল। বিভাসকে দেখে ও চমকে উঠল, আরক্ত হয়ে উঠল ওর মুখ। বলল, 'ছি ছি ছি, এ তুমি কি করলে, এ তুমি কি বললে!'

বিভাস বলল, 'আমি ঠিক বলেছি।'

এগিয়ে এসে বিভাস এবার ওর হাত ধরল শক্ত ক'রে, বলল, 'যা বলেছি, ঠিকই বলেছি আমি। আমার কথা আর আমি ফিরিয়ে নেব না। আজ থেকে তোমার আমার ভিতরকার সেই চকখড়ির সাদা দাগ তুলে ফেলব, মুছে ফেলব। তোমার সাদা সিঁথিতে ফের সিঁদুর পরাব। সমাজ সংসার সন্তানের ভিতর দিয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ ক'রে দেব, তোমাকে সম্পূর্ণ ক'রে নেব। অংশে আমার আশা মিটবে না, আমি তোমাকে সম্পূর্ণ ক'রে চাই রুবি, সম্পূর্ণ ক'রে দিতে চাই।'

রুবি দোরের দিকে তাকিয়ে অস্ফুট স্বরে বলল, 'উমা, উমা রয়েছে ওখানে।'

উমা দোরের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে বুঝতে পেরেও বিভাস ঘাড় ফিরাল না, কিংবা হাত ছাড়ল না। বলল, 'আসুক। ও এক্ষুণি চলে যাবে। ও না যায় আমরা যাব। কিছুক্ষণ আগে ও আমাদের সম্পর্ককে অস্বীকার করেছে। ওর চোখে আমি আর স্বামী নই, শুধু লম্পট। আমিও ওকে আব স্বীকার করব না। ভিতরে ভিতবে বিবাহ বিচ্ছেদ আমাদেব হয়ে গেছে। শুধু অনুষ্ঠানটুকু বাকি।'

উমা আর দাঁড়াল না, দাঁড়াতে পারল না। ঘরে গিয়ে নিজের বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে বলল, 'মাগো!'

রুবি বলল, 'ছাড, আমাকে ভাবতে দাও।'

বিভাস বলল, 'এর মধ্যে আর ভাববার কিছু নেই।'

ভাববার কিছু নেই! রুবির বুকের ভিতরটা কেঁপে উঠল। বিভাসের হাতের মধ্যে কেঁপে উঠল ওর হাত। ভাববার কিছু নেই! ফের স্বামী সন্তান সংসার! ভাঙা জাহাজে আর ঘাটে ঘাটে এমন ক'রে ভেসে বেড়ান নয়। পোতাশ্রয়ে নিরাপদ আশ্রয় লাভ। হ্যাঁ, এবার আশ্রয় চাই তার। সে বড় নিঃস্ব, বড় নিঃসঙ্গ, বড় ক্লান্ত। একমাত্র স্বামী সন্তানের বাহুবন্ধনের নিবিড় নীড় ছাড়া আর কোথাও এই ক্লান্তির অবসান হবে না। পরিপূর্ণ শান্তি আর তৃপ্তিতে ভরে উঠবে না বুক।

রুবির চোখের সামনে একটুকরো ছবি ভেসে উঠল। এ ঘর হয়তো ছেড়ে দিতে হবে, এ পাড়া ছেড়ে যেতে হবে। কিন্তু তাতে কি। যেখানে দুজন সেখানেই ঘর, সেখানেই পাড়া। এই শহরেরই আর এক পাড়ায় আর এক অজানা গলিতে ঘর বাঁধবে রুবি। মনের মত ক'রে ঘর সাজাবে। নিজের শরীরের যত্ন না নিলেও চলবে কিন্তু ঘরের যত্নের কথা ভুললে চলবে না। কারণ সে ঘর তো তার একার নয়, দুজনের। শুধু কি দুজনের? ক্রমে আরো একজন আসবে। আর একটি শিশুর দুরন্তপণায় তার সাজানো ঘর অগোছালো হয়ে উঠবে। তার ছুটোছুটি দাপাদাপির শব্দে মুখর হয়ে উঠবে, মধুর হয়ে উঠবে পৃথিবী। তার পায়ের শব্দ কি এখনই শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ একটি শিশু ছুটতে ছুটতে এসে ঘরে ঢুকল।

'মাসীমা! মাসীমা!

উমার ছেলে বাবলু।

রুবি বিভাসের মুঠির ভিতর থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'কিরে বাবলু, কি হয়েছে?'

বাবলু কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল, 'আমার মা মরে গেছে। কথা বলছে না, তুমি শিগগির এসো, বাবা শিগগির এসো।'